সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের জন্য এসেনসিয়াল স্কিলস কোর্স

(সহায়তাকারীর জন্য নির্দেশিকা)

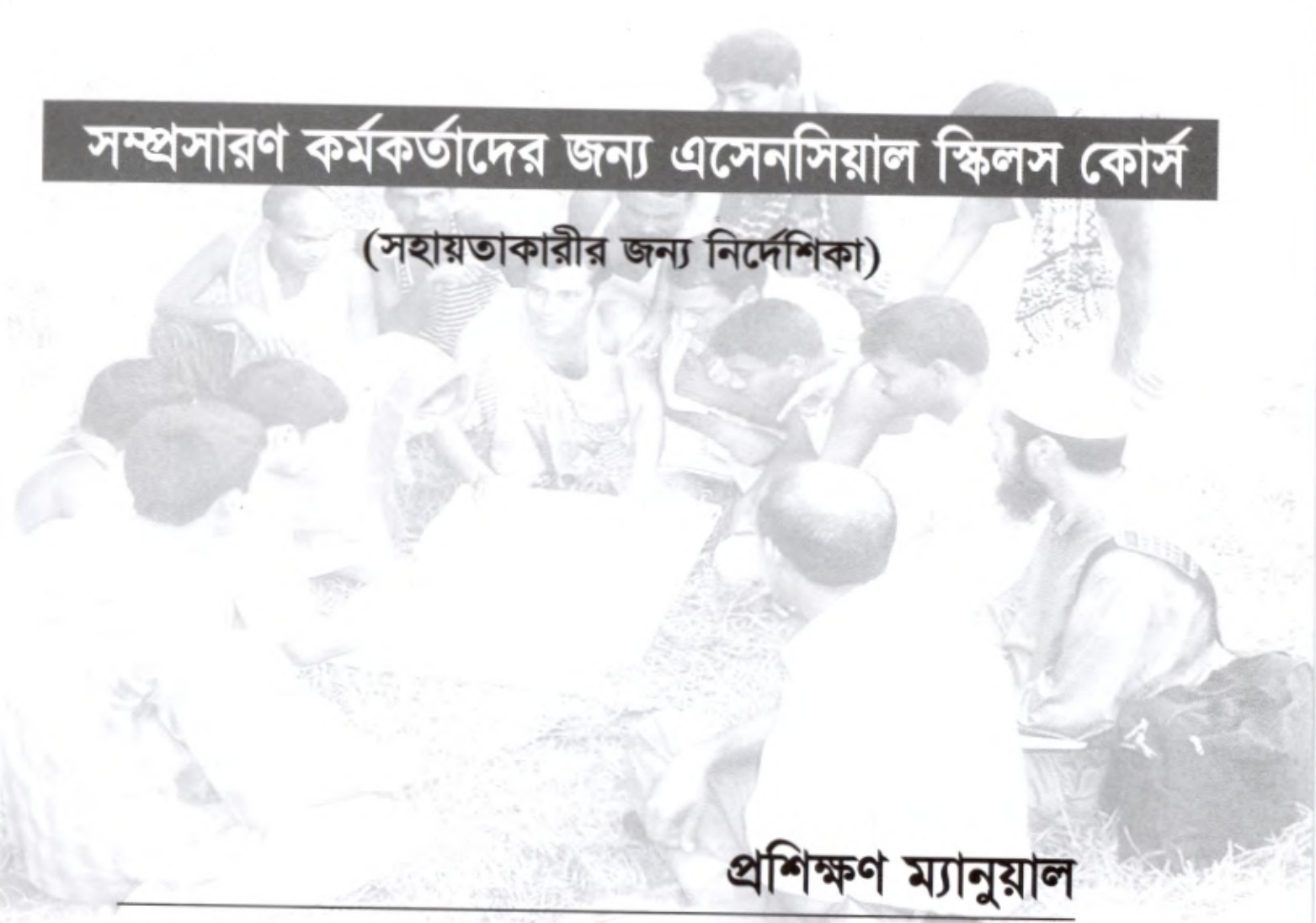

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

- অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা, স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রধান সম্পাদক

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মোঃ শরিফুল ইসলাম আকন্দ
ড. এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা
এম শাহাজত আলী
মোঃ আবুল হাশেম সুমন
মোঃ আমিনুল ইসলাম
এস এ শামীম আহমাদ
মোঃ মাহবুবুল আলম মিঞা

প্রকাশকাল

জুলাই ২০০৪

প্রকাশনায়

প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ

মোঃ আমিনুল ইসলাম

মুদ্রণ

আলম প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
১১৯/৩, ফকিরাপুল, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৫৩২৮৭, ৮৩১৮৭০৯

কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করেন ঃ

মোঃ শরিফুল ইসলাম আকন্দ, ক্রিস জেমস গ্রোস, ড. এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা
মোঃ আবুল হাশেম সুমন, মোঃ আমিনুল ইসলাম, এস এ শামীম আহমাদ
বদরুল হাসান বাবুল, মোঃ সাইনার আলম, অশোক কুমার সরকার
শিরীন সুলতানা লিপি, মোঃ তানভীর ইসলাম।

http://www.fisheries.gov.bd

কোর্সের বিষয়সূচি

১ কোর্স পরিচিতি ৫-১৩

২ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA)

- পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা ও মূলনীতি ১৪-৩৮
- পিআরএ'র প্রয়োগ ৩৯-৪২
- পিআরএ'র কৌশলসমূহ ৪৩-৫৫
- পিআরএ'র অনুশীলন - মডেল অধিবেশন ৫৬-৬২
- পিআরএ'র অনুশীলন - মাঠ পর্যায়ে ৬৩-৬৫
- পিআরএ ফলাফল উপস্থাপন ৬৬

৩ স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা (SLA)

- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার প্রাথমিক ধারণা ৬৭-৭৪
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতি ৭৫-৮৪
- জীবনযাত্রার সম্পদ ৮৫-৮৬
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা ৮৭-৯৮

৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E)

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মৌলিক ধারণা ৯৯-১০৩
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ১০৪-১১২
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি নির্বাচিত কৌশল ১১৩-১২৩
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ ১২৪-১২৯
- প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামোর পূরণকৃত ছক উপস্থাপন ১৩০-১৩১
- সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম ১৩২-১৩৫

৫ কোর্স পুনরালোচনা ১৩৬-১৩৮

সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের জন্য এসেনসিয়াল স্কিলস কোর্স

কোর্স পরিচিতি

কোর্সের লক্ষ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদেরকে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ) বিষয়ে সম্যক অবহিত করা যেন তারা মৎস্যগ্রামে বিষয়টি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে; মনিটরিং পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যেন তারা মৎস্যগ্রাম কার্যক্রম কার্যকররূপে তত্ত্বাবধান, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করতে পারে।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী সম্প্রসারণ কর্মকর্তাবৃন্দ, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

কোর্সের উদ্দেশ্য এই কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

পিআরএ

- অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা বলতে কী বুঝায় এবং কেন এই সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রসমূহ বলতে পারবে এবং পরিভ্রমণ, সামাজিক মানচিত্র, সচলতার চিত্র, কেস স্টাডি ও আর্থিক সচ্ছলতার স্তরবিন্যাস কৌশলসমূহের বর্ণনা দিতে পারবে।
- মৎস্যগ্রাম কার্যক্রমসহ মৎস্য খাতের প্রায় সকল ক্ষেত্রে এই সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারবে এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারবে।
- পিআরএ কৌশল প্রয়োগ করে কোন গ্রামের সম্পদ, চাষিদের প্রত্যাশা নিরূপণ এবং আর্থিক সচ্ছলতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাশ করে দরিদ্র ও মহিলা চাষি নির্বাচন করতে পারবে।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা

- দারিদ্র, উন্নয়ন ও স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার সংজ্ঞা বলতে পারবে। কোন ব্যক্তির সামর্থ্য এবং সামর্থ্যের ভিত্তিতে অধিকৃত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র দূরীকরণ এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারবে।
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার ৬টি মূলনীতি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জীবনযাত্রার সম্পদ চিহ্নিত করতে এর গুরুত্ব এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কীভাবে সম্পদের উন্নয়ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা রূপরেখা বলতে পারবে।
- বিভিন্ন সংগঠন এবং নীতি ও পদ্ধতি স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা পরিচালনায় কীভাবে বিপন্নতা ও ঝুঁকি হিসাবে দেখা দেয় তা বর্ণনা করতে পারবে। বিপন্নতা ও ঝুঁকি কাটিয়ে স্থায়ীত্বশীল জীবনযাত্রা পরিচালনা কৌশল নির্ধারণে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করতে পারবে।
- দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল জীবনযাত্রা প্রস্তাবনাকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যগ্রাম কার্যক্রম এবং অধিদপ্তরীয় অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে পারবে।

পরিবীক্ষণ

- মৎস্যগ্রাম কার্যক্রমে পরিবীক্ষণ বিষয়ক তথ্যসমূহের কার্যকর ব্যবহার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- মৎস্যচাষিদের আর্থ-সামাজিক ও কারিগরি পটভূমি সংক্রান্ত বিশদ তথ্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে।

  মৎস্যগ্রামে পরিচালিতব্য সকল প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরূপণ করতে পারবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১ সময়: ১ ঘণ্টা

শিরোনাম: কোর্স পরিচিতি

অধিবেশনের লক্ষ্য অংশগ্রহণকারীদের স্কিলস কোর্সের সাথে পরিচিত করা যাতে তারা প্রত্যাশা নির্ণয় করতে এবং ছয় দিনের কোর্সের কাঠামো এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- দলের প্রত্যাশা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- কোর্সের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে এবং
- কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ২	**স্বাগত** বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা
বিষয়বস্তু ৫৫	**প্রত্যাশা** ফ্লিপচার্টে পরিচিতি অধিবেশনে প্রত্যাশাসমূহ লিপিবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ কক্ষে ডিসপ্লে করতে হবে। সমাপনী দিবসে মূল্যায়ন অধিবেশনে তা পর্যালোচনা করা হবে।	ভিপকার্ড প্রশ্ন-বিরতি-নাম আলোচনা
	কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হবে (সংযুক্ত হ্যান্ডআউট অনুসরণ করে সহায়তাকারী এই বিষয়টি শ্রেণিকক্ষে করবেন)।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম আলোচনা

অধিবেশন সূচি

পদ্ধতি

কোর্সের সময়সূচি
কোর্সের সময়সূচি সরবরাহ করা হবে।

কোর্স চলাকালীন মূল্যায়ন
মুডমিটার, গ্রাফিটি বোর্ড, প্রাত্যহিক জার্ণাল এবং প্রতিদিনের প্রশিক্ষণে মূল্যায়ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান।

প্রশিক্ষণ নর্ম:
অংশগ্রহণকারীদের সাথে PARTS বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সম্মত হওয়া।
↓
Participation, **A**ttentive, **R**elevant, **T**imely, **S**incere

সার-সংক্ষেপ অধিবেশন সমাপ্তিকরণ

৩

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

ব্যাগ/ফোল্ডার, বাদামী কাগজ, পোষ্টার কাগজ, পেন্সিল, ইরেজার, নোট বই, কলম, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, হ্যান্ডআউট, সময়সূচি পত্র, ফ্লিপচার্ট, সাদা বোর্ড ও মার্কার, ব্লু ট্যাক, মুড মিটার, ভিপকার্ড এবং গ্রাফিটি বোর্ড।

Fourth Fisheries Project (FFP)
Department of Fisheries, Bangladesh

Skills Course on PRA, SLA and M&E

ATTENDANCE SHEET

Duration: from.....to..... *Venue:*

Sl. No.	Name	Design.	Posting place	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6

Name & Signature of facilitator : ---------- Date : ----------

Fourth Fisheries Project (FFP)

Department of Fisheries, Bangladesh

Skills Course on PRA, SLA and M&E

REGISTRATION FORM (Trainers)

FOR OFFICE USE ONLY:

Course Title	**Skills Course on PRA, SLA and M&E**	Course Code	
Location of Training			
Duration of Training: From		To	
Facilitator(s): Name	1.	2.	
Designation & Posting Place	1.	2.	
DT(s) : Name	1.	2.	
Designation & Posting Place	1.	2.	
Resource Person(s) : Name	1.	2.	
Designation & Posting Place	1.	2.	
Name	3.		
Designation & Posting Place	3.		

Fourth Fisheries Project (FFP)

Department of Fisheries, Bangladesh

Skills Course on PRA, SLA and M&E

REGISTRATION FORM (Participants)

Duration: (from .....to .....) *Venue: .....*

TO BE FILLED IN BY PARTICIPANT: (in block letters)

For Office Use Only:
Course Code

Full Name
(In block letters)

Designation

Date of Birth

Place of Posting

Organization

Mailing Address

Telephone with area code (if any)

E-mail (If any)

Signature

Day Month Year

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

পিআরএ, এসএলএ এবং মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স

গ্রাফিটি বোর্ড (Graffiti Board)

একক অনুশীলনী

একক কাজ

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো কোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও প্রতিভাবের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশে সফলভাবে কোর্স পরিচালনায় প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় মতামত পেতে পারেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

১. কোর্সের সার্বিক কার্যক্রমের উপর কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা 'Graffiti Board' এ লিপিবদ্ধ করুন। প্রশিক্ষক প্রতিদিন গ্রাফিটি বোর্ড দেখবেন এবং উল্লেখিত মতামতের প্রতিভাব দেবেন।

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

পিআরএ, এসএলএ এবং মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স

প্রাত্যহিক জার্ণাল

একক অনুশীলনী

একক কাজ

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো কোর্সে অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন করা যাতে আপনি কোর্সের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার গুরুত্ব অনুধাবন করে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে এ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অনুভূতি সম্পর্কে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১. প্রতিদিন শেষে ৫-১০ মিনিট সময় ঐ দিনের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিজে নিজে পুনরালোচনা করুন।

২. কোর্স থেকে ব্যক্তিগতভাবে কী শিখলেন, কেন বিষয়টি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ভবিষ্যতে কীভাবে প্রয়োগ করবেন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখুন।

৩. নিম্নের ছক অনুযায়ী সংক্ষিপ্তভাবে কোর্সের বিষয়াদি লিখে রাখতে পারেন।

কার্যক্রম	কার্যক্রম থেকে ব্যক্তিগতভাবে শিখলাম	যা শিখলাম কীভাবে কাজে প্রয়োগ করবো
প্রাত্যহিক জার্ণাল	১. ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্যে প্রাত্যহিক জার্ণাল নিয়মিত ও ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণের গুরুত্ব।	সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় আমি এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবো এবং আমার প্রশিক্ষণে এ পদ্ধতি চালু করবো।
তথ্যগ্রহণ পদ্ধতি	১. কী ভাবে চাষিরা কোন্ তথ্য গ্রহণ করে এবং কোন কোন বিষয়গুলো চাষির তথ্য গ্রহণে প্রভাব ফেলে।	

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

পিআরএ, এসএলএ এবং মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স

প্রাত্যহিক পুনরালোচনা

একক/দলীয় অনুশীলনী

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো পূর্বদিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা এবং প্রদত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সান্ধ্যকালীন কাজ উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে অংশগ্রহণকারীগণ অর্জিত অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে পারেন।

ক. পুনরালোচনা

নির্দেশনা

১. প্রতি দিনের শেষে লটারির মাধ্যমে পরবর্তী দিনের পুনরালোচনা অধিবেশন উপস্থাপনার জন্যে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। তিনি আগের দিনের উপস্থাপিত সমস্ত অধিবেশন থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর ৫ মিনিট বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্যের মূল বিষয় হবে বিষয়টি কী, কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগাবেন।

২. একইভাবে প্রশিক্ষক আর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করবেন যিনি গত দিনের সমস্ত বিষয়গুলো সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৫ মিনিট সময় ধরে পুনরালোচনা করবেন।

৩. উপরোক্ত ২ জন উপস্থাপকের সার্বিক উপস্থাপনার উপর ১০ মিনিট সময়ে প্রথমে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও পরে প্রশিক্ষক ভাল ও মন্দ প্রতিভাব দেবেন।

৪. কোন অংশগ্রহণকারীর গতদিনের আলোচনায় কোন বিষয়ে জানতে বা বুঝতে অসুবিধা থাকলে তা সংশোধন করে নিন।

খ. সান্ধ্যকালীন কাজের উপস্থাপনা

১. পূর্ব দিনে প্রদত্ত সান্ধ্যকালীন অনুশীলনী সঠিকভাবে জেনে নিন।

২. বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপন করবেন তা নির্ধারণ করুন।

৩. কে উপস্থাপন করবেন তা নির্ধারণ করুন।

৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ করুন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ২ সময়: ৩ ঘণ্টা

শিরোনাম:	পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা ও মূলনীতি

অধিবেশনের লক্ষ্য

এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পিআরএ'র ধারণা ও মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হবে যাতে তারা অর্জিত জ্ঞান দ্বারা চাষিদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- পিআরএ'র সংজ্ঞা, পটভূমি ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবে
- পিআরএ ও অন্যান্য জরিপের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে
- পিআরএ এবং অন্যান্য কৌশলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে
- পিআরএ -আরআরএ'র এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে
- পিআরএ'র সুবিধা, সীমাবদ্ধতা, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য এবং উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে জানতে ও বলতে পারবে
- কোন অধিবেশন পরিচালনায় সহায়তাকারীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে
- ত্রিকোণায়ন পদ্ধতি ও দলীয় গতিময়তা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং
- ভাল দলে সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবে ও দলীয় ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দলে নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম
বিষয়বস্তু ১০	**পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা** ডাইনিং হল ম্যানেজারের চরিত্রাভিনয় কোর্স ডিনারের জন্য উন্নতমানের খাদ্যসূচি প্রণয়নের ব্যাপারে ম্যানেজার প্রশিক্ষণার্থীদের ওপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দিতে চাইবেন। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। অবশেষে সবাই একমত হয়ে সবার গ্রহণযোগ্য একটি মেনু তৈরি করবে। শিক্ষণীয় বিষয়: অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া সত্যিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করে। অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন (বর্তমান প্রেক্ষাপটে) বলতে যা বুঝায় তার	চরিত্রাভিনয় প্রশ্ন-বিরতি-নাম

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
১৫	পিআরএ'র ধারণা, পটভূমি, ক্রমবিবর্তন ও সংজ্ঞা	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম
১০	**উন্নয়নমূলক কাজে বাংলাদেশে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করতে পারার পেছনে ব্যর্থতার কারণসমূহ**	ব্রেইনস্টর্মিং ভিপকার্ড
৫	**পিআরএ ও অন্য জরিপের মধ্যে পার্থক্য** ভিপকার্ডগুলো থেকে জরিপ অথবা এ সম্পর্কিত শব্দগুলো নিতে হবে এবং তারপর ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করে পার্থক্য আলোচনা করতে হবে ।	আলোচনা ও তৈরি ফ্লিপচার্ট
৫	**পিআরএ এবং আরআরএসহ বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে পার্থক্য**	তৈরি ফ্লিপচার্ট ও আলোচনা
১০	**পিআরএ'র সুবিধা, সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য** ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে পিআরএ'র সুবিধা, বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা সনাক্ত করা হবে এবং সাদা বোর্ডে লেখা হবে। তারপর এগুলো তৈরি ফ্লিপচার্ট-এর সাথে তুলনা করতে হবে।	ব্রেইনস্টর্মিং প্রশ্ন-বিরতি-নাম তৈরী ফ্লিপচার্ট
	পিআরএ'র নীতি	
৫	**বিভিন্ন ধর্মের স্তম্ভ** বিভিন্ন ধর্মের স্তম্ভ কী কী তা ব্রেইনস্টর্মিং-এর মাধ্যমে বের করে আনা হবে। প্রথমে ইসলাম ধর্মের ৫ স্তম্ভ ও পরে হিন্দু বা অন্য ধর্মের স্তম্ভ বের করা এবং এর গুরুত্ব বলা। অনুরূপভাবে পিআরএ'র যে তিন স্তম্ভ আছে তা বলা।	ব্রেইনস্টর্মিং আলোচনা
৫	***পিআরএ'র তিন স্তম্ভ* : পিআরএ পদ্ধতি প্রয়োগের ভিত্তি** - আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি - পদ্ধতি প্রয়োগ - মত বিনিময়	তৈরি ফ্লিপচার্ট আলোচনা
১০	***পিআরএ'র উচিত ও অনুচিত*** পুনরায় ধর্ম বিষয়ে ফিরে যেতে হবে, তারপর এর উচিত ও অনুচিত নিয়ে আলোচনা করা। পরে দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে পিআরএ'র সম্ভাব্য উচিত ও অনুচিত বের করা। তৈরি ফ্লিপচার্ট-এর সাথে তুলনা করা।	ব্রেইনস্ট্রর্মিং প্রশ্ন-বিরতি-নাম দলীয় অনুশীলন তৈরি ফ্লিপচার্ট

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
২৫	**ত্রিকোণায়ন পদ্ধতি ও দলীয় গতিময়তা**	বক্তৃতা তৈরি ফ্লিপচার্ট
২৫	**বেলবিন-এর দলীয় ভূমিকা বিশ্লেষণ** প্রশিক্ষক বিষয়টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সম্যক ধারণা দেবেন। অত:পর বেলবিন-এর দলীয় ভূমিকা বিশ্লেষণের ছক পত্রটি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে সরবরাহ করত: তাদের দ্বারা পূরণ করাবেন (Practice Session)।	বক্তৃতা যৌথ অনুশীলনী (ছক সরবরাহ করে) প্রশ্ন-বিরতি-নাম
১০	**সহায়তাদানকারীর বৈশিষ্ট্য** দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে সহায়তাকারীর বৈশিষ্ট্য বের করা হবে। পরে তৈরি ফ্লিপচার্টের সাথে তুলনা করা হবে।	দলীয় অনুশীলন তৈরি ফ্লিপচার্ট আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ১০	মূল বিষয়সমূহ পুনরালোচনা উদ্দেশ্য যাচাই পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ধন্যবাদ।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী পোষ্টার কাগজ, কলম, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট, সাদা বোর্ড ও মার্কার, ব্লু ট্যাক, ভিপকার্ড ইত্যাদি।

পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা ও মূলনীতি

অনুশীলনী

ছোট দলীয় কাজ

পিআরএ কৌশল পরিচালনায়-

- কী করা উচিত, এবং
- কী করা উচিত নয়

বড় দলে উপস্থাপন।

সময়: ১০ মিনিট

পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা ও মূলনীতি

অনুশীলনী

ছোট দলীয় কাজ

১. একজন সহায়তাকারীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?

কাজের ধারা

ক. ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সহায়তাকারীর বৈশিষ্ট্যাবলী ফ্লিপচার্ট পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন।
খ. লিপিবদ্ধ বৈশিষ্ট্যাবলী বড় দলে উপস্থাপন।

সময়: ১০ মিনিট

সান্ধ্যকালীন একক কাজ

অনুশীলনী

১. বেলবিন-এর দলীয় ভূমিকা বিশ্লেষণ ছক পূরণ করে পরদিন সকালের অধিবেশনে দাখিলকরণ।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা

Participatory Rural Appraisal (PRA)

অধিবেশন : ২ - পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা

পিআরএ কী?

ড: রবার্ট চেম্বারস-এর মতে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rural Appraisal বা PRA) হল **এমন কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা গ্রামের তথা এলাকার মানুষকে তাদের নিজেদের জীবনের ও পরিবেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে, বহিরাগতদের সংগে মত বিনিময় করতে এবং নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তদারক ও মূল্যায়ন করতে সামর্থ্য যোগায়।**

PRA-কে প্রায়শ:ই "এক ঝুড়ি কৌশল" হিসেবে অভিহিত করা হয়। এসকল কৌশল গ্রামবাসীদেরকে বিভিন্ন ডায়াগ্রাম, চার্ট বা মানচিত্র তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে যার মাধ্যমে ঐ সকল গ্রামবাসীর অতীত ও বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

গ্রামের বা এলাকার জনগণের দ্বারা তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতিসমূহের সমষ্টি হল পিআরএ অর্থাৎ যাদের জন্য প্রকল্প তাদের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ ও সমাধান নির্ণয় করাকেই পিআরএ বলা হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে পিআরএ ব্যবহৃত হচ্ছে। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তার সম্ভাব্য সমাধানে স্থানীয় জনগোষ্ঠির কার্যকরী অংশগ্রহণকে গুরুত্ব প্রদান করাই পিআরএ। এখানে তথ্য বহনকারী, অনুঘটক (Catalyst) ও সহায়তাকারী হিসেবে উন্নয়ন কর্মী (বহিরাগত)-র ভূমিকা রয়েছে।

পিআরএ ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ শুধু তথ্য সংগ্রহ নয় বরং এটি একটি উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের পদ্ধতি এবং সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী সংলাপ ও স্থায়ীত্বশীল মত বিনিময়ের একটি সমন্বিত পদক্ষেপ। পিআরএ কোন জটিল সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয় না। এটি একটি শিক্ষামূলক পদ্ধতি যার ফলে নতুন পদ্ধতির উন্নয়ন ও উন্নীতকরণে এবং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কৌশলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্যচাষ ক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্রতী উন্নয়ন কর্মীদের জন্য বিভিন্ন রকম তথ্যের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিকভাবে পিআরএ এবং দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষা (Rapid Rural Appraisal- RRA)-এর উদ্ভব হয়েছিল এ সকল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য কার্যকরভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষায় ধারণা করা হয় যে, গ্রামের যাবতীয় বিষয়ে গ্রামের জনগণের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। অতএব, তথ্য সংগ্রহে আর কোন প্রশ্নপত্র নয়, সরাসরি গ্রামের জনগণের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত তথ্য গবেষণাগারে বিশ্লষণ করা হয়। বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গ্রামের জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করা হয়। সম্ভাব্য সমাধানের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয় কর্ম পরিকল্পনা। কারণ বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন যে, গ্রামের জনগণ গ্রামের অবস্থানের কারণে গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে জানে কিন্তু যেহেতু তারা অধিকাংশ নিরক্ষর তাই সমাধান দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞ প্রদত্ত সমাধানের ভিত্তিতে প্রস্তুত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় বেশির ভাগ সমাধানের সাথে সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য PRA এর উদ্ভব হয়।

বিগত প্রায় একযুগ ধরে ক্রম-পরিবর্তনের ধারায় যে সকল গ্রামীণ সমীক্ষা ও কৌশল ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলো হলো : Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Rapid Assessment Procedures (RAP), Participatory Action Learning Methods (PALM), Diagnostic Rural Appraisal (DRP), Farming System Research (FSR), Participatory Rural Appraisal and Planning (PRAP), Rapid Assessment of Agriculture Knowledge System (RAAKS), Rapid Ethnographic Assessment (REA), Rapid Organizational Assessment (ROA), Beneficiary Assessment (BA), এবং Participatory Rural Appraisal (PRA) ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষা শুধু গ্রামে নয় বরং শহর, মফস্বল, যে কোন স্থানে, যে কোন স্তরের জনগণ এমনকি কর্মস্থলেও ব্যবহার করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শহরের যানজট নিরসন, বস্তি উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান সমস্যা, পরিবেশ দূষণের মত জটিল বিষয়েও PRA ব্যবহার করা সম্ভব। তাই এর সার্বিক ব্যবহার লক্ষ্য করে বর্তমানে PRA-কে অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সমীক্ষা (Participatory Local Appraisal-PLA) বলা হয়। যেহেতু PLA পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী জনগণের/এলাকাবাসীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তাই বর্তমানে PRA/PLA-কে আরও গতিশীল ও বাস্তবমূখী করার লক্ষ্যে পরিবর্তিত নামকরণ হয়েছে-"অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ও তার প্রয়োগ"। ১৯৯০ সালের পর হতে এ সমীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়।

পিআরএ'র মূলনীতি

পিআরএ কৌশল প্রয়োগ বা আচরণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, এক্ষেত্রে Handover the stick to the people এ নীতি বাক্যটি স্মরণ রাখা সমীচীন। একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা আচরণ একস্থানে সুফল দিলে অন্যস্থানে অনুরূপ ফল নাও দিতে পারে। স্থান-কাল-পাত্র, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেই আচরণ, পদ্ধতি প্রয়োগ ও ভাব বিনিময় করতে হয়। তাই পিআরএ'র মূলনীতি হলো **"যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাস্তবতার আলোকে ও জনগণের ইচ্ছার নিরীখে নিজের বিবেচনায় সর্বোত্তম রায়কে গ্রহণ করুন** (Use your own best judgement)"।

অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষার ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন

বিকশিত পঞ্চাশের দশক	৪৭ পূর্ব	• দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সম্পদের সমবণ্টন ও জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন মতবাদ প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, কমুনিষ্ট দেশসমূহে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূরীকরণ ও তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে উন্নয়ন ধারা অনুসন্ধান।
	৪৮	• শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন উন্নয়ন মডেলের উদ্ভব। • অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন গতি ধারা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ।
	৪৯	• পশ্চিম ইউরোপে আর্থিক ও অর্থনৈতিক পুন:গঠনের লক্ষ্যে মার্শাল প্লান গ্রহণ।
	৫১	• কলম্বো প্ল্যান এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ। • যুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (IMF) আবির্ভাব।
	৫২	• গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।
সামাজিকায়নের ষাটের দশক	৬২	• জাতিসংঘে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল স্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ইউনিট গঠন।
	৬৭	• সবুজ বিপ্লবের নামে নিবিড় কৃষিজ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও কৃষিজ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি এবং ধনী কৃষকদের উন্নতি।

অংশগ্রহণের সত্তরের দশক	৭২	• উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্রদেরও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমাজ বিজ্ঞানী ও তৃণমূল দলসমূহের চাপ। • বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ আয়-ক্ষমতা পুন:বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ।
	৭৫	• আন্ত:শ্রম সংস্থা কর্তৃক মানবাধিকার, অংশগ্রহণ ও কৃষিজ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি এবং ধনী কৃষকদের উন্নতি। • বিশ্ব নারী সম্মেলনের (মেক্সিকো) মাধ্যমে "অংশগ্রহণের" ওপর বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি।
	৭৬	• বিশ্ব কর্ম সম্মেলন।
	৭৮	• স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার সুসংহত করার লক্ষ্যে আলমা আতা সম্মেলন।
	৭৮	• সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের (IRDP) মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি।
	৭৯	• কৃষি পুনর্গঠন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) বিশ্ব সম্মেলন।
সবুজ আশির দশক	৮৪	• পরিবেশ-দূষণ-সংরক্ষণ বিপ্লব ও নারীদের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে গুরুত্বারোপ। • পরিবেশ বিপ্লব ও টেকসই উন্নয়ন • জাতিসংঘ ঘোষণায় উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ সংযোজন।
	৮৫	• উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষার (PRA) উদ্ভব।
মানবিক বিকাশের নব্বইয়ের দশক	৯০	• জনগণের অংশগ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অংশগ্রহণ শিক্ষা দল স্থাপন। • উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণ।
	৯৩	• জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রম (UNDP) কর্তৃক মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক প্রবর্তন। • দক্ষিণ-দক্ষিণ মতবিনিময় সভা আহবান।
	৯৫	• স্থানীয় সংস্থাসমূহের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা। • জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

পিআরএ বনাম অন্যান্য জরিপ

পিআরএ	যে কোন জরিপ
যে সব উপাত্ত প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে কেবল সেসব উপাত্তই সংগৃহীত হয়।	পরে ব্যবহৃত হয়না বা কাজে লাগেনা এমন সব উপাত্তও সংগৃহীত হয়।
উপাত্তে কোন রকম তথ্য ঘাটতি থাকলে আলোচনা করে তা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব।	একবার উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে বাদ পড়া তথ্য বা ভুলভাবে নেওয়া তথ্য সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
দল ও সমাজ কর্তৃক সাবেক ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানের ভিত্তির ক্রমাগত উন্নয়ন সম্ভব।	পূর্ব নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহপত্র (Questionnaire) ব্যবহার করে তা সম্ভবপর হয়না।
'কেন' এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।	'কেন' এর বদলে 'কী' এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

পিআরএ এবং আরআরএ'র মধ্যে পার্থক্য

পিআরএ	আরআরএ
স্থানীয় জনগণ এবং অভীষ্ট দলের প্রয়োজন মেটায়।	উন্নয়ন কর্মী এবং এজেন্সির প্রয়োজন মেটায়।
স্থানীয় জনগণ সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শনের ওপর জোর দেয়।	সময়ের যথার্থ ব্যবহার এবং উদ্দেশ্য অর্জনের ওপর বেশি জোর দেয়।
যোগাযোগ ও শিক্ষণ-কৌশল ব্যবহার করা হয়, স্থানীয় জনগণের নিজস্ব অবস্থা বিশ্লেষণ এবং বহিরাগতদের সাথে যোগাযোগের জন্য।	যোগাযোগ ও শিক্ষণ-কৌশল ব্যবহার করা হয় যাতে বহিরাগতরা স্থানীয় জনগণের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে ও বুঝতে পারে।
পিআরএ স্থানীয় জনগণের সিদ্ধান্তের ওপর প্রাধান্য দেয়।	আরআরএ বহিরাগতদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রাধান্য দেয়।
ফলাফল প্রধানত: স্থানীয় জনগণ দ্বারা ব্যবহৃত হয়।	ফলাফল প্রধানত: উন্নয়ন এজেন্সি এবং বহিরাগতদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।
স্থানীয় জনগণকে উন্নয়ন এজেন্সি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে জানাতে অধিকার যোগায়।	উন্নয়ন এজেন্সি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'অধিক অংশগ্রহণমূলক' করাতে সমর্থ হয়।
কর্ম বা পদক্ষেপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং পিআরএ'র ফলে স্থানীয় জনগণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাদের তাৎক্ষণিক সমর্থন প্রাপ্তির প্রয়োজন পড়ে।	পরবর্তী পদক্ষেপ অথবা এর সাথে প্রয়োজনীয় সংযোগ ব্যতীত 'গবেষণা' কাজে ব্যবহার করা যায়।

প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতি/কৌশল বনাম পিআরএ

ব্যবহৃত কৌশল	প্রচলিত পদ্ধতি	পিআরএ
পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ	প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়	খুব কমই ব্যবহৃত হয়, বরং ত্রিকোণীকরণ ব্যবহৃত হয়
সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহপত্র	প্রায়শঃই ব্যবহৃত হয়	পরিহার করা হয়
স্থানীয় চাষি এবং তথ্য প্রদানে সক্ষম বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎকার	সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহৃত হয়	প্রধানত: এটিই করা হয় তবে কখনো কখনো নমনীয় তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহার করা হয়
বর্ণনা এবং গুণগত নক্সা (Diagram)	শক্ত উপাত্ত (Hard data)-র মত গুরুত্বপূর্ণ নয়	সহজ উপাত্ত (Soft data)-র চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সাধারণত: বিবেচিত হয়
জরিপ	প্রয়োজন অনুসারে এবং পরিসংখ্যানগত চাহিদা অনুসারে প্রায়শঃই Random sample নেয়া হয়	প্রধান ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রায়শঃই ছোট নমুনা নেয়া হয়। পরিসংখ্যানগত চাহিদা সাধারণত: মেটানো হয় না
Secondary উৎস পর্যালোচনা	করা হয়	করা হয়
পরিমাপ	বিস্তারিত, সুনির্দিষ্ট	গুণগত; নির্দেশক ব্যবহার করে
দলীয় আলোচনা	আনুষ্ঠানিক অধিবেশন	সহজে সংগঠিত কর্মশালা এবং ব্যাপক চিন্তাভাবনা করা হয় (Brain storming)
বহু বিষয়ক (Multidisciplinery) ও আন্তঃ বিষয়ক (Interdisciplinery)	সাধারণতঃ হয় না।	হতেই হয়।

পিআরএ'র সুবিধাদি ও সীমাবদ্ধতা

সুবিধাদি

১. **অভীষ্ট দলের জন্য যথার্থ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ**

পিআরএ কৌশল স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। ফলে স্থানীয়ভাবে অপ্রয়োজনীয় সব কাজের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাতিল করা যায় শুরুতেই।

২. **স্থায়িত্ববোধের সঞ্চার**

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কোন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন হয় বিধায় এর সকল দায়িত্ববোধ অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে সঞ্চারিত হয়। ফলে বাস্তবায়ন কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল হয়।

৩. **স্থানীয় উন্নয়ন কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও ব্যবহার**

পিআরএ'র মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় বিধায় উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় কর্মী চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়। তাদের কর্মস্পৃহা উজ্জীবিত করা যায় এবং শ্রমের সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪. স্থানীয় জনগণ এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে অধিকতর কার্যকর যোগাযোগ

উন্নয়নের প্রাথমিক সুফলভোগী স্থানীয় জনগণ এবং উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নের সহায়তাদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্টতর এবং কার্যকর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যাবলী পূরণ হয়।

৫. স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সম্পদের খোঁজ স্থানীয় লোকেরাই ভাল জানেন। ফলে পিআরএ'র মাধ্যমে সেসবের সন্ধান লাভ ও ব্যবহার সম্ভব হয়।

৬. সামাজিক সম্পদসমূহের ব্যবহার

স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্তিকরণ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য অন্যান্য সম্পদ যেমন- অর্থ, সঞ্চয়, সময়, ইত্যাদি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৭. অধিক স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

এ সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুদূর প্রসারী পরোক্ষ প্রভাব অন্যত্রও অনুভূত হয়। ফলে বাইরের সাহায্য-সহায়তা ছাড়া কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ স্থানীয় জনগণের উদ্যোগেই আরম্ভ হতে পারে এবং অনেক সময় হয়ে থাকে।

সীমাবদ্ধতা

১. বাস্তবায়ন অসম্ভব এমন সব আশা জাগিয়ে তুলতে পারে

পিআরএ'র ফলে স্থানীয় জনগণের মাঝে এমন কিছু বাড়তি আশা তৈরি হতে পারে যা স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে হতাশা গ্রাস করতে পারে, জনগণকে নিরুদ্যম করতে পারে।

২. দূরত্বের সৃষ্টি

এমন সব উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাব স্থানীয় জনগণের নিকট হতে আসতে পারে যা সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের পক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে দু'পক্ষের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হতে পারে। ফলে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনাসমূহ এমন কি বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৩. কর্মকাণ্ড কুক্ষিগত হওয়ার সম্ভাবনা

স্থানীয় সুবিধাভোগীদের দ্বারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কুক্ষিগত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। যেহেতু স্থানীয় সকল লোকের সম্পৃক্ততাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সেহেতু সমাজে অধিক সুবিধাভোগী যেমন- অপেক্ষাকৃত ধনী, তথাকথিত উচচ-বংশজাত বা গোষ্ঠী কর্তৃক পুরো কাজটি অথবা তার ফলাফল কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করায় ব্যর্থতা

ধনী-গরীব, তথাকথিত উচচ বংশ এবং নিম্ন বংশজাত, নারী-পুরুষ, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এসবের উপস্থিতি বুঝতে না পারা, বা বুঝতে পারলেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সকলকে সম্পৃক্ত করায় বহিরাগতদের ব্যর্থতা পুরো পিআরএ কার্যক্রমকে কম কার্যকর এমনকি ব্যর্থ করে দিতে পারে।

পিআরএ পদ্ধতি প্রয়োগের মূলভিত্তি

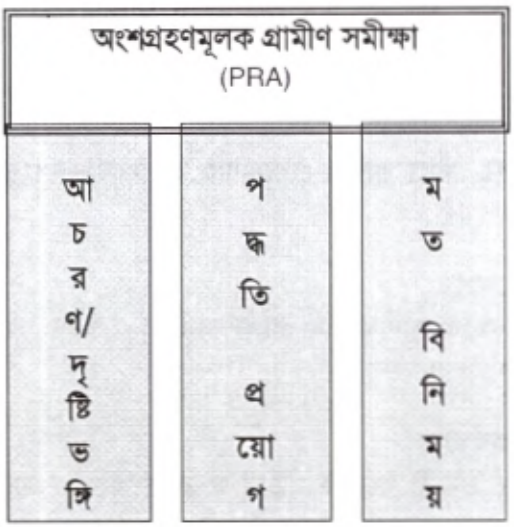

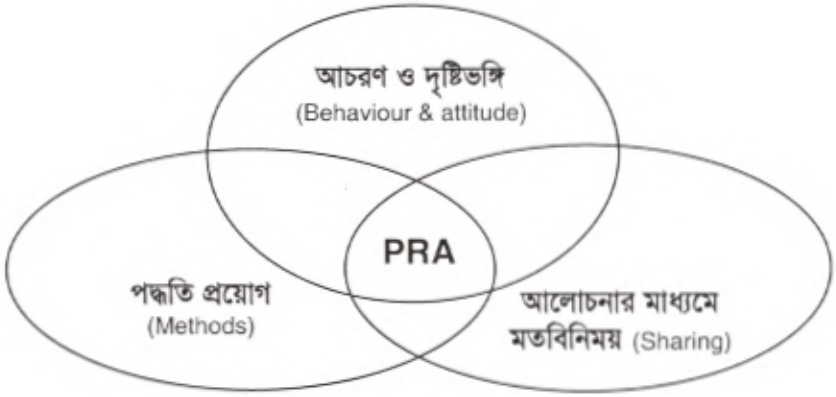

উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে কোন প্রকার জটিলতা, ঘাটতি বা সমস্যা থাকলে পিআরএ-এর গুণগত ফলাফল লাভ সম্ভব হবে না। তাই এ তিনটি বিষয়কে পিআরএ এর তিনটি স্তম্ভ বলা হয় (Three pillars of PRA)। নিম্নে বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো:

১. আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviour and Attitude)

আচরণ এমন একটা বিষয় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে সম্পর্ক গড়া যায়, আবার ভাঙ্গাও যায়। বহিরাগত ব্যক্তি বা দলের আচরণের ওপর নির্ভর করে এলাকার জনগণ তার বা তাদের কত ঘনিষ্ট হবে, খোলা মনে ভাব বিনিময় করবে ও তথ্য প্রকাশ করবে। যদি বহিরাগত ব্যক্তি বা দল এলাকায় গিয়ে এমন ভাব দেখায় যে, আমরা অনেক শিক্ষিত-অভিজ্ঞ, আমরা অনেক কিছুই জানি, তা হলে জনগণ তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করবে। তথ্য প্রদানে নিজেদের দুর্বলতা বা অজ্ঞতা প্রকাশ পায় সেই ভয়ে বা লজ্জায় অনেকে তথ্য প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করবে না।

তাই পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে বহিরাগত দলের সদস্যদেরকে নিজেদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এলাকাবাসীর সাথে একাত্ম হতে হবে। তাদের মধ্যে এমন বিশ্বাস বা ধারণা সৃষ্টি করতে হবে যে, তারা জনগণের কাছ থেকে এলাকা সম্পর্কে জানতে ও শিখতে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য ও শিক্ষা কী কাজে লাগবে তাও

পরিষ্কার ভাবে জানাতে হবে। কোন প্রকার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান বা "যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে" এমন ধরনের বক্তব্য প্রদান থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

২. পদ্ধতি (Methods)

পিআরএ তে অসংখ্য ব্যবহৃত ও স্বীকৃত পদ্ধতি আছে। বেশির ভাগ পদ্ধতিই হয়তো সরাসরি গ্রামবাসী কর্তৃক আবিষ্কৃত অথবা গ্রামবাসীর ধারণাকে পদ্ধতি হিসেবে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রায় সকল পদ্ধতিই চিত্রের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব এবং গ্রামের যে কোন শ্রেণির লোকের পক্ষে তা বুঝতে সুবিধা হয়।

পদ্ধতি নির্বাচন ঃ

যে কোন সমীক্ষা শুরুর পূর্বে পদ্ধতি নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী। সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে ফলাফল কতটুকু সঠিক ও সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। অনেক সময় কোন প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করার জন্য একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একই বিষয়ে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বেই ঠিক করতে হবে কোনটির পর কোনটি ব্যবহার করা হবে। কোন পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে যাচাই করে দেখতে হবে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব কোন পদ্ধতি আছে কিনা। যদি থাকে তা হলে প্রথমেই জনগণের পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণকালে যদি কোন জটিলতা বা অসম্পূর্ণতা দেখা যায় তা হলে তা সমাধানের জন্য দল কর্তৃক পদ্ধতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে জনগণের নিকট অপরিচিত কোন পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহারের নিয়ম অবশ্যই জনগণকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

যে কোন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বা মতামত গ্রামের বা এলাকার অধিকাংশ জনগণের উপস্থিতিতে প্রস্তুতকারী ব্যক্তি বা দল কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে। এতে যারা তথ্য ও মতামত প্রদানে অংশগ্রহণ করে নাই তারাও মতামত বা বক্তব্য পেশের সুযোগ পায় ও অনেক তথ্য পুনঃ যাচাই হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের ভিন্ন মতের কারণে সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসে।

যে কোন পদ্ধতি প্রয়োগকালে তার নিয়মাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। মনে রাখতে হবে, সঠিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমেই সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

৩. মতবিনিময় (Sharing)

অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষায় অভিজ্ঞতা বা মতবিনিময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খোলা-মেলা ও সুচিন্তিত মত বিনিময়ের ওপর নির্ভর করে তথ্য বা মতামত কতটুকু সম্পূর্ণ ও সঠিক পাওয়া যাবে। একজনের সাথে মত বিনিময়ের পর প্রাপ্ত তথ্য অন্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। দলের সাথে আলোচনা বা মতবিনিময় কালে বিভিন্ন বয়স, পেশা, অর্থনৈতিক-সামাজিক শ্রেণি বা গোষ্ঠী, নবীন ও প্রবীণ, পুরুষ ও মহিলার উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা না হলে শুধু একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর, অথবা নির্দিষ্ট বয়সের, পেশার, পুরুষ বা মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত পাওয়া যাবে।

দলীয় আলোচনায় খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন একা সকলের পক্ষে কথা না বলে (Gate keeper) বরং সকলেই যেন কথা বলার সুযোগ পায়। আবার কিছু লোক আসে যারা দলের মধ্যে ঢোকে না, দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আলোচনা শুনতে থাকে (Fence sitter)। এ ধরনের লোককে আলোচনায় আসার সুযোগ করে দিতে হবে।

পিআরএ'র বৈশিষ্ট্য

শিক্ষণ প্রক্রিয়া: পিআরএ হলো জনগণের কাছ থেকে শেখার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন কর্মীগণ জনগণের কাজ থেকে শেখার সুযোগ পায়। পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মীদের কাছ থেকেও জনগণ শেখার সুযোগ পায়। উভয় পক্ষই এ অনুশীলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

স্থানীয় জ্ঞান: স্থানীয় লোকেরা কী কী জ্ঞান দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করে তা শেখা, জানা ও অনুভব করা পিআরএ'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এলাকাবাসীর সাথে মত বিনিময় ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

নমনীয়তা: কী ধরনের তথ্য প্রয়োজন সে সম্পর্কে পিআরএ দলের একটি পরিষ্কার ধারণা থাকে। তাই তথ্যের প্রয়োজনে এবং যে কোন পরিস্থিতিতে কৌশল বা পদ্ধতি অবশ্যই নমণীয় এবং পরিবর্তনশীল হতে পারে।

নতুনত্ব সৃষ্টির অবকাশ: পিআরএ দল যদি মনে করে তথ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী পদ্ধতিগুলো নতুন করে তৈরি বা পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে হবে, তবে তাও করতে পারে। পিআরএ পদ্ধতিগুলো প্রয়োজন অনুসারে সব সময়ই পরিবর্তনশীল।

মত বিনিময়: পিআরএ প্রক্রিয়ায় এলাকাবাসী এবং পিআরএ দলের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে, যা সমস্যার গভীরতা বুঝতে উভয় পক্ষকে সাহায্য করে।

অংশগ্রহণ: পিআরএ প্রক্রিয়া সব সময়ই পিআরএ দল এবং এলাকাবাসীদেরকে যত বেশি সম্ভব অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে। দলের প্রত্যেক সদস্যকে এলাকাবাসীদের মতো একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে কাজ করতে হয়। পিআরএ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা "জনগণের সাথে কিন্তু জনগণের উপরে নয়"।

তথ্য ব্যবহার: পিআরএ দল যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে তা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং জনগণের প্রয়োজনে জনগণকে নিয়েই ব্যবহার করে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়েই সকলে তথ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্নতা: পিআরএ'তে বিভিন্ন মাত্রার অভিজ্ঞতা, বয়স, দক্ষতা ও জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষের সমাহারে দল তৈরি করা হয়। মাঠ পর্যায়ে অনুশীলনে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লাগে। দলের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন পেশার পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ও শিশুদের সমাগম ঘটে। ফলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ একটি দল জনগণের কাছ থেকে শেখার মাধ্যমে উন্নয়নে অংশ নিতে পারে।

তাৎক্ষণিক ফলাফল: পিআরএ অনুশীলনের মাধ্যমে তথ্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিশ্লেষণ করে মাঠ পর্যায়েই ফলাফল তৈরি করা সম্ভব হয় এবং খুবই তাড়াতাড়ি ফলাফল প্রকাশ করা যায়।

নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা: পিআরএ দল সব সময়ই নতুন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং তা গ্রহণ করে কাজে লাগায়। পিআরএ'তে নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকাকে ভাল গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তথ্যকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দেয়।

এলাকার মধ্যে: পিআরএ অনুশীলনে জনগণের দৃষ্টি দিয়ে জনগণের জীবনযাত্রা এবং সমস্যাকে দেখা হয়। অধিকাংশ কাজই এলাকাবাসী করে এবং পিআরএ দল শুধু তাদের সহায়তা করে। কেননা এলাকাবাসীরাই তাদের সমস্যার গভীরতা ভাল জানে।

অযৌক্তিকতা এড়ানো: পিআরএ দলকে সব সময়ই অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক তথ্য সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হয়। কেননা অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য পিআরএ প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত বা দীর্ঘায়িত করতে পারে।

আত্মসমালোচনা করা: পিআরএ দল দরিদ্র মহিলা এবং পিছিয়ে পড়া জনসাধারণকে আলোচনায় সহায়তা করে। দল সর্বদা সতর্ক থাকে যাতে বিশেষ শ্রেণির লোক দ্বারা আলোচনা প্রভাবিত না হয়। একজন পিআরএ দলের সদস্যকে সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে "আমি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছি কিনা"?

তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ: পিআরএ'তে প্রাপ্ত তথ্য মাঠ পর্যায়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের সময় প্রয়োজনীয় নতুন কোন তথ্য পেলে সে অনুযায়ী প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হয়।

পিআরএ'র পদ্ধতির উচিত - অনুচিত

পিআরএ পদ্ধতি ব্যবহারের সময় যা করা উচিত ও অনুচিত

উচিত	অনুচিত
• আলোচনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। • গ্রামের জনগণকে ধারণা দেয়া যে, আমরা কিছু শিখতে এসেছি। • পিআরএ'র উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা। • জনগণের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে, বুঝতে ও শিখতে চেষ্টা করা। • জনগণের বলা শেষ হলে তবেই প্রশ্ন করা এবং এক সাথে শুধু একজন প্রশ্ন করা। • যারা যুক্তির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে কথা বলছে তাদের কথা লিপিবদ্ধ করা। • পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। • কোন বিষয়ে তথ্য পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য উৎসাহিত করা। • দলীয় স্পৃহা নিয়ে কাজ করা। • যারা শুধু দেখছে অথচ আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে না (fence sitter) তাদেরকেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা। • যারা আলোচনায় প্রাধান্য বিস্তার করছে (gate-keeper) তাদেরকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করা। • জনগণ যেন কারও নোট বা লেখা নকল করতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান থাকা। • অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করা। • আলোচ্য বিষয়সমূহ আলোচনার পর লিপিবদ্ধ করা। • জনগণ কর্তৃক প্রস্তুত চিত্র বা চার্টসমূহ সকলের উপস্থিতিতে জনগণ দ্বারা উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও চূড়ান্তভাবে মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।	• জনগণের সামনে কোন প্রকার হাসি-তামাশা করা বা তাদের কোন কথা নিয়ে বিদ্রূপ করা। • ভবিষ্যতে সাহায্য/সহযোগিতা পাওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া। • জনগণের বুঝতে অসুবিধা হয় এমন দুর্বোধ্য পদ্ধতি ব্যবহার করা। • আলোচনা শেষ করার জন্য তাড়াহুড়া করা। • কাউকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা। • অধৈর্য হওয়া। • একসাথে একাধিক প্রশ্ন করা। • একসাথে একাধিক বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা। • দলীয় সদস্যদের মধ্যে ইশারা বা ইংগিত আদান-প্রদান করা। • আলোচনায় বিঘ্ন ঘটানো। • অতি অভিনয় করা। • অপ্রয়োজনীয় ও দীর্ঘ আলোচনা করা বা করতে দেয়া। • কারও বক্তব্য রাখাকালীন অংশগ্রহণকারীদের কোন পরামর্শ/মতামত দেওয়া।

ত্রিকোণায়ন পদ্ধতি ও দলের গতিময়তা
(Triangulation and Group Dynamics)

ত্রিকোণায়ন পদ্ধতি ও দলের গতিময়তা কী এবং কেন ?

কোন বিষয় বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণকালে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত বা উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে সে বিষয়ে অন্তর্নিহিত বক্তব্য অনুধাবনের প্রয়াস চালানো সমীচীন। অনুরূপভাবে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষাকালে গ্রামের জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দল গঠন, তথ্যানুসন্ধানকারীর দৃষ্টিভঙ্গির সংগৃহীত তথ্য ও চিত্র পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু শর্তানুসারে তা পরিচালনা করা উচিত।

সাধারণ অর্থে ত্রিকোণায়ন মানে কোন বিষয়কে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে দেখা বা বিশ্লেষণ করা। পিআরএ'তে ত্রিকোণায়ন একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। যে টিম বা দল তথ্য সংগ্রহে বা গ্রামে আলোচনা করতে যাবে তাদের ত্রিকোণায়নের দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। ত্রিকোণায়নের মাধ্যমে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য যাচাই করলে প্রাপ্ত তথ্য পূর্ণতা লাভ করে।

পিআরএ'তে ত্রিকোণায়ন অত্যন্ত জরুরী। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগণ যা ব্যাখ্যা করছে আপনার পর্যবেক্ষণে তা ভিন্নভাবে ধরা পড়ছে অথবা চিত্রে যা দেখা যাচ্ছে জনগণের ব্যাখ্যায় তা প্রকাশ পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে তথ্য যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের (Secondery data) সাহায্য নিতে পারেন। প্রত্যেক দিন কাজের শেষে ফলাফল যাচাই করা প্রয়োজন। ত্রিকোণায়নে যে সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হলোঃ

- নিজের অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রাখা
- আদর্শ দর্শক, শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন
- উপস্থিত এলাকাবাসীর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ
- এলাকার জনগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে অনেক প্রত্যাশিত কাজ করতে পারে এটা বিশ্বাস করা
- সে লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দান
- ভুলকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা

দল গঠন

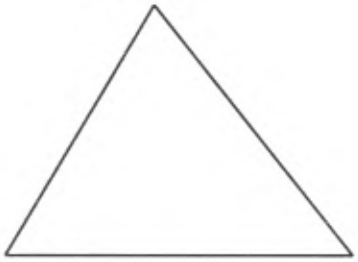

চিত্র তৈরি

- উপস্থাপন
- বিশ্লেষণ
- পরিকল্পনা

- মানচিত্র
- ফলাফল নির্ণয়
- মডেল
- স্তর বিন্যাস
- মূল্য বিচার

আলোচনাকারী/দর্শক দল

- তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে
- আমরা আমাদের শিক্ষাকে আলোচনার বিষয় করি

দল গঠন

পিআরএ বিষয়ে গবেষণা বা তথ্য সংগ্রহ একজন দ্বারাও সম্ভব, তবে একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে দল গঠন করলে ভাল হয়। তথ্য সংগ্রহকারী দল বা টিম গঠনে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

ক) বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ঃ

শুধু এক বিষয়ের পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ লোকের সমন্বয়ে দল গঠন করা দরকার। এতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা সম্ভব হয়। একটা দলে যেমন প্রকৌশলী/ডাক্তার থাকতে পারে তেমনি সমাজ বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ বা অর্থনীতিবিদকেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

খ) পদ্ধতি/কৌশল ঃ

কোন আলোচনায় বা তথ্য সংগ্রহে শুধু একটা পদ্ধতি ব্যবহারের পরিবর্তে একাধিক পদ্ধতি ব্যাবহার করা প্রয়োজন। শুধু একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য হতে আলোচনায় সমাপ্তি টানলে তথ্য সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয় না।

এছাড়াও যাচাই করার ক্ষেত্রে ত্রিকোণায়ন (Cross check) করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপঃ

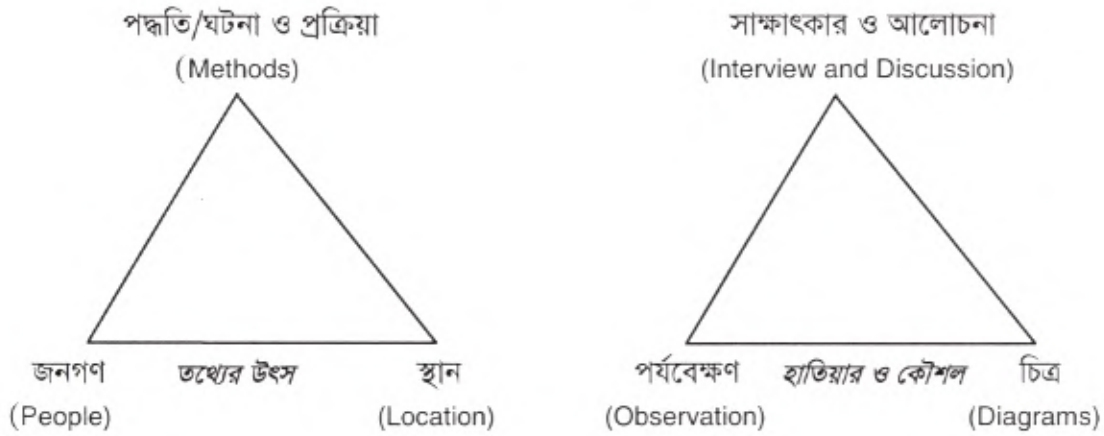

গ) আলোচনাকারী ঃ

বিভিন্ন ধরনের জনগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে তথ্য প্রদানে অসম্পূর্ণতা থাকে না। তাই আলোচনায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন:

- মহিলা ও পুরুষ
- যুবা ও বৃদ্ধ
- বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি
- বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর ব্যক্তি
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির প্রতিনিধি (ধনী ও গরীব)
- বিশেষজ্ঞ (শিক্ষক, কৃষিবিদ, ডাক্তার ইত্যাদি)

আমরা যে ফলাফল পেয়েছি তা কি বিভিন্নভাবে যাচাই করা (Cross check) হয়েছে ?

দলীয় গতিময়তা (Team Dynamics)

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ বা গবেষণা কাজ একজনের মাধ্যমে না করে দলীয়ভাবে পরিচালনা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পিআরএ পদ্ধতি প্রয়োগে একটি ভাল দল গঠন অতীব জরুরী। শুধু তাই নয় দলীয় সদস্যদের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারে যত বেশি সমন্বয় থাকবে কাজের ফলাফল তত ইতিবাচক হবে। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দল গঠন করতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়, যেমনঃ কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইত্যাদি।

একটি ভাল দলের সদস্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য/ভূমিকা

সমঝোতাপূর্ণ ভাল দলে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত নয়টি চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

১। **সমন্বয়কারী** (The Co-ordinator)
তিনি দলনেতা হিসেবে কাজ করেন। আত্ম-বিশ্বাসী, সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন, ভাল শ্রোতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করতে পারেন, দলীয় সদস্যদের কাজে অবদান রাখতে সমভাবে সাহায্য করতে পারেন।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: কিছুটা নিজের পক্ষে সুবিধা গ্রহণকারী।

২। **বুদ্ধির ঝলক প্রদানকারী** (The Spark)
তিনি দলের একজন অপরিহার্য সদস্য যিনি বিভিন্ন নতুন নতুন ধারণা দেন, সৃজনশীল, গোড়ামীমুক্ত ও কল্পনা শক্তিধর।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: ধারণা প্রয়োগে বুদ্ধির ঘাটতি, অবাস্তব ধারণা।

৩। **বাস্তবায়নকারী** (The Implementor)
তিনি দলের কাজের বাহন ও আনুগত্যের সাথে যুক্তির মাধ্যমে ধারণাকে বাস্তবায়নে সাহায্য করেন।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: শুধু যখনই জিজ্ঞাস করা হয় কেন কাজটি করবে তখনই শুধু তা ব্যাখ্যা করবে। কল্পনা করতে অক্ষম।

৪। **দৃষ্টি নিবদ্ধকারী** (The Fixer)
তিনি দলের বহির্মুখী দৃষ্টি প্রদানকারী, বন্ধুভাবাপন্ন, অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় দক্ষ, নতুন সুযোগ সৃষ্টিকারী।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: নিয়ম শৃঙ্খলা বিবর্জিত, অদূরদর্শী সম্পন্ন।

৫। **বিশেষজ্ঞ** (The Specialist)
দলের মূল্যবান জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান বিষয়ে মুখ্য ব্যক্তি, একক চিন্তাকারী, নিজ থেকে কাজে এগিয়ে যেতে পারে, নিজেকে কাজে উৎসর্গকারী এবং কোন কোন সময় পরিকল্পনা/বাস্তবায়ন ব্যাহত হলে তখন নতুন পরিকল্পনা/কৌশল প্রদানকারী।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: বিপদের সময় সহায়তা দানে অক্ষম।

৬। **রূপদানকারী** (The Shaper)

তিনি সাধারণত: দলের স্ব-নির্বাচিত নেতা, গতিশীল, নি:সংশয়ী, বহির্মুখী যুক্তিবাদী, প্রভাব সৃষ্টিকারী, বাধা কাটিয়ে উঠার প্রবণতা।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: অন্যের অপছন্দনীয়, দুর্বলের প্রতি বল প্রয়োগকারী, বিরোধীদের ক্ষেপিয়ে তুলে।

৭। **পরিবীক্ষণ-মূল্যায়নকারী** (The Monitor-Evaluator)

তিনি দলের ভিত্তি, কৌশল নির্ধারণকারী, আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, বিশ্লেষণকারী, অন্তর্মুখী দৃষ্টি প্রদানকারী, প্রচুর তথ্যকে দক্ষতার সাথে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: আবেগ বর্জিত ধীর-স্থির, কল্পনা করতে অক্ষম।

৮। **দলীয় কর্মী** (The Team worker)

তিনি দলের উপদেষ্টা ও বিরোধ মিমাংসাকারী, সামাজিক, উপলব্ধিকারী, পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাওয়াতে পারেন। সমাধান সম্পর্কে সচেতন, দলীয় সম্প্রীতি রক্ষাকারী, দলের দুর্যোগকালে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: নিস্পত্তিকারক নয়।

৯। **সমাপ্তকারী** (The Completer/Finisher)

দলের সময়-সূচি প্রণয়ন, সময়-সীমা নির্ধারণে ও কাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় দলের কর্তৃত্বকারী, প্রধান ভুলসমূহ ও বাদ পড়া বিষয় চিহ্নিতকারী।

গ্রহণযোগ্য দুর্বলতা: এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নির্লিপ্ততা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে দুশ্চিন্তা।

দলে স্বীয়ভূমিকা চিহ্নিত করা - বেলবিন-এর দলীয় ভূমিকা বিশ্লেষণ

নিম্নে দলীয় কাজের অবস্থার ৭টি বিষয় দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ৮টি মতামত দেওয়া আছে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্ধ করা আছে। প্রতি বিষয়ে আপনার মতে ৩টি সম্ভাব্য মতামত প্রদান করুন। তিনটি সম্ভাব্য মতামতের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল ১০ হবে। কোন 'শূন্য' প্রদান করা যাবে না।

১. যে মতামতটি আপনার বিবেচনায় সর্বোত্তম তার জন্য ১০ নম্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রদান করুন, দ্বিতীয় ভাল মতামতের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং তৃতীয় মতামতের জন্য ১০ নম্বরের অবশিষ্ট নম্বর প্রদান করুন।

ক. যখন কোন প্রকল্পে অন্যদের সাথে আমি জড়িত হই তখন.....

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. যে কাজ করতে হবে তা ঠিকমত সংগঠিত হয়েছে এটা দেখে আমি আশ্বস্ত হই	
	২. অন্যের দৃষ্টিতে বাদ পড়া বিষয় ও ভুলসমূহ আমি তুলে ধরি	
	৩. আলোচনা তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হলে আমি সাংঘাতিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি	
	৪. সর্ব প্রথম দেয়া মতামতসমূহ উপস্থাপন করি	
	৫. অন্যের দেয়া উদ্দেশ্যমূলক ধারণাসমূহকে বিশ্লেষণ করি ও তাদের ভাল-মন্দ দিকগুলি লক্ষ্য করি	
	৬. সর্বশেষ ধারণায় উন্নয়নমূলক মতামতকে বের করার চেষ্টা করি	
	৭. অন্যদের সংগঠিত করার ব্যাপারে আমি দক্ষ	
	৮. সমস্যার সমাধান হতে পারে এ ধরনের মতামতসমূহকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত থাকি	

খ. নিজের কাজে সন্তুষ্টি পেতে আমি.....

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. সিদ্ধান্তসমূহকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি	
	২. কাজে সর্বাধিক মনোযোগ ও পূর্ণ মনোনিবেশ করি	
	৩. সহকর্মীদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করি	
	৪. বিকল্প চিন্তাসমূহকে সুক্ষভাবে মূল্যায়ন করি	
	৫. সমস্যা সমাধানে সৃজনশীল হওয়ার চেষ্টা করি	
	৬. বিভিন্ন মতামতসমূহকে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করি	
	৭. নতুন নতুন ধারণার পরিবর্তে প্রাথমিক বাস্তব ধারণাকে প্রাধান্য দেই	
	৮. বিভিন্ন নতুন মতামত ও কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করি	

গ. যখন দল একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকে তখন--------

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. সমস্যা হতে পারে এমন ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করি	
	২. বর্তমানে করণীয় কাজের বাইরে নতুন মতামত বের করার চেষ্টা করি	
	৩. চূড়ান্তভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্য সকল মতামত পুনরায় পর্যালোচনা করি	
	৪. অন্যের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমি একজন ভাল সমন্বয়কারী	
	৫. যত চাপই আসুক না কেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি নিয়মমাফিক পদ্ধতি গ্রহণ করি	
	৬. সমাধানের লক্ষ্যে নতুন ধারণা খোঁজার চেষ্টা করি	
	৭. প্রয়োজনে জোরপূর্বক আমার মতামত দেওয়ার চেষ্টা করি	
	৮. যখনই আমার পক্ষে সম্ভব আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকি	

ঘ. যখন আমি আমার দৈনন্দিন কাজ করি তখন--------

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. আমি নিশ্চিত হই যে, আমার কাজ ও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়	
	২. সভায় অন্যের তুলনায় আমার মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিই	
	৩. অবদান রাখতে চায় এমন যে কোন লোকের সাথে আমি কাজ করতে পারি	
	৪. মজার মজার ধারণা ও ধারণা প্রদানকারী ব্যক্তিদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করি	
	৫. কোন বিতর্কিত মতামতের বিপক্ষে সহজেই যুক্তি খুঁজে পাই	
	৬. অন্যেরা দেখতে পায় না এ রকম বিষয়সমূহের মধ্যে যোগাযোগ দেখতে পাই	
	৭. আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ভালবাসি	
	৮. অন্যকে জানার প্রচুর আগ্রহ আছে	

ঙ. যখন কোন অপরিচিত লোকের সাথে অত্যন্ত কঠিন কাজ করতে দেওয়া হয় তখন------

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. দলে কাজ করতে গিয়ে আমার কল্পনাসমূহ হতাশায় পর্যবসিত হয়	
	২. সমঝোতায় আসার ব্যাপারে আমি দক্ষ	
	৩. আমার চূড়ান্ত রায়ের ওপর কোন প্রকার অনুভূতি কাজ করে না	
	৪. আমি একটা কার্যকর কাঠামো তৈরি করতে চেষ্টা করি	
	৫. আমার সাথে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হয় এমন ব্যক্তিদের সাথে সহজেই কাজ করতে পারি	
	৬. দলে কোন ব্যক্তির মতামতকে ভালভাবে বুঝার জন্য সাময়িকভাবে অন্যদের অপ্রিয় হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি	
	৭. আমি জানি দলে এমন ব্যক্তি আছে যে কোন না কোন বিষয়ে দক্ষ এবং প্রয়োজনে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারে	
	৮. কোন কাজ স্বাভাবিক নিয়মে সময়মত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি	

চ. যদি হঠাৎ করে আমাকে কোন নতুন প্রকল্প সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয় তখন------

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. আমি নতুন ধারণা ও সম্ভাবনা খুঁজতে চেষ্টা করি	
	২. নতুন কাজ শুরু করার পূর্বে আমি আমার হাতের কাজ শেষ করার চেষ্টা করি	
	৩. সমস্যাকে আমি খুব সাবধানে বিশ্লেষণ করি	
	৪. প্রয়োজনে অন্যদেরকে কাজে জড়িত করতে পারি	
	৫. যে কোন পরিস্থিতিতে আমি স্বাধীন ও নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি	
	৬. প্রয়োজনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে আমি আনন্দ পাই	
	৭. আমার সহকর্মীদের মতামতসমূহকে আমি খোলা মনে গ্রহণ করি	
	৮. যেখানে লক্ষ্য পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা নেই, সেখানে কাজ করতে আমার অসুবিধা হয়	

ছ. সাধারণত: দলগত কাজে আমি সহায়তা করি, কারণ------

টিক চিহ্ন দিন	মতামত	প্রদত্ত নম্বর
	১. কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত দক্ষ	
	২. যদিও আমি বেশি সময় নেই তবুও আমার সিদ্ধান্তসমূহ উত্তম	
	৩. আমার কাজের পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রাধান্য পায়	
	৪. আমি নিশ্চিত হই যে, কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সঠিক আছে	
	৫. যে ভাবে দলীয় সভা পরিচালিত হয় তাতে আমি প্রভাবিত করার চেষ্টা করি	
	৬. মতামত ও কৌশলসমূহ নতুন পরিবেশে কীভাবে কাজে লাগবে তা আমি বুঝতে পারি	
	৭. আমি সমস্যার উভয় দিক দেখতে পাই ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে পারি	
	৮. আমি সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে পারি	

২. এবার নিম্নবর্ণিত ছকে প্রত্যেক বিষয়ের বিপরীতে প্রদত্ত মতামতের ক্রমিক নম্বরের বরাবরে আপনার প্রদত্ত নম্বরসমূহ বসান ও যোগ করুন এবং দেখুন কোন কলামে সর্বাধিক নম্বর পেয়েছেন। উহাই দলে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বিষয়	রূপদানকারী	সমন্বয়কারী	বুদ্ধির ঝলক	দৃষ্টি নিবন্ধনকারী	মূল্যায়নকারী	বাস্তবায়নকারী	দলীয় কর্মী	সমাপ্তিকারী
ক	৩	৭	৪	৬	৫	১	৮	২
খ	১	৬	৫	৮	৪	৭	৩	২
গ	৭	৪	৬	২	৩	৫	৮	১
ঘ	২	৩	৬	৪	৫	১	৮	৭
ঙ	৬	৫	১	৭	৩	৪	২	৮
চ	৬	৪	৫	১	৩	৮	৭	২
ছ	৫	৭	৬	৩	২	১	৮	৪
মোট নম্বর								

যে চরিত্রে আপনি সর্বাধিক নম্বর পাবেন তাই দলে আপনার ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হবে।

সহায়তাদানকারীর বৈশিষ্ট্য

একজন সহায়তাদানকারী-

- গ্রামবাসীদের প্রতি বিনম্র হবেন
- আগ্রহী/উৎসাহী হবেন
- স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হবেন
- সহায়তাদানে ইচ্ছুক হবেন
- প্রয়োজনে সকলের সাথে সরাসরি যোগাযোগে সচেষ্ট থাকবেন
- দলের সাথে বসবেন (অর্ধ-বৃত্তাকারে)
- একজন অনুঘটক হিসেবে কাজ করবেন
- বলার চেয়ে শোনায় বেশি আগ্রহী থাকবেন
- অভীষ্ট দলের নিকট শিখতে আগ্রহী হবেন
- হাসিমুখে কাজ করবেন
- রসিক হবেন
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
- নিজের মতামত আরোপের চেষ্টা করবেন না
- সঠিক প্রশ্ন সঠিকভাবে করবেন
- বিব্রত করার মত প্রশ্ন করবেন না
- শ্রদ্ধাসহকারে ও বিনীতভাবে প্রশ্ন করবেন
- একবারে কেবল একটি প্রশ্নই করবেন
- প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানাবেন
- উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন করবেন
- খোলামেলা প্রশ্ন করে আরও প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেবেন
- উত্তর সঠিক হলো কিনা তা জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করবেন
- যে কোন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৩ সময়: ৪৫ মিনিট

শিরোনাম: পিআরএ'র প্রয়োগ

অধিবেশনের লক্ষ্য

এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের পিআরএ'র প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা পিআরএ'র প্রয়োগের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বুঝতে পারে এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পিআরএ'র প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মৎস্যগ্রামে পিআরএ'র প্রয়োগের বিভিন্ন ইস্যুগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা ও প্রশ্ন-বিরতি-নাম
বিষয়বস্তু ১০	**পিআরএ ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ** প্রশ্নের মাধ্যমে কোথায় কোথায় পিআরএ ব্যবহৃত হয়েছে তা বের করা। পরে তৈরি ফ্লিপচার্টের সাথে তুলনা করা। আর কোথায় ব্যবহৃত হতে পারে?	বক্তৃতা ও প্রশ্ন-বিরতি-নাম ব্রেইনস্টর্মিং ফ্লিপচার্ট
২০	**মৎস্যগ্রামে পিআরএ কৌশল ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয়সমূহ** বিভিন্ন ভিপকার্ডের মাধ্যমে মৎস্যগ্রামে পিআরএ'র ব্যবহারের বিভিন্ন ইস্যুগুলো কী কী হতে পারে তা অংশগ্রহণকারীগণ লিখবেন। পরে একই ধরনের ইস্যুগুলো গ্রুপ করতে হবে। এরপর তৈরি করা ফ্লিপচার্টের সাথে তুলনা করা হবে। পিআরএ পদ্ধতির মাধ্যমে ইস্যুগুলোতে ঠিক কী জানতে বা বুঝতে চাওয়া হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।	ভিপকার্ড আলোচনা ফ্লিপচার্ট
সার-সংক্ষেপ ১০	মূলবিষয় পুনরালোচনা উদ্দেশ্য যাচাই পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্ন-বিরতি-নাম

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ফ্লিপচার্ট, ভিপকার্ড, হ্যান্ডআউট, মার্কার

অধিবেশন: ৩- পিআরএ'র প্রয়োগ ধারণা

এ পর্যন্ত যে সব বিষয়ে পিআরএ ব্যবহার করা হয়েছে

- উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ (উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, অধিকার আদায়, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ, সামাজিক কাজ, নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় (মাটি ও পানি সংরক্ষণ, বনভূমি ব্যবহারে, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, ইত্যাদিতে)।
- পরিবেশ সংরক্ষণে - পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে।
- কৃষি কাজে (কৃষিজ পণ্য, সমন্বিত কৃষি, মাছ চাষে, পশুসম্পদ, সেচ ও বাজারজাতকরণ, ইত্যাদিতে)।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কিত প্রকল্পে (দরিদ্র জনগোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ, ঋণ চাহিদা, আয় বৃদ্ধি পরিমাপ, শ্রম চাহিদা নির্ণয়, পেশাগত সুবিধা যাচাই, ইত্যাদিতে)।
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (পুষ্টি জ্ঞান, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, ইত্যাদিতে)।
- গ্রাম বা মাঠ পর্যায় থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নে।
- প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্ধারণ/বিশ্লেষণ।
- তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা।
- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে (ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, সার্বিক সচেতনতা, সামাজিক অবস্থা নিরূপণে)।
- শিক্ষা কার্যক্রমে (মেয়েদের শিক্ষা, স্কুল ত্যাগ, শিক্ষা সমস্যা, সচেতনতা বৃদ্ধিতে)।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা (যোগাযোগ সমস্যা, যোগাযোগ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, যোগাযোগ উন্নয়নে)।

চিত্র ঃ মৎস্যগ্রাম কার্যক্রমে পিআরএ'র কৌশলসমূহ প্রয়োগকালে প্রধান বিবেচ্য বিষয়াদি

প্রধান বিবেচ্য বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. **চাষির মৎস্যচাষ বিষয়ক জ্ঞান ঃ** চাষির মৎস্যচাষ বিষয়ক জ্ঞানের অবস্থা জানলে তার/তাদের জন্য কার্যকর ও অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়াদি প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। প্রশিক্ষণ প্রদান পদ্ধতিও এর ওপর নির্ভরশীল।

২. **পরিবেশঃ** পরিবেশ একটি দ্বিমুখী বিষয়। বাহ্যিক পরিবেশ মৎস্যচাষিকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে এটি জানার পাশাপাশি মৎস্যচাষ, বিশেষ করে নিবিড় পদ্ধতির মৎস্যচাষ, কীভাবে পরিবেশের ওপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তা জানা উভয় পক্ষের জন্যই জরুরী।

৩. **মাটি ও পানি ঃ** এটি কেবল কারিগরি দিক থেকেই বিবেচ্য নয়, ব্যবহার-অধিকার এবং আর্থিক বিনিয়োগের দিক থেকেও সমভাবে বিবেচ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **মৌসুম ঃ** ধান ক্ষেতে মাছ চাষ বা মৌসুমী পুকুরের বেলাতেই কেবল এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নয়, চাষির প্রয়োজনীয়তার সাথেও এটি জড়িত। উদাহরণঃ চাষির খাদ্যাভাব মৌসুমে যদি চাষকৃত মাছের আংশিক বা চূড়ান্ত আহরণ করা যায় এবং সেভাবেই সার্বিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় তবে মৎস্যচাষের উপযোগিতায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ হয়।

৫. **অভীষ্ট দল চিহ্নিতকরণ ঃ** অভীষ্ট দল চিহ্নিতকরণ যে কোন গ্রামোন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্যগ্রামে কাদেরকে নিয়ে কাজ করলে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে পদক্ষেপ রাখা যায় তা PRA দ্বারা সুন্দরভাবে নির্ণিত হতে পারে।

৬. **শ্রম ও সময় ঃ** মৎস্যচাষে ব্যবহার্য শ্রম ও সময় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কী পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন, তার যোগান দেওয়া এবং সময়মত দেওয়া - দুটোই আলোচনায় প্রাধান্য পাবে যা পরবর্তীতে কার্যকর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার অংশে পরিণত হবে।

৭. **জেণ্ডার ঃ** মৎস্যচাষ তথা গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকর্মের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে পারে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে এ বিষয়ের সুব্যাখ্যা ও উপলব্ধি সৃষ্টিতে PRA 'র ভূমিকা অপরিসীম।

৮. **চাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ** শুধু প্রভাব নিরূপণ (impact) সমীক্ষার জন্যই নয়, পিআরএ'র মাধ্যমে মৎস্যচাষির অবস্থা জানা গেলে চাষ-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা অতীব সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৯. **প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ঃ** মৎস্যচাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য মৎস্যচাষসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত স্থানীয় সরকারি-বেসকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে চাষিদের অবস্থান এবং পরবর্তীতে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পিআরএ মারফৎ জানা সম্ভব।

১০. **মৎস্য ঋণ ঃ** অন্যান্য যে কোন খাতের ন্যায় মৎস্যচাষেও ঋণের প্রয়োজন আছে। কত ঋণ দরকার কেবল তা নিরূপণ করাই নয়, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সাথে জড়িত করার ব্যাপারেও পিআরএ মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ উভয় ক্ষেত্রেই এর সীমা বিস্তৃত।

১১. **উৎপাদিত মাছ - খাদ্য এবং নগদ অর্থ ঃ** জলাশয়ে যে মাছ উৎপাদিত হবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খুবই ছোট আয়তনের বেলায়, কেবল পরিবারের খাবার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন কোন চাষি পুরো বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে কেবল নগদ অর্থ প্রাপ্তির উৎস হিসেবে মাছকে বিবেচনা করতে পারেন। তবে বৃহদাংশ চাষি একে খাবারের উপাদান এবং নগদ অর্থ প্রাপ্তির উৎস এ উভয় হিসেবেই চাইতে পারেন। এর যে কোন ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে এবং সার্বিক উৎসাহ যোগাতে পিআরএ ভূমিকা রাখতে পারে।

১২. **চাহিদা ও বাজার ঃ** পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে বাজারে বিক্রয়ের জন্য বা উভয়ক্ষেত্রের চাহিদার ভিত্তিতে সার্বিক চাষ ব্যস্থাপনা বিশেষ করে প্রজাতি নির্বাচন, বিক্রয় পরিমাণ, বিক্রয় সময়, ইত্যাদি বিবেচিত হবে। পিআরএ'র মাধ্যমে গ্রামব্যাপী একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৪ সময়: ২ ঘণ্টা

শিরোনাম:	পিআরএ'র কৌশলসমূহ

অধিবেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীগণকে পিআরএ'র বিভিন্ন কৌশল সম্বন্ধে অবহিত করা যাতে তারা মৎস্যগ্রামের মাছচাষের সমস্যা সমাধানের জন্য পিআরএ'র উপযুক্ত কৌশলসমূহ ব্যবহার করে সুষ্ঠুভাবে মৎস্যগ্রাম কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পিআরএ'র প্রধান প্রধান কৌশলসমূহের নাম বলতে পারবে
- কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মৎস্যগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ বাছাই করতে পারবে
- কার্যক্ষেত্রে সঠিক কৌশলসমূহ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে-
  - নির্বাচিত মৎস্যগ্রামে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণি থেকে চাষি সনাক্ত করতে পারবে
  - মৎস্যচাষি হিসেবে অধিকসংখ্যক (কমপক্ষে ২৫%) নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারবে
  - মৎস্যগ্রামের ভৌত মৎস্য সম্পদ নির্ধারণ / চিহ্নিত করতে পারবে
  - সংযোগ স্থাপনের জন্য মৎস্যচাষ সংক্রান্ত সংস্থাগুলো সনাক্ত করতে পারবে
  - চাষিদের জন্য চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প / মৎস্য অধিদপ্তর থেকে মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি চাহিদাদি নিরূপণ করতে পারবে
  - কোন গ্রামের মৎস্য-সম্ভাবনা বুঝতে পারবে

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত।	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম
বিষয়বস্তু ১০	**সম্পর্ক স্থাপন** একজন আগন্তুক হঠাৎ করে যেয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয় তা পর্যবেক্ষণ করা এবং পরে **সম্পর্ক স্থাপন** এই বিষয়টির সাথে পরিচিত করা। কী, কেন (লেখা ও ছবিসহ ফ্লিপচার্ট) এবং কীভাবে ❑ নতুন কিছু শেখা ❑ স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান ❑ পরিভ্রমণ	চরিত্রাভিনয় ব্রেইনস্টর্মিং প্রশ্ন-বিরতি-নাম

অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
সম্পর্ক স্থাপন-এর জন্য আর কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে হবে। 'কী' থেকে পিআরএ কৌশলের ওপর গুরুত্বারোপ করা।	
প্রধান পিআরএ কৌশলসমূহ ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশলের নাম উল্লেখ করতে হবে। কৃষি সম্পর্কিত কাজে বেশি ব্যবহৃত হয় এমন সব কৌশলের ওপর জোর দিতে হবে।	আলোচনা ফ্লিপ-চার্ট
মৎস্যগ্রামে উপযোগী পিআরএ'র কৌশল সনাক্তকরণ পিআরএ'র কোন কোন কৌশল মৎস্য গ্রামের কার্যক্রমে বেশি উপযোগী বলে মনে হয়? উপযোগিতার কারণ কী হতে পারে? আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (সম্পর্ক স্থাপন, পরিভ্রমণ, সম্পদ মানচিত্রায়ণ, সচ্ছলতা বিশ্লেষণ এবং সচলতা চিত্র)	ব্রেইনস্টর্মিং ভিপকার্ড প্রশ্ন-বিরতি-নাম
পিআরএ ব্যবহার করা হবে- - নির্বাচিত মৎস্যগ্রামে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণি থেকে চাষি সনাক্ত করতে - মৎস্যচাষি হিসেবে অধিকসংখ্যক (কমপক্ষে ২৫%) নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে - ভৌত মৎস্য সম্পদ নির্ধারণ ও চিহ্নিত করতে - সংযোগ স্থাপনের জন্য মৎস্যচাষ সংক্রান্ত সংস্থাগুলো সনাক্ত করতে - চাষিদের জন্য চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প / মৎস্য অধিদপ্তর থেকে মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি চাহিদাদি নিরূপণ করতে - কোন গ্রামের মৎস্য-সম্ভাবনা বুঝতে, ইত্যাদি।	
সনাক্তকৃত/নির্বাচিত কৌশলের অনুশীলন পিআরএ অধিবেশনের যথাযথ উপকরণ ব্যবহার করে চাষিদের বক্তব্য ও প্রদত্ত তথ্য লিখে রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়ার পরে দলের জন্য নির্বাচিত কৌশল তারা অনুশীলন করবে। পরবর্তীতে দলগুলো পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবে।	চরিত্রাভিনয় আলোচনা
উন্নয়ন চক্র ও পিআরএ'র ব্যবহার	ফ্লিপ-চার্ট প্রশ্ন-বিরতি-নাম
ফলাফলের প্রতিবেদন প্রণয়ন পিআরএ তথ্য এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যেন তা ফলাফল হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং এই প্রতিবেদন এমন ধরনের হবে যেন তা পিআরএ করার উদ্দেশ্যকে কার্যকরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে। প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা ছক প্রদান করা হবে।	ফ্লিপ-চার্ট আলোচনা প্রণয়ন

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
	প্রশিক্ষণার্থীগণ **চরিত্রাভিনয়** অনুশীলন করে প্রতিবেদন আলোচনার মাধ্যমে ট্যাবুলার ফর্মে তৈরি করবে।	
সার-সংক্ষেপ ১০	মূলবিষয় পুনরালোচনা উদ্দেশ্য যাচাই পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ। **ধন্যবাদ জ্ঞাপন।**	প্রশ্ন-বিরতি-নাম
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী	পোষ্টার কাগজ, কলম, ভিপকার্ড, বাদামী কাগজ, সাদা কাগজ, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড মার্কার।	

অধিবেশন: ৪ - পিআরএ'র কৌশল

সম্পর্ক স্থাপন (Rapport building) পদ্ধতি

পিআরএ প্রয়োগের কৌশলের সংখ্যা অনেক। কাংক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কৌশল বা কৌশলসমূহই ব্যবহৃত হোক না কেন, প্রতিক্ষেত্রে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামে গিয়ে প্রথমেই সেই গ্রামের অধিবাসীদের সাথে একাত্ম হতে হবে। এ একাত্ম হওয়ার প্রক্রিয়াই সম্পর্ক স্থাপন। সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পন্থা নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

ক. নতুন কিছু শেখা

গ্রামীণ কাজ (যেমন ঃ মাছধরা, তাঁতবোনা ইত্যাদি) শেখায় প্রকৃত আগ্রহ থাকা উচিত। শিক্ষার্থীরা (বহিরাগত) বিভিন্ন প্রশ্ন করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানবেন, একাজগুলো কীভাবে করতে হয়। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ এগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে বর্ণনা করতে পছন্দ করেন।

খ. স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান (Indigenous Technological Knowledge - ITK)

ITK ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সাথে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের একটি সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রামবাসীরা তাদের উপযুক্ত জ্ঞান ও ইচছা দিয়ে শিক্ষার্থীকে শেখাবার চেষ্টা করেন।

ITK ব্যবহারের কিছু পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো–

- গ্রামের অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে এ'ব্যাপারে আলাপ করা।
- স্থানীয় বিশ্বাসসমূহ জানার ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করা, যাতে গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে যে তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে (সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা আপনার কোন দ্বিমত সম্পর্কে বুঝতে না পারে)।
- নির্দিষ্ট কোন অভ্যাসের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে এর ব্যবহারের মূল কারণ জানা
- কতদিন ধরে তারা এ পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে তা জিজ্ঞাসা করা।
- গ্রামবাসীরা কি তাদের প্রচলিত অভ্যাসের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত নতুন ধারণা সম্পর্কে অবহিত? এ'দুটি ধারণার মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য দেখা যায়? এগুলি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী?
- স্থানীয়ভাবে এ অভ্যাসগুলিকে কী বলা হয় তা জানা।
- গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া সকল তথ্যাবলী মনোযোগ সহকারে শুনে লিপিবদ্ধ করা।
- গ্রাম থেকে এসে তথ্যসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা (গ্রামবাসীদের সামনে এগুলো করা যাবে না)।
- প্রয়োজনে স্থানীয় বিষয়ে স্কেচ করে রাখা।

গ. গ্রাম পরিভ্রমণ

এ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে একটি গ্রামের অধিবাসীদের সংগে সহজে পরিচিত হওয়া এবং গ্রামটির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

পরিভ্রমণ ব্যবহারের সময়, স্থান ও কিছু পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো-

- গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করে তাদের দিয়ে পরিভ্রমণের স্থান নির্ধারণ করা। গ্রামের কোন্ স্থান থেকে কোন্ স্থান পর্যন্ত পরিভ্রমণ করা হবে তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা
- গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা
- পরিভ্রমণের সময় গ্রামবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা
- চলার পথে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হবে বা শোনা যাবে সেগুলি লিখে রাখা, প্রয়োজনে স্কেচ করে রাখা (যেমন- অজানা গাছ, লতা, পাতা, গুল্ম ইত্যাদি সংগ্রহ করা এবং এগুলি সম্পর্কে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা)
- গ্রামটির শেষ সীমানা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করা
- পরিভ্রমণের সময় প্রতিটি বিষয় তাড়াহুড়ো না করে ধীরস্থির ভাবে পর্যবেক্ষণ করা
- কাজ শেষে তথ্যগুলি সুবিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে ডায়াগ্রামটি পরীক্ষা করা
- বিভিন্ন দলের (যদি একাধিক দল থাকে) সংগৃহীত তথ্যের তুলনা ও বিশ্লেষণ করা।

সম্পর্ক স্থাপনের পর PRA পরিচালনার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কৌশল বা কৌশলসমূহ ব্যবহৃত হবে।

পিআরএ'র প্রধান কৌশলসমূহ ও ব্যবহার

কৌশলসমূহ	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
পরিভ্রমণ (Transect)	গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটার মাধ্যমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে জানা, স্থানসমূহের ভূমির গঠন, ব্যবহার, উৎপাদন, সমস্যা ইত্যাদি জানা।
সামাজিক মানচিত্রায়ণ (Social Mapping)	সাধারণভাবে গ্রামের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা
সম্পদ মানচিত্রায়ণ (Resource Mapping)	গ্রামের সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা। যথা- ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, নদী-খাল-পুকুর, ফসলের জমি, বনভূমি ইত্যাদি।
আর্থিক স্বচ্ছলতার স্তর বিন্যাস (Wealth Ranking)	সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস (ধনী-গরীব শ্রেণিবিন্যাস) করা।
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস (Matrix Ranking)	বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা জানা।
সচলতার চিত্র (Mobility Chart)	বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামের জনগণের বিভিন্ন স্থান/সংস্থার সাথে যোগাযোগ বিষয়ে জানা।
চাপাতি ডায়াগ্রাম (Venn Diagram)	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে জনগণের সম্পর্ক জানা, এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তির বা সংস্থার প্রভাব জানা।
সমস্যা নিরূপণ (Problem Census)	চাষিদের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রদান করার জন্য চাষিদের তথ্য-চাহিদা সনাক্ত করা।
ঋতুভিত্তিক পার্থক্য (Seasonality Analysis)	ঋতুভিত্তিক উৎপাদন / কাজের পার্থক্য, রোগ, শ্রম চাহিদা, অভাব, ঋণ সুবিধা, সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদি জানা ও বিশ্লেষণ করা।

গ্রামে ব্যবহৃতব্য কয়েকটি প্রধান পিআরএ'র কৌশল

কৌশল - ১ ঃ পরিভ্রমণ

ব্যবহার ঃ

এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় ও সুযোগ সুবিধা চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া এ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সহজে পরিচিত হওয়া যায়।

পদ্ধতি ঃ

- প্রথমে কোন একটি এলাকা নির্বাচন করতে হবে- গ্রাম, এলাকাবিশেষ
- পিআরএ দলকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করতে হবে
- একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে এলাকাটি পরিভ্রমণের জন্য একটি রাস্তা বেছে নিতে হবে
- কী কী জিনিস দেখতে হবে যেমন- গাছ, ফসল, পশুসম্পদ, জেলে বাড়ী/পাড়া, মৎস্য চাষি, সমস্যা, সুযোগ, সুবিধা ইত্যাদির জন্য একটি তালিকা তৈরি করতে হবে
- রাস্তা দিয়ে এক সাথে হেঁটে যেতে হবে
- পরিভ্রমণে সাধারণত বয়স্ক লোকদের সাথে নিতে হয়
- চলার পথে বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে জনগণের সাথে আলোচনা করতে হবে
- হেঁটে যাওয়ার সময় ভূমি/জলাশয় ব্যবহারের বিবর্তন, সমস্যা ও সুযোগ সুবিধাগুলো লক্ষ্য করতে হবে এবং প্রশ্ন করে জানতে হবে
- কখন, কী, কীভাবে, কোথায়, কেন এবং কে এ ছয়টি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করতে হবে
- পরিভ্রমণের পর একটি নকশা তৈরি করতে হবে।

গ্রাম: রাইগাঁ

থানা: মহাদেবপুর

জেলা: নওগাঁ

ভূমি ব্যবহার	ফসলের জমি	সেচের খাল	পুকুর পাড়	পুকুর (মাছের পোনা চাষ)	বাড়ীর পিছন (খালি জমি)	বাড়ী-ঘর, গাছ, ঘরের গাদা, গোয়াল	রাস্তা (চলাচল)	ফসলের জমি
মাটি	দো-আঁশ	দো-আঁশ	দো-আঁশ	দো-আঁশ	দো-আঁশ	দো-আঁশ	দো-আঁশ	দো-আঁশ
গাছ-পালা	—	—	আম, বাঁশ, কাঁঠাল গাছ	—	বাঁশঝাড়, তাল গাছ, আম-কাঁঠাল বেল, লেবুয়া, ডুক কড়ি	কাঠ-মালি, তাল, কাঁঠাল, আম	—	—
ফসল, ফল-মূল	আমন-হরি-৪৪ ধান, বেগুন, আলু মরিচ, বেগুন	—	আম, কাঁঠাল, বাঁশ	—	বাঁশ, তাল, আম, কাঁঠাল বেল, লেবুয়া, (আলু), কাঁচ	তাল, কাঁঠাল, আম		আমন-হরি ধান, আলু, মরিচ, বেগুন
ঘাস-লতা, গুল্ম ও তার ব্যবহার	—	—	শেলকুচা, শোকশা, মেনকা, ডেলনা, ছিটকি, বিন্না ঘাস,		শেলকুচা-ছাগল খায়, শোকশা-রক্ত বৃদ্ধিকরে ঢোল কলমি-বেকাদেওয়া ডেলনা-খাড়ি মাথার তেল ছিটকি-বেড়া, খড় বিন্না-গরুতে খায়	বিন্না ঘাস-গরুতে খায়	—	—
মাছ	—	কাচ (সিং), মাগুর, সাল (বর্ষাকালে)	—	সাল, রুই, মাগুর, কাচ (সিং), রুই, মৃগেল, কাতলা, জাপানী কার্প	—	(প্রধান পেশা-মাছ চাষ, জেলে, অন্য পেশা-কৃষি চাকুরী)	—	—
সমস্যা	মাঠে কারেন্ট নাই-সেচের অসুবিধা	শুকনা মৌসুমে পানি থাকে না, গভীরতা কম	—	পুকুরের সংখ্যা কম গরমের সময় পানি থাকেনা, মাছের পোনা চাষে সমস্যা হয়	কোন ঘোন কাজে লাগে না	লোক বেশী, বসতি বেশী, বাগান করা ও গাছ লাগানোর জায়গা কম, ঘরের সময় পানির অসুবিধা হয়-নলকূপের সংখ্যা কম	কাঁচা রাস্তা, বর্ষাকালে কাদা হয়	সেচের সমস্যা
সমস্যার সমাধান	সরকারী উদ্যোগে কারেন্টের ব্যবস্থা	নিজেদের উদ্যোগে খাল গভীর করা	—	নিজেদের উদ্যোগে পুকুর গভীর করা	নিজেরা শাক সব্জি লাগানো	নিজেরা ও সরকারী উদ্যোগে নলকূপ বসানো	ইউপি চেয়ারম্যান রাস্তা পাকা করবে	শ্যালো পাম্পের ব্যবস্থা করা

শ্রী মোহন্ত চন্দ্র সরকার
শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

পরিভ্রমন মানচিত্র

কৌশল - ২ ঃ সামাজিক মানচিত্রায়ণ

ব্যবহার

সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে গ্রামবাসীগণ গ্রামের মোট লোক সংখ্যা, তাদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, পারিবারিক সম্পর্ক, এলাকার বাড়িঘর সংখ্যা প্রভৃতি বের করতে পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (পানির উৎস, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ইত্যাদি) অবস্থান জানা যায় - এর ফলে সমাধান দেয়ার মতো বিষয়গুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়।

পদ্ধতি

- প্রথমে কোন একটি এলাকা নির্বাচন করা হবে, যেমন কোন গ্রাম।
- একটি বিশেষ স্থান চিহ্নিত করে বা ধরে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে সেখান থেকে আঁকা (মানচিত্র) শুরু করতে হবে। স্থানটির পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে যা আছে তার প্রধান বিষয়সমূহ আঁকতে হবে।
- উপস্থিত সকলে তাদের নির্বাচিত এলাকার রাস্তা, নদী পুকুর ও মাঠসহ মানচিত্র আঁকবে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখাতে ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করবে।
- মানচিত্রের প্রয়োজনে স্থানীয় সম্পদ যেমন, কাঠি, গাছের ডাল, পাতা, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে।
- এরপর এলাকায় বসবাসকারীদের তালিকা তৈরি করা হবে, পরিবারের সংখ্যা কত? তারা পরিবারগুলোকে কীভাবে শ্রেণি বিন্যাস করেন: পরিবারের প্রধান পুরুষ বা মহিলা হিসেবে? পরিবারের পেশার ভিত্তিতে? খামার আয়তন অথবা আয় অনুযায়ী?
- পরিবারগুলো কোথায় বাস করে তা চিহ্নিত করবে। এর কোন প্যাটার্ন আছে কী? অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবারগুলো নদীর ধারে বাস করে কী? অপেক্ষাকৃত বড় পরিবারসমূহ বাজারের পাশে বাস করে কী? মহিলা প্রধান পরিবারগুলো কি ধরনের জমিতে বাস করে? কেন করে? স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ করে তাদের উন্নয়নের জন্য কী করা সম্ভব?
- মানচিত্রটি আঁকা হয়ে গেলে প্রয়োজনে তা গ্রামবাসীদের সহায়তায় কাগজে তুলে নিতে হবে।
- এলাকাবাসীর মতামত প্রয়োজনে নোট করতে হবে।

গ্রামঃ দুর্গাপুর
উপজেলাঃ পলাশবাড়ী
জেলা গাইবান্ধা

অঙ্কনেঃ
আবজু, জাহনারা
নীনা, জাবু, জয়া

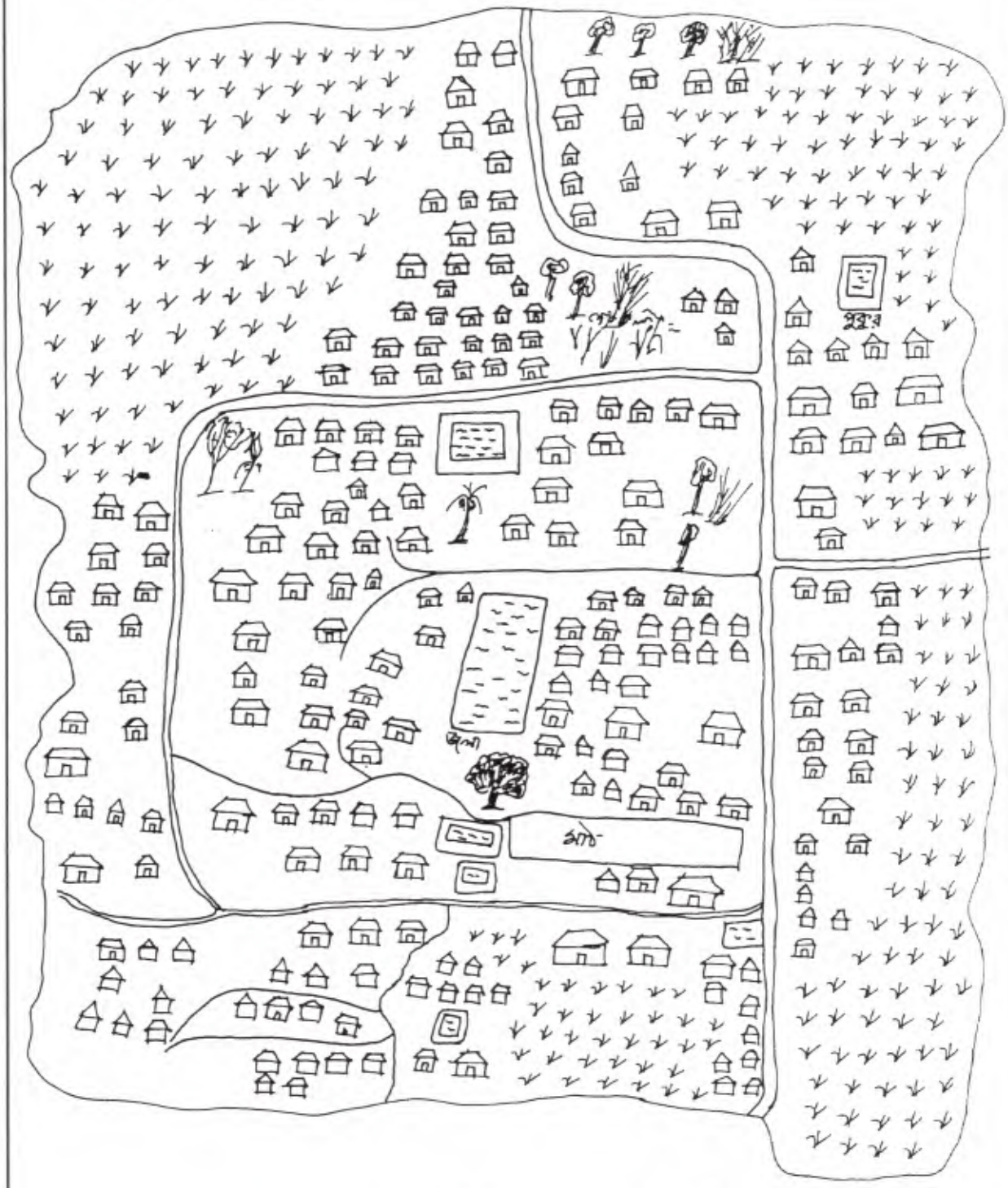

সামাজিক মানচিত্র

কৌশল - ৩ ঃ আর্থিক স্বচছলতার স্তর বিন্যাস

ব্যবহার ঃ

উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য অভীষ্ট দল ও তাদের বিভিন্ন চাহিদা চিহ্নিত করা হয় এবং কীভাবে সম্প্রসারণ সহায়তা দেয়া যায় তার উপায় বের করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।

পদ্ধতি ঃ

- প্রথমে কোন একটি এলাকা নির্বাচন করতে হবে যেমন- গ্রাম, পাড়া।
- পরিবারগুলো কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করে তা গ্রামবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়। তাদের পেশা অনুযায়ী- চাষাবাদ, ব্যবসা, সরকারি চাকুরি? খামার আয়তন অনুযায়ী- বড়, ক্ষুদ্র ভুমিহীন? আয় অনুযায়ী- বেশি, মধ্যম, কম? এ কৌশলটি ১নং কৌশল সামাজিক মানচিত্রের সাথে সংযুক্ত করতে চেষ্টা করতে হবে
- পরিবারগুলোকে বাছাই করে শ্রেণি অনুযায়ী আলাদা করতে হবে এবং কোন শ্রেণিতে পরিবারের সংখ্যা কত তা লিখে রাখতে হবে
- এ রকম ভাগ করার কারণ জেনে নিতে হবে
- প্রত্যেক শ্রেণির জন্য কিরূপ সম্প্রসারণ সেবা প্রয়োজন তা জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে
- প্রত্যেক শ্রেণির কী কী আলাদা সমস্যা আছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে
- এমন কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে কিনা যা মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পারে?
- প্রয়োজন অনুযায়ী নোট নিতে হবে।

গ্রাম: খুরশিদ মহল, উপজেলা: গফরগাঁও

জেলা: ময়মনসিংহ তাং- ২৩-০৪-২০০১

ধাপ-১ সামাজিক মানচিত্রে পরিবার চিহ্নিতকরণ

ধাপ-২ গ্রামের তিনটি বিভিন্ন স্থানে স্তর বিন্যাস

১ম স্থানে (পরিবার ক্রমিক নং সামাজিক মানচিত্র মতে)

ধনী → নম্বর ১০০ — ৮, ৪২

৭৫ — ৫, ৬, ৭, ৯, ১৩, ৩১, ৪০, ৪২, ৫০

৫০ — ৩, ৪, ১৯, ১৭, ২২, ২৩, ২৮, ২৮, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৬

২৫ গরীব — ১, ২, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২৫, ২৬, ২৯, ২০, ২১, ২৪, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৪৯

২য় স্থানে

ধনী → নম্বর ১০০ — ৮, ২৫

৫০ গরীব — ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৬, ১৯, ২০, ২১, ২২, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

৩য় স্থানে

ধনী → নম্বর ১০০ — ৮, ২৬, ৩৪

মধ্যবিত্ত ৬৫ — ১৫, ১৭, ২৬, ২৪, ২৫, ৩৫, ৩৬, ৪০

গরীব ৩৩ — ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩

ধাপ-৩: পরিবার নং ২ এর স্তর বিন্যাস কার্ড (নমুনা)

পরিবার ক্রমিক নং - ২

নাম - আবদুল জলিল

পিতা - মৃত আবদুল হামিদ

স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১ম	২৫
২য়	৫০
৩য়	৩৩
মোট -	১০৮

প্রাপ্ত নম্বর ÷ মোট নম্বর = গড়

১০৮ ÷ ৩০০ = ০.৩৬

ধাপ-৪ সম্পদের স্তর বিন্যাস ভিত্তিক তালিকা

ক্রমিক নং	পরিচিতি নম্বর	পরিবার প্রধান	প্রাপ্ত গড় নম্বর	মোট জমির পরিমাণ	জমির পরিমাণ	খাদ্যের সংস্থান	পুকুর	বসতবাড়ি
০১	০২	আবদুল জলিল পি:- আ: হামিদ	০.৩৬	৪	১২শ:	২	কৃষি	নাই
০২	৪৩	রহমত পি:- সফর আলী	০.৩৮	২	১০ "	২	সমূহ	নাই
০৩	১২	করিমন বেওয়া স্বামী-মৃ: চান্দু	০.৪০	৩	১০ "	১	সমূহ	নাই
০৪	০৬	ছালামত পি:- করিম মৃধা	০.৪২	২	১৫ "	২	রিক্সা চালক	৩য়
০৫	২৭	আমজাদ পি:- শাহাদাত	০.৪৪	৩	১৫শ:	২	মুদি দোকান	৫ম

আর্থিক প্রোফাইলের স্তরবিন্যাস

কৌশল - ৪ ঃ সচলতা চিত্র

ব্যবহার ঃ

দৈনন্দিন প্রয়োজনে এলাকাবাসীর বিভিন্ন স্থানের, ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের কারণ সম্বন্ধে জানা যায়।

পদ্ধতিঃ

- বড় বাদামী কাগজে মাটিতে একটি স্থানে চিহ্নের সাহায্যে উক্ত গ্রাম/এলাকা দেখাতে বলুন।
- এলাকার জনগণ দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে সকল স্থানে যাতায়াত করে সংকেতের সাহায্যে তার দিক ও অবস্থান দেখাতে বলুন।
- যে সকল স্থানের, ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বেশি সেগুলি মোটা রেখা দিয়ে বা এক বা একধিক রেখা দিয়ে এলাকার সাথে সংযোগ করতে বলুন।
- এবার যোগাযোগের গুরুত্ব অনুসারে বাকী রেখাগুলি আনুপাতিক হারে চিকন বা কমসংখ্যক রেখা দিয়ে আঁকতে বলুন।
- প্রতিটি এলাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে বলুন।
- মানচিত্র আঁকা শেষ হলে তা জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সচলতা/যোগাযোগ মানচিত্র পুরুষ, মহিলা বা যুবক, যুবতীদের যাতায়াত বোঝার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রং ব্যবহার আঁকাতে হবে। কারণ পুরুষের যোগাযোগের স্থান মহিলাদের চাইতে ভিন্ন, আবার যুবকদের যোগাযোগের স্থান বয়স্কদের চাইতে ভিন্ন।

চিত্রটি মাটিতে করা হলে তা কাগজে তুলে নিতে হবে।

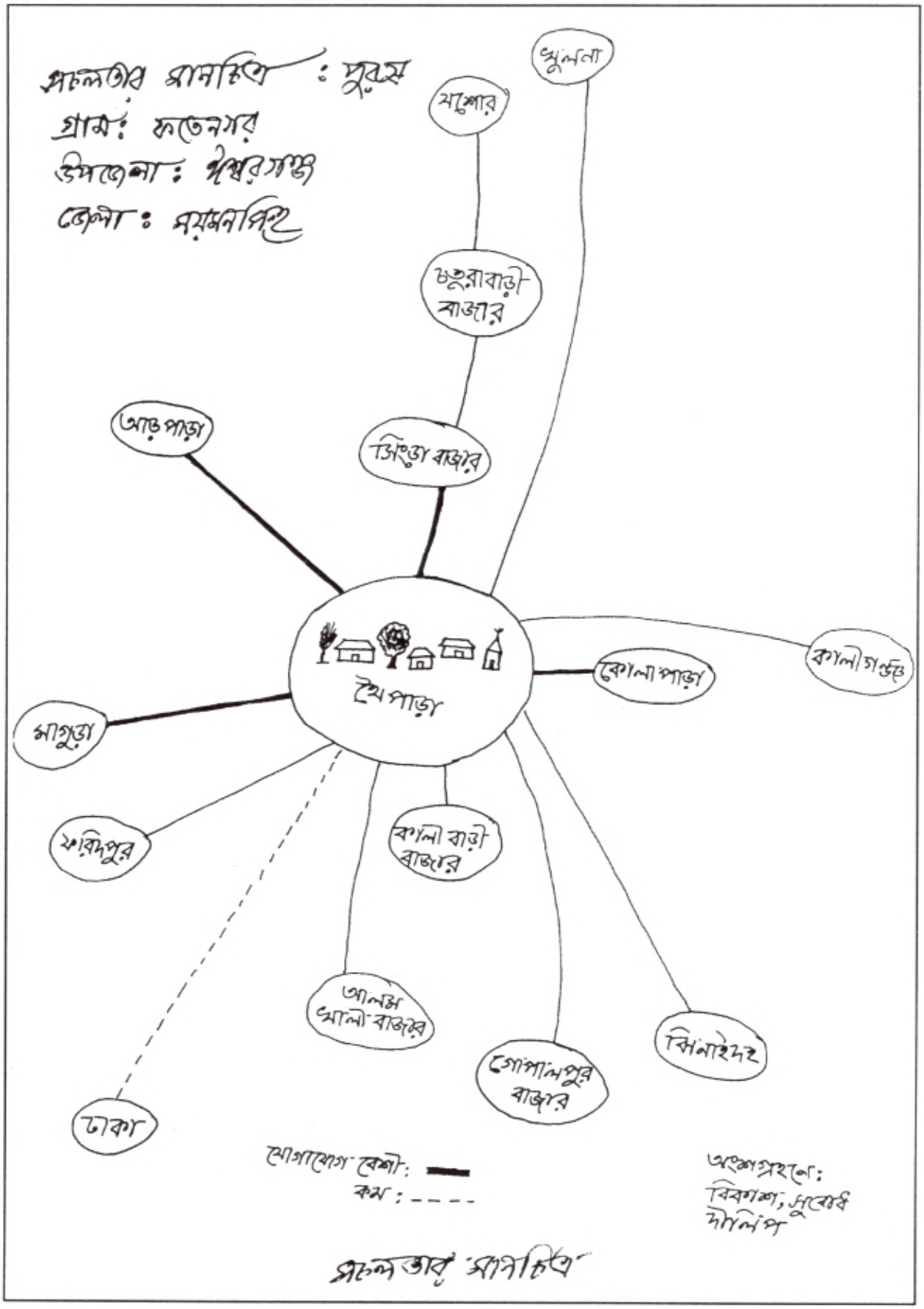

প্রকল্পের মানচিত্র

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৫ সময়: ২ ঘণ্টা

শিরোনাম: **পিআরএ'র অনুশীলন - মডেল অধিবেশন**

অধিবেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মৎস্যগ্রাম উপযোগী পিআরএ'র বিভিন্ন কৌশলসমূহের অনুশীলন করানো যাতে তারা গ্রামে গিয়ে কার্যকরভাবে কৌশলসমূহ পরিচালনা এবং পরবর্তীতে প্রতিবেদন আকারে তা উপস্থাপন করতে পারে।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- নিজেদেরকে কয়েকটি কার্যকর দলে ভাগ করতে পারবে
- পরের দিনের মাঠে অনুশীলনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবে
- দক্ষতার সাথে পিআরএ কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে
- ফলাফলের প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা		
৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম লটারি
বিষয়বস্তু		
১০	দল গঠন ও নির্বাচন	
৫	(গ্রামে এবং অনুশীলনে ব্যবহৃতব্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক সংগ্রহ)	চরিত্রাভিনয়
৫৫	অনুশীলন	
২০	প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন	প্রতিবেদন লিখন
১৫	প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা	আলোচনা
সার-সংক্ষেপ		
১০	প্রশ্ন/আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্তিকরণ	প্রশ্ন-বিরতি-নাম

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

পোষ্টার কাগজ, কলম, বাদামী কাগজ, সাদা কাগজ, লটারির উপকরণ, ফ্লিপচার্ট, পাটি, হোয়াইট বোর্ড মার্কার।

পিআরএ কৌশলসমূহ
(মডেল অধিবেশন)

অনুশীলনী

ছোট দলীয় কাজ

১. সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিভ্রমণ - সকল দল
২. সামাজিক মানচিত্রায়ন
৩. সচ্ছলতা বিশ্লেষণ
৪. সচলতা চিত্র

বড় দলে উপস্থাপন

সময়: ৬০ মিনিট

কৌশল - ৫ ঃ সমস্যা নিরূপণ

ব্যবহার ঃ

চাষিদের চাহিদার প্রতি সাড়াদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করার জন্য চাষিদের তথ্য-চাহিদা সনাক্ত করা হয়।

পদ্ধতি ঃ

- মোটামুটি একই ধরনের অবস্থা সম্পন্ন প্রায় ২৫ জন চাষির একটি দলের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।
- আলোচনার জন্য একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন- জৈব সার বা আংশিক মৎস্য আহরণ।
- দলটিতে ৫-৬ জনের এক একটি ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে, তাদেরকে কাগজকলম দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তারা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন সেগুলোর একটি তালিকা করতে বলতে হবে।
- তালিকা করা শেষ হলে ছোট দলগুলো একটি পূর্ণ অধিবেশনে নিজ নিজ তালিকা পেশ করবে।
- এরপর সমস্যার একটি প্রধান তালিকা হবে এবং এ তালিকা হতে দলের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ৫টি সমস্যা নির্বাচন করে ডাইরিতে লিখতে হবে। উপজেলা টীমের সদস্য প্রধান তালিকা উপজেলায় প্রেরণ করবেন এবং এগুলো উপজেলা পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হবে।
- সমস্যাগুলো সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে চাষিদের নিকট হতে জানতে হবে। সে সময়ে তারা কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- উপজেলা টীমের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ ডাইরিতে আলোচনার সারমর্ম লিখবেন।
- এ সমস্যাগুলোর মধ্যে যে কোন একটি সমাধানের জন্য উপজেলা টীম কর্তৃক দলের জন্য একটি কার্যক্রম উপজেলা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে - তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

কৌশল - ৬ ঃ চাপাতি ডায়াগ্রাম

ব্যবহার ঃ

এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে একটি গ্রাম বা এলাকায় কোন্ কোন্ সংস্থা কাজ করে এবং সে সকল সংস্থার প্রভাব ও গুরুত্ব ঐ গ্রামে বা এলাকায় কেমন তা সহজে বুঝা যায়। যাদের সাথে উপজেলা টীম কাজ করতে পারে এমন বিদ্যমান দলগুলো চিহ্নিত করা এবং এলাকার চাষিদের সাথে কীভাবে উপজেলার সম্পর্ক আরও উন্নত করা যায় তার উপায় বের করা সম্ভব হয়।

পদ্ধতি ঃ

- প্রথমে কোন একটি এলাকা নির্বাচন করতে হবে। যেমন- গ্রাম, পাড়া।
- কৃষকদেরকে তাদের জানা সকল সংগঠনের একটি তালিকা করতে বলতে হবে; কোন বিশেষ সংস্থার নাম উল্লেখ না করে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক, এলাকাবাসীর নিজেদের দল এবং অন্যান্য ধরনের সংস্থাগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে বলতে হবে।
- প্রত্যেক সংস্থার জন্য একটি করে চাপাতির মতো গোলাকার কাগজ কাটতে হবে। কাগজের আকার সংস্থার গুরুত্ব নির্দেশ করবে। বড় চাপাতি হলে বুঝতে হবে যে চাষিগণ সে সংস্থাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ছোট চাপাতি হলে মনে করতে হবে যে চাষিগণ সে সংস্থাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেন না।
- এখন চাষিগণকে তাদের এলাকা বুঝানোর জন্য কাগজ দিয়ে একটি বড় বৃত্ত তৈরি করতে বলতে হবে।

- তাদের গ্রামের বৃত্তটিকে কেন্দ্র করে গুরুত্ব ও প্রভাব অনুযায়ী বৃত্তগুলো দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। যত নিকটে হবে তত গভীর ও ভাল সম্পর্কে বুঝাবে এবং যত দূরের হবে তত দুর্বল ও কম সম্পর্ক বুঝাবে।
- চাপাতি বসানো শেষ হলে চাষিদের প্রশ্ন করতে হবে, কিছু সংস্থার সাথে নিবিড় সম্পর্ক হওয়ার কারণ কী? এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন? উপজেলার সাথে পূর্বে যোগাযোগ আছে কি? উপজেলার সঙ্গে তাদের কী রকম সম্পর্ক? উপজেলা তাদের জন্য কীরূপ গুরুত্বপূর্ণ? লোকজনের এমন কোন দল আছে কি যার সাথে উপজেলা কাজ করতে পারে? এমন কোন বেসরকারী সংস্থা আছে কি যার সাথে উপজেলা কাজ করতে পারে? কীভাবে সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়?
- প্রয়োজন অনুযায়ী নোট নিতে হবে।

অধিবেশন-৫

অনুশীলনী শিট

বিষয়: নির্বাচিত পিআরএ কৌশল অনুশীলন

কাজের ধারা:

১. প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিভিন্ন ছোট দলে ভাগ করতে হবে (নির্বাচিত কৌশলের সংখ্যার ভিত্তিতে)
২. সংশ্লিষ্ট কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপকরণ ব্যবহার করে চাষিদের (চরিত্রাভিনয়) বক্তব্য ও প্রদত্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩. প্রাপ্ত বক্তব্য ও তথ্য বড় দলের সামনে উপস্থাপন।

সময়: ৫০ মিনিট

উন্নয়ন চক্র (DEVELOPMENT CYCLE)

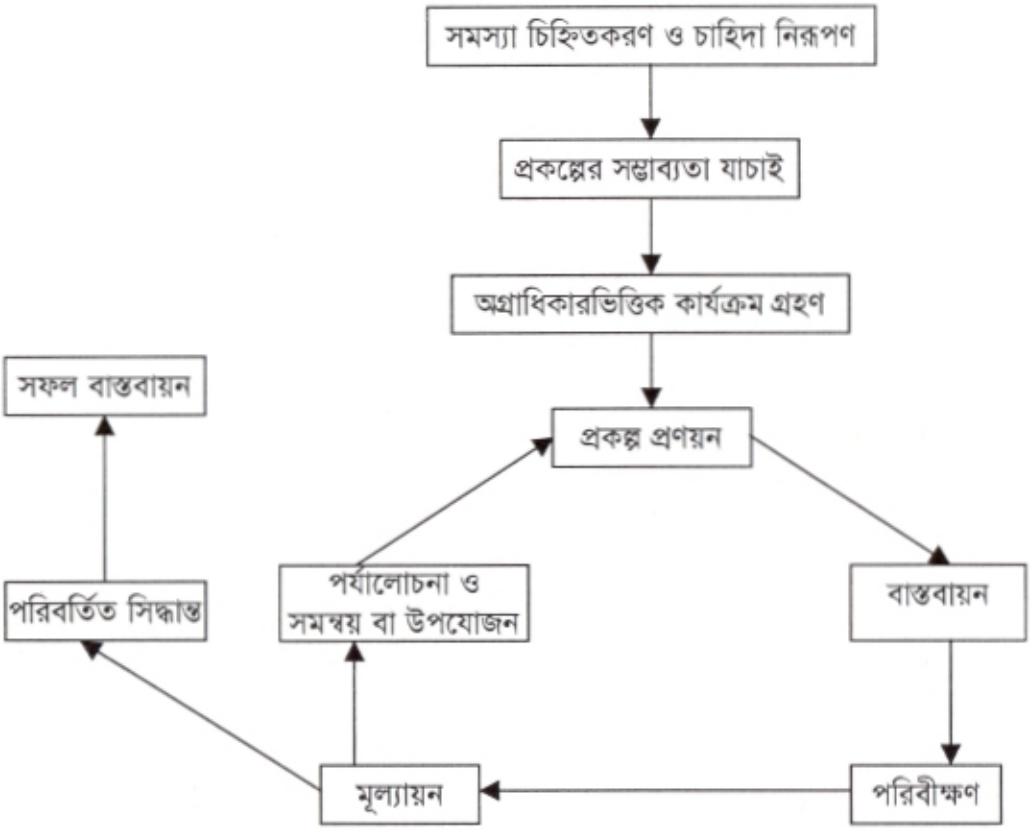

উন্নয়ন চক্রের যেসব ক্ষেত্রে পিআরএ'র ব্যবহার করা হয় ঃ

- চাহিদা নিরূপণ
- অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই
- সনাতন জরিপ কাজের পরিবর্তে
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে
- প্রকল্প পরিবীক্ষণ (Monitoring) কালে
- প্রকল্প মূল্যায়ন ও পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নকালে
- দলীয় দ্বন্দ্ব নিরসনে
- কোন নির্দিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

মাঠে পিআরএ অনুশীলনের প্রতিবেদন ছক

[প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দিষ্ট কোন ছক নেই। পিআরএ পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধামত ছক ব্যবহার করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারে। কোন গ্রামে মৎস্য চাষ কার্যক্রমে ব্যবহৃত পিআরএ উপস্থাপনায় নিম্নের ছক ব্যবহার করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য পিআরএ পরিচালনার সময় সহায়তাকারী যতদূর সম্ভব তথ্য জেনে নেবেন এবং মনে রাখবেন। প্রয়োজনে অন্য কোন একজন কাগজে বিশেষ বিশেষ তথ্যাদি লিখে রাখতে পারেন। পিআরএ অধিবেশন শেষে দলের সকলে মিলে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে (প্রয়োজনে পুনরায় যাচাই করে) প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করবে।]

- শিরোনাম (প্রতিবেদনের বিষয়ভিত্তিক নাম)
- পটভূমি ও ভূমিকা
- উদ্দেশ্য
- প্রক্রিয়া/পদ্ধতি (গ্রামের নাম, পিআরএ পরিচালনার স্থান, সময়কাল, তারিখ, অংশগ্রহণকারী, সহায়তাকারী দল, পিআরএ কৌশলের নাম ও বিবরণ)
- ফলাফল
    - প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগত, এবং
    - প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক
- ফলাফল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (পিআরএ পরিচালনার উদ্দেশ্য এবং মৎস্য চাষ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক রেখে)
- সুপারিশমালা।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৬ সময়: ৩ ঘণ্টা

শিরোনাম: **পিআরএ'র অনুশীলন - মাঠ পর্যায়ে**

অধিবেশনের লক্ষ্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মৎস্যগ্রামে চাষির সমস্যা/অবস্থা নিরূপণের জন্য উপযুক্ত পিআরএ কৌশলসমূহ প্রয়োগ করার মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পিআরএ'র কৌশলসমূহ মাঠে আয়োজন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে
- মৎস্যগ্রামে পিআরএ ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র/ইস্যুগুলোর নাম বলতে পারবে এবং
- প্রাপ্ত ফলাফল মৎস্য গ্রামে/মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে সমর্থ হবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা		
৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্ন-বিরতি-নাম
বিষয়বস্তু		
১০	দল গঠন ও নির্বাচন	লটারি
৫	পোষাক, পরিবহণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ	প্রদান
৫	স্থান, সময় এবং কাজ সম্পর্কে জানানো	বক্তৃতা আলোচনা
৫	(গ্রামে কার্য সম্পাদনের জন্য কাগজপত্রাদি সরবরাহ)	
১০৫	গ্রামে গিয়ে পিআরএ'র কৌশলসমূহ পরিচালনা	প্রশ্ন-বিরতি-নাম নোট সংগ্রহ
৩০	সংগৃহীত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও তার ব্যবহার	প্রতিবেদন তৈরি
সার-সংক্ষেপ		
১৫	প্রশ্ন/আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্তিকরণ	প্রশ্ন-বিরতি-নাম

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী বাদামী কাগজ/পোষ্টার পেপার, কলম, সাদা কাগজ, ফ্লিপচার্ট, পাটি, ক্লিপবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড মার্কার।

পিআরএ'র অনুশীলন - মাঠ পর্যায়ে

অনুশীলনী

ছোট দলে কাজ

১. সম্পর্ক স্থাপন এবং পরিভ্রমণ - সকল দল

২. সম্পদ মানচিত্রায়ন

৩. সচ্ছলতা বিশ্লেষণ

৪. সচলতা চিত্র

সময়: ৩ ঘণ্টা

সান্ধ্যকালীন দলীয় কাজ

পিআরএ'র প্রতিবেদন প্রণয়ন

(মাঠ পর্যায়ে অনুশীলনীর ওপর ভিত্তি করে)

কাজের ধারা

১. সরবরাহকৃত ছক অনুসরণ করে প্রতিটি দলে সম্পাদিত সমীক্ষা-কৌশলের ওপর ভিত্তি করে (চাষিদল কর্তৃক পূরণকৃত/চিত্রিত ব্রডসিট অনুসরণ করে) প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

২. চাষিদল কর্তৃক পূরণকৃত/চিত্রিত ব্রডসিট অনুসরণে এ-৪ সাইজ কাগজে ছোট আকারে অনুরূপ চিত্র/মানচিত্র অংকন করবেন।

৩. পরদিন প্রতিবেদন ও চিত্র/মানচিত্র বড়দলের সামনে উপস্থাপন করবেন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৭ সময়: ২ ঘণ্টা

শিরোনাম: **পিআরএ ফলাফলের উপস্থাপন**

অধিবেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা পরিচালিত পিআরএ কৌশল অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে তারা চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প / মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যাবলীতে এই ফলাফল কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা তুলে ধরতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- পিআরএ ফলাফলের ভিত্তিতে সঠিকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারবে
- পরবর্তীতে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প / মৎস্য অধিদপ্তরীয় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণে এই ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্ন-উত্তর-নাম
বিষয়বস্তু ১:৩০	**প্রতিবেদন উপস্থাপন** পূর্বরাত্রে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা হবে।	ফ্লিপচার্ট পেপার আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ২৫	**প্রশ্ন/আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্তিকরণ।**	প্রশ্ন-বিরতি-নাম

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

বাদামী কাগজ/পোষ্টার পেপার, কলম, সাদা কাগজ, হ্যান্ডআউট, ফ্লিপচার্ট পেপার, হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৮ সময়: ২ ঘণ্টা

শিরোনাম: **স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার প্রাথমিক ধারণা (General Concept of SLA)**

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হবে যাতে তারা মৎস্যগ্রাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- দারিদ্র্য এবং উন্নয়নের সংজ্ঞা বলতে পারবে
- কোন ব্যক্তির আয়ত্বাধীন/অধিকৃত সম্পদ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে
- কোন ব্যক্তির সামর্থ্য সমন্ধে বর্ণনা করতে পারবে
- সামর্থ্যের ভিত্তিতে অধিকৃত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারবে
- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে মৎস্যগ্রাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

এ ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীগণ স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন ফোরামে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ১৫	**স্বাগত: আলোচনা** ❑ **পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন** *(পিআরএ-সেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন)* • ***গতকাল একজন প্রশিক্ষক আপনাদেরকে কোর্স ডিনার অফার করেছিল। এতে কোন সমস্যা হয়েছিল কি?*** – *প্রশিক্ষক ডিনারের মেনু আপনাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।* ***যখন মেনু সম্পর্কে বলা হলো তখন আপনারা সবাই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন।***	*আলোচনা* *প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *বক্তৃতা*

অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
• *কেন সমস্যা হয়েছিল?* – *মেনু চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।* – *আপনারা অবহিত-ই ছিলেন না।* – *মেনু সবার পছন্দসই ছিল না।* – *মেনু পছন্দে ধর্ম বিবেচনা করা হয় নাই।* – *অসঙ্গতিপূর্ণ মেনু পছন্দ করা হয়েছিল (যেমন-পোলাও-র সাথে মুলা শাক)* – *মেনুতে অপ্রাপ্য উপাদানের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে অনেকে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নাই।*	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট* *বক্তৃতা*
• *এ অবস্থায় কী ঘটতে যাচ্ছিল?* – *সবার প্রত্যাশিত ডিনারটি **প্রত্যাখ্যাত** হতে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে আমরা কীভাবে ডিনার সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছিলাম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম?* – *আমরা আলোচনা করেছিলাম ও একমত হয়েছিলাম।* – *আলোচনায় বিবেচনা করা হয়েছিল-* ○ *সবার রুচি ও পছন্দ* ○ *ধর্ম* ○ *সবাই খায় এমন মেনু নির্বাচন* ○ *মেনুর উপাদানের প্রাপ্যতা* ○ *পোলাও-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ খাদ্য, যথা- রোস্ট, রেজালা পছন্দ করা,*	
- অত:পর ডিনারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল এবং তাতে সবাই খুশি ছিল - – *আলোচনা* – *ধর্ম/রুচি বিবেচনা* – *মতামত গ্রহণ, অর্থাৎ-* ***সফলভাবে কার্যসম্পাদনে** নিজের মতামতকে নয়, **জনগণকে প্রাধান্য দেওয়া এবং জনগণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে কার্যক্রম সম্পাদন করা** অন্যতম শর্ত। যাহোক-* *আশা করি আমরা সবাই **ডিনার** উপভোগ করবো।*	

চলতি অধিবেশনের ওপর আলোকপাত

১৫ **জড়তাভাঙ্গা** (Icebreaking) - *উন্নয়ন বলতে আপনি কী বুঝেন? মাছ চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করুন।* — *দলীয়কাজ*

(৪ দল, প্রত্যেক দল ফ্লিপচার্টে আঁকবেন। দলের একজন উপস্থাপন করবেন)।

৩০ ❑ **দারিদ্র্য ও উন্নয়ন**

– দারিদ্র্য কী?

– উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?

(প্রশিক্ষণার্থীগণকে দুইদলে ভাগ করে একদলকে দারিদ্র্য এবং অন্যদলকে উন্নয়ন সংজ্ঞায়িত করতে বলা হবে। দুই দলই ব্রেইন-স্টর্ম করে ভিপকার্ডে সংজ্ঞা লিখে দেয়ালে সাঁটানো ফ্লিপচার্টে লাগাবেন)।

অধিবেশন সূচি		পদ্ধতি
১০	❑ **দারিদ্র্য অবস্থা নিরসনে আমরা কী করতে পারি?** ❑ **দারিদ্র্য দূরীকরণ করে কীভাবে উন্নয়নের দিকে এগোনো যায়?** *(প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে জবাব পাওয়ার পর সহায়তাকারীর সম্ভাব্য জবাব হতে পারে- তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণ করে উন্নয়ন সম্ভব।)*	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম*
১৫	**প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের মৎস্যগ্রামের একজন গরীব চাষির ছবি** (sketch) আঁকবেন এবং উক্ত চাষির অধিকৃত বা আয়ত্বাধীন সম্পদের একটি তালিকা তৈরি করবেন।	*একক কাজ*
০৫	**আঁকা ছবি (ড্রয়িং) প্রদর্শন**	*প্রদর্শন*
১০	**সহায়তাকারী প্রশ্ন উত্থাপন করবেন-** ❑ এদের সম্পদ আছে, তবু এরা দরিদ্র কেন? - তার যেসব সম্পদ আছে, সেগুলো কাজে লাগিয়ে কিভাবে সে/ তারা অপেক্ষাকৃত ভাল জীবন যাপন করতে পারে ? *(জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সামর্থ্যকে মূল বিবেচনা হিসেবে উপস্থাপন করা হবে)* *(**প্রত্যাশিত জবাব:** উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ কার্পজাতীয় মাছের মিশ্রচাষ, ইত্যাদি)*	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *বক্তৃতা*
০৫	❑ **স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার সংজ্ঞা** - সামর্থ্য (capabilities) - সম্পদ (assets) - কর্মকাণ্ড (activities) (প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে প্রত্যাশিত প্রশ্ন: *সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার মধ্যে তাহলে পার্থক্য কোথায়? যদি প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্ন উত্থাপন না করেন, তাহলে সহায়তাকারী এমনভাবে প্রশ্নটি উপস্থাপন করবেন যেন এটি প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।)*	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট* *বক্তৃতা*
১০	❑ **সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার মধ্যে পার্থক্য**	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম*
সার-সংক্ষেপ ০৫	❑ সংক্ষেপে প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা ❑ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সেশনের উদ্দেশ্য যাচাই ❑ পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ ❑ ধন্যবাদ ও বিদায়।	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট* *বক্তৃতা*

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ব্লু-ট্যাক, ডাস্টার ইত্যাদি।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা প্রস্তাবনার প্রাথমিক ধারণা
(General Concept of SLA)

অধিবেশন : ৮

উন্নয়ন বলতে সাধারণভাবে যেকোন ইতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝায়। সামগ্রিকভাবে টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়ন হলো একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভৌত বিষয়াদি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবসম্পদ ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন উল্লিখিত সবক্ষেত্রে একত্রে না ঘটে কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। যখন কোন ইতিবাচক পরিবর্তন টেকসইভিত্তিতে হয় এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রাখে তাকে টেকসই উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থায়িত্বশীলতা হচ্ছে মূল ধারণা। দারিদ্র্য হ্রাসে গৃহীত কার্যক্রম, তা আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক যে প্রেক্ষাপটেই হোক না কেন, যদি স্থায়িত্বশীল এবং লক্ষ্য অর্জনে অবিরতভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সাধিত হয়।

জীবনযাত্রা পরিচালনায় অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান নিশ্চিতকরণ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি এবং শিক্ষার সুযোগ পাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। মৌলিক এসব অধিকারের সবগুলো বা কোন একটির অনুপস্থিতি দরিদ্র অবস্থা নির্দেশ করে। দারিদ্র্যের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে আকস্মিক কোনো বিপদাপন্ন অবস্থা, যেমন- চাকুরী হারানো, অসুস্থতা, ফসলহানী - এ ধরনের বিরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পারে না।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা (Sustainable livelihoods)

প্রচলিত ধারণায় জীবিকাকে উপার্জনমূলক কর্মসংস্থানের সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জীবনযাত্রার প্রস্তাবনায় (Livelihoods approach) জীবিকা শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করা হয়। জীবনযাত্রার প্রস্তাবনায় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়-

- *সামর্থ্য (Capabilities)*
- *সম্পদ (Assets* এবং
- *কর্মকাণ্ড (Activities)*

এই তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

জীবিকা নির্বাহ বা জীবনধারণের জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামর্থ্য, প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং কার্যক্রমকে নিয়ে জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে। সহজভাবে বলা যায়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান সম্পদ বা প্রত্যাশিত সম্পদকে কার্যক্রমে রূপান্তর করে জীবনধারণ করাকে জীবনযাত্রা বলে।

যে জীবনযাত্রা জীবনধারণের ঘাত-প্রতিঘাত (shocks) ও কষ্টকর পরিস্থিতি (stress) অর্থাৎ জীবনধারণের বিপদাপন্ন (vulnerable) অবস্থা অতিক্রম করে সুষ্ঠু জীবনযাপন নিশ্চিত করতে পারে, জীবনধারণের সামর্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে বা বর্তমান অবস্থায় রাখে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য টেকসই জীবনধারণের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখে তাকে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা (sustainable livelihoods) বলা হয়। একটি স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা গণমানুষের জীবনধারণের অন্যান্য পন্থাকে (other livelihoods) উৎসাহিত করে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আবদান রাখে।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সুষ্ঠু জীবনধারণের কৌশল অবলম্বন করে। এতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামর্থ্যের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা -

- জীবনধারণের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে সক্ষম
- বিপদাপন্ন অবস্থা অতিক্রম করতে পারে/খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- বাইরের সাহায্য বা সমর্থনের ওপর ততটা নির্ভরশীল হয় না
- বর্তমান সামর্থ্য রক্ষা করতে ও প্রয়োজনে বৃদ্ধি করতে পারে
- পরবর্তী প্রজন্মের জন্য টেকসই জীবনধারণের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখে
- প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস/যোগান বিনষ্ট করে না।

জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার স্বরূপ

উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল এবং ব্যবহার উপযোগী একটি পন্থা। এ প্রস্তাবনা উন্নয়নের চিরায়ত ধারণা থেকে বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন নয়, বরং উন্নয়ন চিন্তায় একটি উন্নততর প্রস্তাবনা। এ প্রস্তাবনার অভিপ্রেত ফলাফল অন্যান্য উন্নয়ন চিন্তার অনুরূপ এবং তা হলো *দারিদ্র্য দূরীকরণ।* এ উন্নয়ন প্রস্তাবনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয় বলে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তা টেকসই ভিত্তিতে। স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা প্রস্তাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপ-

- স্থায়িত্বশীল *জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা* উন্নয়নের অগ্রাধিকার বিবেচনায় একটি ভিন্নতর ভাবনা। জীবনাত্রার এ প্রস্তাবনায় জনগণই হচ্ছে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। জনগণ কর্তৃক *ব্যবহৃত* **সম্পদ** কিংবা *জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত* **সরকার**- এর চেয়ে *জনগণই এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, মূল বিবেচ্য বিষয়।*
- শুধু জনগণের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং জনগণের **সামর্থ্যের** ওপর ভিত্তি করে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা গড়ে ওঠে।
- এই প্রস্তাবনা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে জনগণের জীবন ও জীবিকার সংশ্লিষ্ট সব দিক তুলে ধরে।
- উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র (sector) / ধারাকে এটি একটি অভিন্ন লক্ষ্যে একীভূত করে।
- এই প্রস্তাবনা উন্নয়নের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী কীভাবে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন-ভিন্ন দলসমূহকে প্রভাবিত করে তা বিবেচনায় রাখে; যেমন- কোন একটি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলারা ভিন্নভাবে প্রভাবিত হতে পারে।
- নীতি নির্ধারণের সাথে গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডের যে যোগসূত্র রয়েছে তা বোঝার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবনা রাষ্ট্রীয়, সরকারি-বেসরকারি, স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের একত্রে অংশগ্রহণ বিবেচনায় রাখে।
- পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এটি দ্রুত সাড়া দেয় (respond) ও খাপ খাইয়ে (cope) নিতে পারে।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার গুরুত্ব

বহু উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের দারিদ্র্য পরিস্থিতির আশাব্যঞ্জক উন্নতি ঘটেনি। স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার উদ্ভব হয়েছে এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে। এই পদ্ধতি স্বীকার করে যে শুধু আয় দিয়ে দারিদ্র্য পরিমাপ করা যায় না, দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। এর লক্ষ্য হলো দরিদ্র জনগণকর্তৃক চিহ্নিত দারিদ্র্যের মানদণ্ডে কাঙ্ক্ষিত ও টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো জনগণ।

জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা কেন?

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার (voices and concern) প্রতিফলন ঘটানো এবং সংশ্লিষ্টতা ও সম্পৃক্ততার নিশ্চয়তা বিধানই এ প্রস্তাবনার অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিমালা হতে হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক এবং সরকারি পরিসেবা এবং প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের নিরিখে হতে হবে।

দরিদ্রতা সম্পর্কে নারী-পুরুষ, শিশু-যুবা, মধ্যবয়সী কিংবা বয়োবৃদ্ধ সবারই ভিন্ন-ভিন্ন অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনুরূপ দারিদ্র্য মোকাবিলায় এঁদের প্রত্যেকেরই আবার স্বকীয় দক্ষতা এবং সামর্থ্যও রয়েছে। জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা ব্যক্তির সামর্থ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয় বিধায় স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা দারিদ্র্য হ্রাসে অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে বলে উন্নয়ন কর্মীরা বিশ্বাস করে।

বহুল আলোচিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ধারণার সাথে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা পর্যালোচনার সময় অনেকেই এ দু'টি উন্নয়ন ধারণার মিল-অমিল বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ধারণা দু'টি ভিন্নতর। নিম্নে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার কয়েকটি দিকের তুলনা উদ্ধৃত হলো:

বিবেচ্য বিষয়	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন	স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা
সময়কাল	সত্তরের দশকের	নব্বইয়ের দশকের পর থেকে শুরু
সূচনা	অবকাঠামোভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক	জনগণ এবং তাঁদের বিদ্যমান সামর্থ্য ও প্রতিকূলতাসমূহ মূল বিবেচনা
দারিদ্র্যের ধারণা	সামগ্রিক, বহুমাত্রিক	স্থানীয়, বহুমাত্রিক
সমস্যা বিশ্লেষণ	নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে স্বল্প সময়ের জন্য গৃহীত এবং চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত	ব্যাপকভিত্তিক, চলমান ও ইতিবাচক পরিবর্তনশীলতা উৎসাহিত করে
খাতভিত্তিক সম্ভাবনা	বহুখাতভিত্তিক, একক পরিকল্পনা খাতের সম্পৃক্ততা কেবল প্রারম্ভে	বহুখাতভিত্তিক, বহুপরিকল্পনা অল্পসংখ্যক প্রারম্ভিক কার্যক্রম সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকশিত হয়
কার্যক্রমের ব্যাপ্তি	স্থানীয় ও এলাকাভিত্তিক	নীতি-নির্ধারণী থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত
সহযোগী সংস্থা	জাতীয় ও স্থানীয় সরকার	জাতীয় ও স্থানীয় সরকার, এনজিও, সুশীলসমাজ সামাজিক সংগঠন এবং বেসরকারি খাত
স্থায়িত্বশীলতা	স্পষ্টতা বিবেচনা করা হয় না	বহুমাত্রিক, কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে ও অগ্রাধিকারভিত্তিক

পিআরএ, এসএলএ ও মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

দারিদ্র্য ও উন্নয়ন সজ্ঞায়িতকরণ অনুশীলনী

দলীয় কাজ (২ দল)

দল-১ **দারিদ্র্য**

- দারিদ্র্য বলতে কী বুঝায় তা দলের মধ্যে আলোচনা করুন।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী এ সম্পর্কে তার ধারণা *পোষ্ট ইট* (Post-it) পেপারে সংক্ষেপে (Keywords) লিখে নির্দিষ্ট ফ্লিপ-চার্ট পেপারে সেঁটে দিন।

দল-২ **উন্নয়ন**

- উন্নয়ন বলতে সাধারণভাবে কী বুঝায় তা দলের মধ্যে আলোচনা (brainstorm) করুন।
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী এ সম্পর্কে তার ধারণা *পোষ্ট ইট* পেপারে সংক্ষেপে (Keywords) লিখে নির্দিষ্ট ফ্লিপ-চার্ট পেপারে সেটে দিন।

❑ প্রতিদল থেকে একজন করে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ অধিবেশনে দারিদ্র্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে তার দলের ধারণা উপস্থাপন করবেন।

সময়: ২০ মিনিট

পিআরএ, এসএলএ ও মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্যগ্রামের একজন দরিদ্র চাষির সম্পদের তালিকা তৈরির অনুশীলনী

একক কাজ

- আপনার উপজেলাধীন মৎস্যগ্রামের মধ্য থেকে দরিদ্র চাষির কথা ভাবুন এবং মনে মনে একজন দরিদ্রতর চাষি নির্বাচিত করুন।
- নির্বাচিত মৎস্যচাষির ছবি আঁকুন (sketchout)।
- নির্বাচিত মৎস্যচাষির কী কী সম্পদ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। *ড্রয়িং চিহ্নিত করার ন্যায়* চাষীর ছবির চারপাশে তার সম্পদগুলো উল্লেখ করুন।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের কোন সুবিধাজনক স্থানে আপনার ড্রয়িং উপস্থাপন করুন।

পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করুন:

- নির্বাচিত চাষির অধিকৃত সম্পদ
- এসব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেন তারা দরিদ্র?
- দারিদ্র্য নিরসনে এসব সম্পদ কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে?

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার ড্রয়িং উপস্থাপন করবেন।

- সময়: ১০ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ৯ সময়: ২ ঘণ্টা

শিরোনাম: **স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতি** (Principles of SLA)

অধিবেশনের লক্ষ্য

এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে, যাতে তারা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই নীতিমালাসমূহ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

- স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার ৬টি মূলনীতি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করতে পারবে
- কীভাবে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয় (building on strength) তা বর্ণনা করতে পারবে
- মৎস্যগ্রাম কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সামগ্রিক (holistic) উন্নয়ন ধারণার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে
- কেইস স্টাডি থেকে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতিগুলো শনাক্ত করতে পারবে
- জনগণকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সকল কার্যক্রম স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার নিরীখে পরিচালনা করতে পারবে।

অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৫	❑ স্বাগত আলোচনা ❑ পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ❑ চলতি অধিবেশনের ওপর আলোকপাত **প্রশিক্ষক জাতীয় মৎস্য নীতির সম্প্রসারণ অংশের গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি নীতি উল্লেখ করবেন। যথা-** ***সকল শ্রেণির চাষিকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার,*** **ইত্যাদি। এরপর বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ করবেন।**	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট* *বক্তৃতা*
বিষয়বস্তু ২৫	**স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতি** - জনগণ কেন্দ্রিক (People centred) - সামগ্রিক (Holistic) - গতিশীল (Dynamic) - সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকাশ (Building on strength) - ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র (Macro-micro link) - বহুমাত্রিক স্থায়িত্বশীলতা (Wider view of sustainability)	

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
৬০	**প্রদত্ত কেইস স্টাডি থেকে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতিসমূহ শনাক্ত করার অনুশীলন।**	*দলীয় কাজ*
২০	উপস্থাপন	*একক কাজ*
০৫	প্রতিভাব (Feedback)	*প্রস্তুতকৃত ফ্লিপচার্ট*
সার-সংক্ষেপ ০৫	❑ সংক্ষেপে প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা ❑ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই ❑ পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ ❑ ধন্যবাদ ও বিদায়	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম ফ্লিপচাট*

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, ভিপকার্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ব্লু-ট্যাক, ডাস্টার ইত্যাদি।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার মূলনীতি
(Principles of SLA)

অধিবেশন : ৯

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নমনীয়; এটি জনগণকেন্দ্রিক এবং ইতিবাচক পরিবর্তনকে চলমান কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে। কিন্তু এ প্রস্তাবনার প্রয়োগে মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা ৬টি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো-

১. জনগণ কেন্দ্রিক (People centerd)
২. সামগ্রিক (Holistic)
৩. গতিশীল (Dynamic)
৪. সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকাশ (Building on strength)
৫. ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র (Macro-Micro links)
৬. বহুমাত্রিক স্থায়িত্বশীলতা (Wider view of sustainability)

জনগণ কেন্দ্রিক

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণকালে জনগণকেই কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রস্তাবনায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শুধু গৃহীতব্য কার্যক্রমকে (activities) নয়, বরং জনগণের সামর্থ্য (capabilities) এবং অংশগ্রহণ (participation)-কে মূলবিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনায় কোন সাহায্য বা প্রযুক্তি চাপিয়ে দেয়া হয় না। দারিদ্র্য নিরসনে জনগণ যে বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাই প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ ব্যক্তির সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রা পরিচালনার যে সহায়তা প্রয়োজন হয় তাই বিবেচিত হয়। এ প্রস্তাবনায় সম্প্রদায়ের দল-উপদলের ভিন্নতা, জীবনধারাসহ অন্যান্য প্রেক্ষিত বিবেচনায় কোন কোন কৌশল তাঁদের জন্য উপযোগী এ সবের সামাজিক প্রেক্ষিত এবং গ্রহণের সামর্থ্য বিবেচনা করে সহায়তার হাত প্রসারিত করা হয়।

সামগ্রিক

স্থায়িত্বশীল জবিনযাত্রার প্রস্তাবনা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জনগণের মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে এবং সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার ক্ষেত্র ও সর্বোত্তম সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে।
এ প্রস্তাবনা-

- স্থান-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণকে বিবেচনা করে।
- জীবনধারণে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাকে জনগণের দৃষ্টিতে উপস্থাপন করে।
- জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে।
- সরকারি / বেসরকারি খাতের সকল পর্যায়, সমাজভিত্তিক সংস্থাসহ বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ বিবেচনা করে।

- অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল জীবনধারণের জন্য জীবনযাত্রার বিভিন্ন কৌশলকে বিবেচনা করে, এবং
- এসব বিবেচনার প্রেক্ষিতে জীবনযাত্রা পরিচালনার উপযোগী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

গতিশীল

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা একটি গতিশীল উদ্যোগ। এ প্রস্তাবনায় জনগণের জীবনধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে উৎসাহিত করে। এ অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হতে পারে। অর্থাৎ জীবনযাত্রা পরিচালনায় কোন কার্যক্রমে নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে তা ইতিবাচক দিকে এবং ইতিবাচক দিককে অধিকতর ইতিবাচক দিকে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা নেয়।

সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকাশ এবং অংশগ্রহণমূলক

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূল বিষয় হলো জনগণের বিদ্যমান/বর্তমান সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে অধিকতর সামর্থ্যবান করে তোলা; অর্থাৎ সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। প্রায়শ: দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজস্ব সামর্থ্য যার ওপর ভিত্তি করে যে, দাঁড়াতে পারে তা বুঝতে পারে না, অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে বুঝে উঠতে না। জীবনযাত্রার প্রস্তাবনায় জনগণের সামর্থ্য এবং সম্পদকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যারা দরিদ্র তাদের হয়ত নগদ অর্থ অথবা সঞ্চয় নেই, কিন্তু তাদের অন্যান্য সম্পদ থাকতে পারে, যেমন- সুস্বাস্থ্য, শ্রম দেয়ার ক্ষমতা, জ্ঞান ও দক্ষতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রাকৃতিক সম্পদ, ইত্যাদি। জীবনযাত্রার প্রস্তাবনায় এসব সম্পদ সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে দরিদ্রতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কী কী ধরনের সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তা চিহ্নিতকরণ সহজ হয়, অথবা প্রতিবন্ধকতাগুলো জানার পর যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা যায়।

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র

সাধারণভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন স্তরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। কিন্তু স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা এই উভয় স্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। প্রকল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, বাস্তবায়নকারী মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প প্রণয়নের সংগে জড়িত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রস্তাবনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাঁদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকশিত হওয়ার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সংগঠন ও নীতির মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাঁদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকশিত হওয়ার জন্য জীবনধারণে অগ্রাধিকার শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এখানে উন্নয়ন সহযোগী অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমস্যা অবগত হয় এবং প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদানের মাধ্যমে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে মাত্র।

এ প্রস্তাবনায় দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য এমন সব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা হয় যা তাদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে পরিচালনা করা সম্ভব। আর এসব উন্নয়ন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনের বিকাশ ঘটানো; এবং
- অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন করা, যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য ভোগের ব্যয় বহনে সক্ষমতা অর্জন করে এবং সেই সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

বহুমাত্রিক স্থায়িত্বশীলতা

জীবনযাত্রার প্রস্তাবনায় *স্থায়িত্বশীলতা* বলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ প্রস্তাবনা অবিরতভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রম অর্থাৎ আর্থিক স্থায়িত্বশীলতার পাশাপাশি সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতাকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। সকল কর্মকাণ্ডের সফলতা এবং স্থায়িত্বশীলতার মূলে রয়েছে সুশাসন ব্যবস্থা (good governance)। উন্নয়ন নীতিমালা এবং সেবা অবশ্যই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে হবে এবং নীতিমালা এবং সেবা কোনক্রমেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে নয়, বরং তা জনগণের চাহিদা পূরণে সক্ষম, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

সাধারণভাবে যে কোন ইতিবাচক পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলা হলেও সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন বলতে মূলত: টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্থায়িত্বশীলতা হচ্ছে মূল ধারণা, যা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য হ্রাসে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম, তা আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক যে প্রেক্ষাপটেই হোক না কেন সেটা অবশ্যই স্থায়িত্বশীল এবং লক্ষ্য অর্জনে অবিরতভাবে ক্রিয়াশীল হতে হবে।

পিআরএ, এসএলএ ও মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতি শনাক্তকরণ অনুশীলন

দলীয় কাজ (৩ দল)

- আপনাদের দলে কেইস স্টাডিটি ভালভাবে পড়ুন।
- প্রদত্ত কেইস স্টাডি-তে কোন কোন স্থলে **স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার কোন কোন মূলনীতি** অনুসৃত হয়েছে তা শনাক্ত করুন।
    - জনগণ কেন্দ্রিক (People centered)
    - সামগ্রিক (Holistic)
    - গতিশীল (Dynamic)
    - সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিকাশ (Building on strengths)
    - ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র (Macro-Micro links)
    - বহুমাত্রিক স্থায়িত্বশীলতা (Wider view of sustainability)
- আপনার দলের মতামত ফ্লিপ চার্টে লিখুন।
    - প্রত্যেক দল থেকে একজন করে প্রশিক্ষণার্থী অনুশীলনীর বিষয়বস্তু তার দলের পক্ষে উপস্থাপন করবেন।

সময়: ০১:০০ ঘণ্টা

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে **চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প** সর্ববৃহৎ। প্রকল্পের মেয়াদকাল এপ্রিল ১৯৯৯ হতে জুন ২০০৪ সন পর্যন্ত। এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো- দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, উৎপাদিত সম্পদের বন্টনে সাম্যতা আনয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রমের স্থায়িত্বশীলতা। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে এ প্রকল্প প্রণয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে দেশের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা করা হয়। কর্মশালায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠী, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ অন্যান্য সুফলভোগীগণ অংশগ্রহণ করেন। এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সুপারিশমালা সন্নিবেশিত করে প্রকল্প দলিল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ এটি প্রথম।

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে- ১. মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ, ২. মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা, ৩. চিংড়ি ও উপকূলীয় মৎস্য চাষ, ৪. জলজ সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সমীক্ষা এবং ৫. প্রাতিষ্ঠানিক জোরদারকরণ। বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্ট অন্যতম। এ কম্পোনেন্টের আওতায় দেশের ৫টি বিভাগের ৩০টি জেলার ২১১টি উপজেলায় মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের অধীনে মৎস্যগ্রাম কর্মসূচির মাধ্যমে চাষিদের মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প মেয়াদে প্রায় দুই লক্ষ চাষিকে মৎস্যচাষ বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়। এলক্ষ্যে নির্বাচিত মৎস্যচাষিদের মধ্যে ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ মহিলা অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক। জলাশয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুকুর, ধানক্ষেত অথবা চাষোপযোগী অন্য যে কোন জলাশয় বিবেচনা করা হয়।

মৎস্যগ্রাম কার্যক্রমের বিশেষ দিক হলো

০১. প্রকল্প থেকে কোন প্রযুক্তি চাষিদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় না, বরং এলাকাভিত্তিতে চাষিদের সামর্থ্য ও চাহিদা অনুযায়ী মাছ চাষ প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

০২. অপেক্ষাকৃত গরীব চাষিদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মূলতঃ উন্নত ব্যাপকচাষ প্রযুক্তিভিত্তিক (Improved extensive) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির সামর্থ্যের ভিত্তিতে সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পে নিম্নোক্ত উপায়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে:

- মাছ চাষের জন্য জলাশয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে; এটি হাজা-মজা পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে হতে পারে। আবার ধানক্ষেতে মাছচাষ, পেন/খাঁচায় মাছচাষ, ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে।
- বর্তমানে চাষাধীন জলাশয়ে উৎপাদন হার বৃদ্ধি করে, যেমন- বর্তমানে যদি বার্ষিক হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ১-২ মে.টন হয় তবে ৩-৪ মেট্রিক টন বা ততোধিকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া।

মাছচাষের উৎপাদন উপকরণ (Input) সংগ্রহের জন্য প্রকল্প থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয় না। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চাষিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করা হয়। এ ছাড়াও দরিদ্র মাছচাষিকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে এনজিও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়।

মৎস্যগ্রাম নির্বাচনের পর চাষিদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমে একটি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার মূল উদ্দেশ্য -

- গ্রামের সকল মাছ চাষিদের একত্রিত করার মাধ্যমে সাধারণভাবে তাদের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর মাছচাষে আগ্রহ সৃষ্টির একটি পরিবেশ তৈরি করা,
- মাছচাষের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ - এজন্যে উপস্থিত চাষিদেরকে সভার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা,
- পুকুর মালিকদের মধ্য থেকে উদ্যোগী ব্যক্তি চিহ্নিত করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা,
- প্রকল্পের ও উপজেলা মৎস্য অফিসের সহায়তার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা,
- স্থানীয় মুরুব্বী, ইমাম, পুরোহিত, জনপ্রতিনিধিদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করানো ও সহায়তা কামনা করা,
- প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা,
- মৎস্যগ্রামের সফলতার সাথে কর্মসংস্থান, মহিলাদের অংশগ্রহণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করা।

নির্বাচিত চাষিদের প্রথম বছরে একটি সচেতনতা সভা, তিনটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় বছরে দুটি ফলোআপ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চাষিদের পুকুর পাড়ে প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ অধিবেশনে চাষিদের সামর্থ্য ও সম্পদ বিবেচনা করে লাগসই উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

মৎস্যগ্রাম কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে **গ্রামভিত্তিক উদ্যোগ** এবং **দলগত প্রচেষ্টার** মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সাধারণভাবে ২৫ জন চাষি নিয়ে মৎস্যচাষি দল গঠন করা হয়। নির্বাচিত গ্রামে একটি করে **মৎস্যচাষি দল** গঠন করা হয়। এরূপ একটি মৎস্যচাষি দলভুক্ত গ্রামকে **মৎস্যগ্রাম** নামে অভিহিত করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত চাষিগণ তাঁদের অধিকৃত পুকুর বা জলাশয়ে উন্নত মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই মাছ উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার সমষ্টিগত প্রয়াস চালিয়ে যান।

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত মাছচাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ সফল করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় বছরওয়ারী নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে *(জুন ১৯৯৯ হতে জুন ২০০৪ পর্যন্ত)* আওতাধীন উপজেলাসমূহে ৪০টি করে মৎস্যগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রমের শুরুতে **জলাশয়ের মালিকানা** এবং **চাষির আগ্রহ**-কে চাষি নির্বাচনের জন্য মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আর্থসামাজিক অবস্থা তেমন একটা বিবেচনায় আনা হতো না। ফলে অনেক মৎস্যগ্রামেই দরিদ্র ও ছোট জলাশয় মালিককে মৎস্যচাষি দলে নির্বাচন করা সম্ভবপর হয় নাই। এ প্রেক্ষিতে দরিদ্র ও ছোট জলাশয় মালিক এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে চাষি নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ সেলের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সময়ে সময়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মশালায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে যেসব প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় সেগুলো প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরসহ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়। কর্মশালায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপিত ইস্যুসমূহের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো হয় এবং মাঠ পর্যায়ের এসব প্রতিভাবের (Feedback) প্রেক্ষিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সুপারিশ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

পিআরএ, এসএলএ ও মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জীবনযাত্রার সম্পদ শনাক্তকরণ অনুশীলনী

দলীয় কাজ (৩ দল)

দলের সদস্যরা মিলে **চরবাসীর জীবনযাপন** কেইস স্টাডিটি ভালভাবে পড়ুন। প্রদত্ত কেইস স্টাডিতে উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করে চরবাসীর সম্পদের একটি তালিকা তৈরি করুন। শনাক্ত করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস করুন। অত:পর একটি সম্পদ পঞ্চভুজ আঁকুন।

শনাক্ত করা সম্পদগুলো কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সংক্ষেপে লিখুন।

প্রতিদল থেকে একজন করে প্রশিক্ষণার্থী অনুশীলনীর তার দলের পক্ষে উপস্থাপন করবেন।

সময়: ৪৫ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১০ সময়: ২ ঘণ্টা

শিরোনাম: **জীবনযাত্রার সম্পদ** (Livelihoods Assets)

অধিবেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জীবনযাত্রার সম্পদ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া হবে যাতে তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠির টেকসই জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের সম্পদসমূহ চিহ্নিত করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ - এ

- জীবনযাত্রার সম্পদগুলো উল্লেখ করতে পারবে
- বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্ব, এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কীভাবে সম্পদের উন্নয়ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অধিবেশন সূচি		পদ্ধতি
ভূমিকা ১০	❑ স্বাগত: আলোচনা ❑ পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ❑ চলতি অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	*আলোচনা* *প্রশ্ন-বিরতি-নাম*
বিষয়বস্তু ৩০	*প্রশিক্ষণার্থীগণ দলীয়ভিত্তিতে কোন এক মৎস্যগ্রামের টিম লিডারের সম্পদের তালিকা তৈরি করবেন। কেন এসব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করবেন।* ❑ দলীয় উপস্থাপন	*দলীয়কাজ*

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
৩০	**জীবনযাত্রার সম্পদ** ▪ মানব সম্পদ ▪ প্রাকৃতিক সম্পদ ▪ অর্থনৈতিক সম্পদ ▪ ভৌতসম্পদ ▪ সামাজিক সম্পদ ❑ **জীবনযাত্রার সম্পদের গুরুত্ব** ❑ **দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কীভাবে সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়?**	*আলোচনা* *প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট*
৪৫	**কেইস স্টাডি**	
সার-সংক্ষেপ ০৫	❑ সংক্ষেপে প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা ❑ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই ❑ পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ ❑ হ্যান্ডআউট বিতরণ ❑ ধন্যবাদ ও বিদায়	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট*

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, ভিপকার্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ব্লু-ট্যাক, ডাস্টার ইত্যাদি।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১১ সময়: ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট

শিরোনাম: **স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা** (Sustainable Livelihoods Framework)

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হবে, যাতে তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নততর জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দারিদ্র্যের বিপন্নতা অতিক্রমের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল অবলম্বনের জন্য অভীষ্ট জনগোষ্ঠিকে সামর্থ্যবান করে তুলতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ - এ

- জীবনযাত্রার উপাদানগুলো উল্লেখ করতে পারবে
- বিভিন্ন সংগঠন এবং নীতি ও পদ্ধতি স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা পরিচালনায় কীভাবে বিপন্নতা ও ঝুঁকি হিসেবে দেখা দেয় তা বর্ণনা করতে পারবে
- বিপন্নতা ও ঝুঁকি অতিক্রম করে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা পরিচালনায় কৌশল নির্ধারণে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করতে পারবে এবং
- কীভাবে বিভিন্ন উপাদান এবং সম্পদ মিলে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা গড়ে তোলা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ০৫	❑ স্বাগত: আলোচনা ❑ পূর্ববর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ❑ চলতি অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	*আলোচনা* *প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *বক্তৃতা*
বিষয়বস্তু	**স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা**	
৩০	❑ রূপরেখা কী ❑ কেন এ রূপরেখা	*আলোচনা* *ফ্লিপচার্ট*

অধিবেশন সূচি		পদ্ধতি
৩০	**নীতি, পদ্ধতি ও সংগঠন** ❑ সরকারি প্রতিষ্ঠান / সংস্থা ❑ বেসরকারি সংগঠন ❑ সামাজিক সংগঠন ▪ এসব সংগঠনের নীতি ও পদ্ধতি *(নয়া জলমহাল নীতিমালা থেকে উদাহরণ)* ▪ জীবনযাত্রা পরিচালনায় এসব সংগঠন এবং তাদের নীতি ও পদ্ধতির প্রভাব	*আলোচনা* *ফ্লিপচার্ট*
১০	**বিপন্নতা ও ঝুঁকি**	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট*
১০	**জীবনযাত্রার কৌশল**	
০৫	**ফলাফল**	
৬০	**কেইস স্টাডি - চরবাসীর জীবনযাত্রা**	*ফ্লিপচার্ট*
সার-সংক্ষেপ ১০	❑ সংক্ষেপে প্রধান প্রধান অংশের পুনরালোচনা ❑ প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই ❑ পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ ❑ ধন্যবাদ ও বিদায়।	*প্রশ্ন-বিরতি-নাম* *ফ্লিপচার্ট*
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী	ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, ভিপকার্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট, ব্লু-ট্যাক, ডাস্টার ইত্যাদি।	

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা
(SL framework)

অধিবেশন : ১০ এবং ১১

যে কাঠামোর মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা গঠনকারী বিভিন্ন ধরনের সম্পদ এবং জীবনযাত্রাকে প্রভাবিতকারী কার্যকারণ (Factors) এবং নিয়ামকসমূহ (Issues) উপস্থাপন করা হয় তা-ই স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা। এ রূপরেখা জীবনযাত্রা প্রভাবিতকারী নিয়ামক ও বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা-

- জীবনযাত্রা (Livelihood) কীভাবে গড়ে ওঠে এবং সময়ের আবর্তে তা কীভাবে পরিবর্তিত হয় এ রূপরেখা তা বুঝতে সহায়তা করে।
- জীবনযাত্রার উপদানসমূহের চেকলিষ্ট হিসেবে কাজ করে যার মাধ্যমে আপাত গুরুত্বহীন কোন উপাদানও বিবেচিত হয়।
- এ রূপরেখা জীবনযাত্রা গঠনের উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরস্পরের ওপর প্রভাব সম্পর্কে একটি নকশা চিত্র (Sketch) উপস্থাপন করে। এ রূপরেখা অনুধাবনের ওপর-ই জীবনযাত্রা পরিচালনায় গৃহীত সকল কৌশল (Strategy) নির্ভর করে।

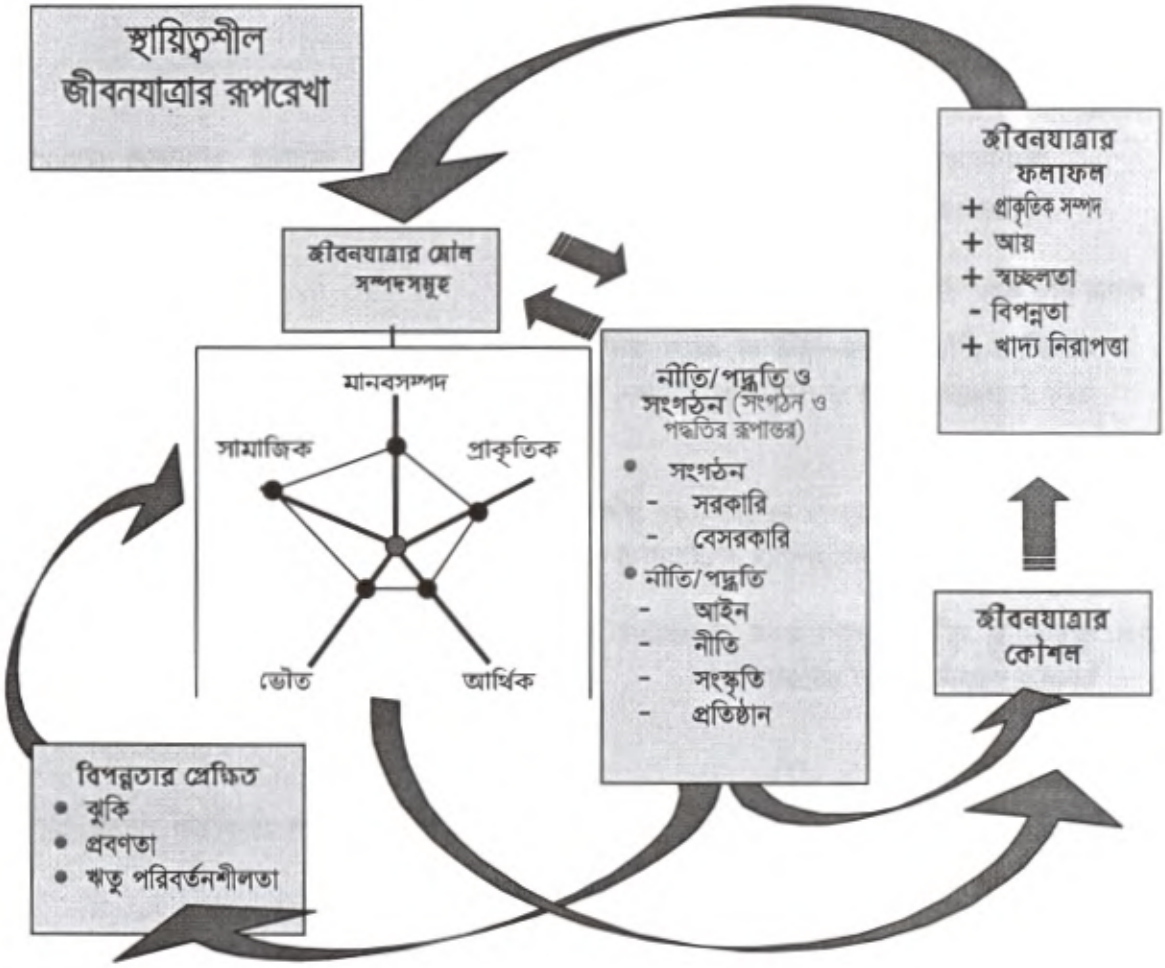

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার সম্পদ (Livelihoods assets)

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা (SLA) মূলত জনগণ নির্ভর। যা জনগণের প্রকৃত এবং বাস্তবভিত্তিক সামর্থ্য (Capabilities) সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং এ সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পদকে সফল জীবনযাত্রা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় উপাদানে (Outcome) রূপান্তরিত করে বা সে সম্পর্কে ধারণা দেয়।

সাধারণভাবে নিম্নবর্ণিত ৫ ধরনের সম্পদ নিয়ে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে:

১. মানব সম্পদ (Human Asset)

২. প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Asset)

৩. আর্থিক সম্পদ (Financial Asset)

৪. ভৌত সম্পদ (Physical Asset) এবং

৫. সামাজিক সম্পদ (Social Asset)

মানব সম্পদ

ব্যক্তি/গোষ্ঠীর জ্ঞান-দক্ষতা, শ্রম দেওয়ার সামর্থ্য, সুস্বাস্থ্য, শারীরিক শক্তি, স্ত্রী, সন্তান, ইত্যাদি মানব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্ব:

- জীবনযাত্রা পরিচালনায় অন্যান্য সম্পদসমূহকে জীবনধারণের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে (Positive outcome) রূপান্তরের জন্য মানব সম্পদ অপরিহার্য।

সম্পদ বৃদ্ধি করা / উন্নয়নের উপায়:

সামাজিক রীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি বা এরূপ অন্য কিছু দ্বারা যদি মানব সম্পদ কোনভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন করা যেতে পারে:

উদাহরণ:

প্রত্যক্ষ: বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ, উপদেশ, উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ সুবিধা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন বা বৃদ্ধি করা যায়।

পরোক্ষ: সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্যোগ গ্রহণ, অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ, দলগঠন, ক্ষমতায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদ

বায়ু, ভূমি, জল ও জলজ সম্পদ, প্রাণীকূল, পাহাড়-পর্বত, বন, জীব-বৈচিত্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

গুরুত্ব:

- মানুষের জীবনযাত্রার অধিকাংশ কার্যক্রমই প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক; যেমন- খামার পরিচালনা, মৎস্য আহরণ, মাছচাষ, মৌ-চাষ, খনিজ সম্পদ আহরণ।

সম্পদ বৃদ্ধি করা / উন্নয়নের উপায়:

খাসভূমি বণ্টন, নতুন জলমহাল নীতি, ইত্যাদি নানা ধরনের আইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার টেকসই ও সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। মৎস্যগ্রাম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ কমিয়ে এ সম্পদের উপর চাপ কমানো যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সম্পদ

অর্থনৈতিক সম্পদ বলতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট বিদ্যমান অথবা প্রাপ্তিযোগ্য (access to) আর্থিক পরিসম্পদকে (Financial resources) বুঝায় যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে জীবনধারণের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। যেমন- আয়, সঞ্চয়, ঋণ, নানা ধরনের আর্থিক প্রাপ্তি, পেনশন প্রভৃতি।

গুরুত্ব:

- অন্যান্য সম্পদের তুলনায় এ সম্পদকে বহুমুখী ব্যবহার করার সুযোগ বেশি।
- জীবনযাত্রার জন্য এ সম্পদ *সার্বজনীন (cosmopolitan)* ব্যবহার যোগ্য।
- এ সম্পদ ব্যবহার করে স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার জন্য অন্যান্য সম্পদের ইতিবাচক রূপান্তর ও নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা যায়।
- দরিদ্র শ্রেণির মানুষের আর্থিক সম্পদ কম। একারণেই অন্যান্য সম্পদের প্রাপ্তি বা ব্যবহারের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম।
- এ সম্পদের অপব্যবহারের কারণে অন্যান্য সম্পদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সম্পদ বৃদ্ধি করা / উন্নয়নের উপায়:

সাংগঠনিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গরীব জনসাধারণের জন্য কার্যকরী আর্থিক প্রাতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, যথা- গ্রামীণ ব্যাংক।

প্রতিষ্ঠানিক জোরদারকরণ: প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ/আর্থিক প্রাপ্তির সুযোগ। যথা- বন্ধকী ছাড়া ঋণ প্রাপ্তি।

সরকারী নীতি ও পদ্ধতির কাংক্ষিত পরিবর্তন: পেনশন সহজীকরণ, সঞ্চয়ের সুদের নিশ্চয়তা, এনজিও ঋণের সুদ হ্রাস, কিস্তি ইত্যাদির স্বচ্ছতা ইত্যাদি।

ভৌত সম্পদ

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যেমন- যানবাহন, আশ্রয়, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি এ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্ব:

- মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ভৌত সম্পদ অপরিহার্য।

সম্পদ বৃদ্ধি করা / উন্নয়নের উপায়:

সেবা প্রাপ্তির অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে এবং স্থায়িত্বশীল পরিসেবা (service) প্রদানে বা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সৃষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এ সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়।

সামাজিক সম্পদ

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রা নির্বাহে যে সমস্ত সামাজিক বিষয় প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো সামাজিক সম্পদের অর্ন্তভুক্ত। সামাজিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করে জীবনযাত্রা নিশ্চয়তা লাভ করে। সামাজিক সম্পদ বলতে পারস্পরিক যোগসূত্র (Network), কোন দলের সদস্যপদ অর্জন, বিশ্বস্ততা, সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের বিভিন্নস্তরে প্রবেশাধিকার প্রভৃতি বুঝায়।

গুরুত্ব:

- পারস্পরিক সম্পর্ক, আস্থাশীলতা, ইত্যাদি স্বল্পব্যয়, কার্যকর ও টেকসই কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে।
- সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে-
  - আর্থিক নেটওয়ার্ক স্থাপন করে জনগণের আয় (Financial Asset) বৃদ্ধি করা যায়।
  - দল গঠন ও সম্বন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে গণসম্পদের (Natural Capital) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গণ-অবকাঠামো (Shared Infrastructure- Physical asset) রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

সম্পদ বৃদ্ধি করা / উন্নয়নের উপায়:

নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং জ্ঞান বিস্তার ও বিনিময়ে (exchange and sharing of knowledge) সহায়তা করে। ফলে মানব সম্পদ ও সামাজিক সম্পদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হয়। নিম্নবর্ণিত উপায়ে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়:

- *ব্যক্তিকে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সংগে যুক্ত করে*
- *কৃত কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করে*
- *টেকসই দল গঠন করে*
- *দরিদ্র ও ধনী লোকদের নিয়ে দল গঠন করে।*

জীবনযাত্রার কর্মকাণ্ড (Livelihoods activity)

দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার জন্য সাধারণত বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। কর্মকাণ্ডের ধরন ও ব্যাপ্তি ব্যক্তির সামর্থ্য ও সম্পদের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকম হয়। গরীব জনগণ কখনো কৃষি, কখনো কৃষির বাইরে, কেউ শুধু গ্রামে, কখনো বা গ্রাম থেকে শহরে যেয়ে তাদের জীবনযাত্রার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

বাহ্যিক প্রভাব (External effect)

নীতি, প্রতিষ্ঠান-সংগঠন, পদ্ধতি (Policy, Institution, Process - PIP) পরিসম্পদ ও জীবিকার্জনের সুযোগ এবং সম্পদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। যেমন- সরকারী নীতি, প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, যথা: মৎস্যজীবী সমিতি, কৃষকদের দল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; প্রচলিত প্রতিষ্ঠান, যথা: সামাজিক নিয়ম ও আদর্শ; বাজার ও ঋণ ব্যবস্থা, অসম সুযোগ-সুবিধা, বাজারে অধিগম্যতা, ইত্যাদি।

বিপন্নতার প্রেক্ষিত (Vulnerability context)

জনগণ একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বাহ্যিক পরিবেশ ভেতরে জীবনযাত্রার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ গণ্ডি বা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান অনেক সময় জীবনযাত্রা পরিচালনায় হুমকি বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়। একেই জীবনযাত্রার বিপন্নতা বলে। প্রাকৃতিক, জনমিতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বিভিন্ন ধরনের সম্পদে জনগণের অধিগম্যতার ধরনকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে দুর্যোগ ও সংঘাত সংকট বৃদ্ধি করে।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)

বিপদাপন্নতা এবং দরিদ্রতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দারিদ্র্যের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে আকস্মিক কোনো বিপদাপন্ন অবস্থা, যেমন- চাকরি হারানো, অসুস্থতা অথবা ফসলহানী এ ধরনের বিরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পারে না। স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনার আলোকে বিপদাপন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. **প্রবণতা** (Trends)
২. **মৌসুমী পরিবর্তন** (Seasonality)
৩. **ঝুঁকি/বিপদ** (Shocks)

প্রবণতা (Trends): কোন বিষয় যা স্বাভাবিকভাবে ঘটার কথা নয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ঘটছে বা চলে আসছে তা প্রবণতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- বাংলাদেশে *জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার*, নিশ্চিত সামাজিক নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে *কানাডায় মাইগ্রেশন, ঢাকার যানজট*, ইত্যাদি। প্রবণতা সাধারণত: নিম্নরূপ হয়ে থাকে-

- জনসংখ্যার প্রবণতা
- সম্পদের প্রবণতা
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রবণতা
- প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রবণতা
- প্রযুক্তিগত প্রবণতা, ইত্যাদি।

মৌসুমী পরিবর্তন (Seasonality): যেমন- বিভন্ন মৌসুমে দ্রব্যের উৎপাদন, দ্রব্যমূল্যের হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ও এ কারণে পণ্যের উপযুক্ত ক্রয়-বিক্রি মূল্য না পাওয়া, কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাওয়া, ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যথা-

- পণ্য বিক্রেতার ক্ষেত্রে হঠাৎ দ্রব্যমূল্যের অধোগতি এবং পণ্য ক্রেতার জন্য হঠাৎ দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি (Off prices)
- প্রাকৃতিক কারণে উৎপাদনে অপ্রত্যাশিত হ্রাস-বৃদ্ধি (Off production)
- ঋতু পরিবর্তনে রোগ-শোক হওয়া বা স্বাস্থ্যহানি ঘটা (Off health)
- কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস (Off employment opportunities)

ঝুঁকি/বিপদ (Shocks): হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন বিষয় যা জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটায় বা বিপদাপন্ন করে তোলে তা ঝুঁকি বা বিপদ-এর অর্ন্তভুক্ত। যেমন- বন্যার কারণে পুকুর থেকে মাছ বের হয়ে যাওয়া, বাস-ট্রেন দুর্ঘটনায় শারীরিক পঙ্গুত্ব, অসুস্থতা অথবা রোগবালাই, ইত্যাদি। ঝুঁকি নিম্নরূপ হয়ে থাকে। যথা-

- শারীরিক অসমর্থতা (Human health shocks)
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural shocks)
- আর্থিক ঝুঁকি (Economic shocks)

- দ্বন্দ্ব-সংঘাত (Conflict)
- শস্য / পশু-পাখি হানি (Corp / livestock health shocks)
- মাছের মড়ক (Fish health shocks)

স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রস্তাবনা বিপদাপন্নের উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থা, যথা- দুর্বল স্বাস্থ্য, বেকারত্ব, ফসলানি বা ফসলের কম-উৎপাদন, ইত্যাদি অবস্থার মতো স্বল্পমেয়াদী দুরূহ অবস্থা মোকাবেলায় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

জনগণের কৌশল, অগ্রাধিকার ও পছন্দ (People's priority and strategy)

জনগণের পছন্দ তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। কৌশল হয়ত কখনোই তত সুগঠিতভাবে প্রয়োগ করা হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কর্মকাণ্ডের সাথে কোন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটাতে হবে, কোন ফলাফল অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, কোন সম্পদে বিনিয়োগ করতে হবে ইত্যাদি নির্ধারণে কৌশল স্থিরকরণ অন্যতম ভূমিকা পালন করে। যেমন- বাংলাদেশের জনগণের অগ্রাধিকার হলো সারা বছরের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ধান উৎপাদন; কারো কারো কাছে খরা বা বন্যা মোকাবিলা করে সংকট হ্রাস করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আবার কারো কারো কাছে সন্তান-সন্ততিদের পড়াশুনায় বিনিয়োগ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কৌশল প্রায়শঃ *এন্ট্রি পয়েন্ট-এর ওপর* নির্ভর করে।

ফলাফল (Livelihood outcome)

উন্নত জীবনযাত্রা বা স্বচ্ছলতার অংশ, যেমন- খাদ্য নিরাপত্তা, রোগমুক্ত স্বাস্থ্য, বেশি আয়, শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কম সংকট বা সংকট উত্তরণে সক্ষমতা অর্জন, ক্ষমতায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার, ইত্যাদি জীবনযাত্রার ফলাফল। জনগণ তাদের জীবনযাত্রার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ সব অর্জন করবার চেষ্টা করে।

চরবাসীর জীবনযাপন

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি। প্রায় ৫০ শতাংশ লোক গরীব শ্রেণিভুক্ত। গরীব জনগোষ্ঠীর ৮৫ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ হতদরিদ্র; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ এবং নগরবাসীর ১৪ শতাংশ এ শ্রেণিভুক্ত। জাতিসংঘের মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪-তম। বিগত এক দশকে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধি (GDP)-তে ক্রমবৃদ্ধি ঘটলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ থেকে ততটা সুফল ভোগ করতে পারেনি। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি যার প্রায় ৪২ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। জনগণ শান্তি প্রিয়। তবুও ক্ষেত্র বিশেষে গ্রামীণ সমাজে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান কারণ ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ। ভূমিহীন জনগণের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ কার্যত ভূমিহীন; পরিবার প্রতি জমির পরিমাণ *বাড়ির ভিটাসহ* ৫০ শতকের নিচে। পার্বত্য এলাকা ছাড়া দেশের সবত্রই জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। গরীব জনগণ দিন-দিন আরও গরীব হচ্ছে; অনেকে বাড়ির ভিটাহীন হয়ে পড়ছে। এ কারণে তারা সম্ভাব্য সকল স্থানেই বসতি স্থাপন করে চলেছে। ছিন্নমূল মানুষ রাস্তার আশে-পাশে, পড়ে থাকা নিম্নাঞ্চল, এমনকি নদীর ভেতর জেগে ওঠা চরেও নিত্য বসতি গড়ে তুলছে। প্রকৃতিগত কারণেই এসব জনপদ খরা, বন্যা, সাইক্লোন ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ। নিত্যদিনের সাথী বন্যা-খরা-ঘূর্ণিঝড় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নামমাত্র সম্পদও ধুয়ে-মুছে নিয়ে এদেরকে নি:স্ব করে ফেলছে, এরা পতিত হচ্ছে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে; জীবন-জীবিকার অনিশ্চিয়তা ও দু:খ-কষ্ট দিন-দিন বাড়ছে। আবাসস্থলের ধরন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে অনেক গরীব জনগণকে একাধিকবার বসতি পরিবর্তন করতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চল থেকে জনগণের স্থানান্তরের হার অপেক্ষাকৃত অধিক। *ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, ঐ এলাকার ২৫ শতাংশ পরিবার বিগত ১০ বছরে ৩ বার তাদের বসতি পরিবর্তন করেছে।*

চর এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় কম-বেশি ৫০০ টাকা। এ দিয়েই তাদের সংসার চলে। বিভিন্ন কৃষিজ দ্রবের উৎপাদনে ক্রমবৃদ্ধি ঘটলেও চরে বসবাসকারী অধিকাংশ পরিবারের আয় (net income) প্রকৃতপক্ষে কমেছে। ফলে মহাজন এবং অপেক্ষাকৃত ধনী চাষির নিকট দিন দিন তাদের দেনার দায় বাড়ছে। চরের মানুষের লেখা-পড়া কম এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত বিধায় পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে নিত্যদিনের টানাপোড়ন লেগেই আছে। অতিদরিদ্র পরিবারে তুচ্ছ কারণে স্ত্রী পরিত্যাগ এবং বহুবিবাহের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। উল্লেখ্যে যে, স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ির ঘটনা প্রায় ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক তালাক ছাড়াই হয়ে থাকে। চরের প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবার-প্রধান মহিলা (Female headed household)। অনেক সময় তারা স্থানীয় টাউট শ্রেণির লোক ও দুনীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। তালাক দেয়া বা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী স্বামীর দ্বারাও দরিদ্র মহিলারা নানারকম লাঞ্চনা-গঞ্জনার শিকার হয়।

মাছ ধরা চরবাসীর অন্যতম জীবিকা। অধিকাংশ মহিলা-প্রধান (Female headed) পরিবার দিন আনে দিন খায়। সারাদিন ঠেলা জাল, মই জাল, দাড়কি, ভাড় এসব ছোট উপকরণ দিয়ে যে মাছ ধরে তা বিক্রি

করে এদের সংসার চলে। সাধারণত: মহিলারা বাজারে যায় না। একারণে যেসব পরিবারে বাজারে যাওয়ার মত পুরুষ মানুষ নাই তারা প্রতিবেশী বা কম মূল্যে পাইকারের কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক পরিবার মাছ ধরার বিভিন্ন ফাঁদ ও *দাওন* (Longline) দিয়ে রাতেও মাছ ধরে থাকে। মাছ ধরা ছাড়াও বছরে একবার ধান চাষ এবং কিছু মৌসুমী শস্য চরে উৎপন্ন হয়। ফি-বছর বন্যার সময় চরের বাসিন্দাদের কোন কাজ থাকে না। এমনকি বড় বন্যায় মাছ ধরার জো-ও থাকে না। কোন কোন বছর ঘর-বাড়ি ডুবে যায়।

এসময় চরবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অনেকের দুবেলা খাবারও জোটে না। এসময় খাদ্য সামগ্রী কেনার জন্য এনজিও বা মহাজনের কাছে ঋণ নেয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় থাকে না। চরের আশে-পাশে নদিতে খাঁচায় মাছ চাষের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। কোন কোন চরে অল্প সংখ্যক লোক খাঁচায় মাছ চাষ শুরু করেছে। এতে তারা খুবই লাভবান হচ্ছে। পানির ভিতর বসবাস বিধায় মহিলারাও স্বচ্ছন্দে খাঁচায় মাছ চাষ করছে। বন্যা বা খড়ায় খাঁচায় মাছ চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সারা বছরব্যাপী টেকসই ভিত্তিতে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য চরবাসী কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কামনা করে। নদী ব্যবহারে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই বা ফি প্রদান করতে হয় না। কিছু কিছু এনজিও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে। চরের প্রায় সব পরিবারই হাঁস-মুরগি পালন করে। এটি তাদের কাছে একটি লাভজনক আয়বর্ধক কাজ। হাঁস পালন তাদের কাছে অধিকতর সহজ; চরের পাশেই হাঁসের সুবিস্তৃত চারণভূমি ও পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার থাকে। কিন্তু হাঁস-মুরগির রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা চর এলাকায় নাই। মূল জনপদ থেকে এসব সেবা নেয়া এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে হাঁস-মুরগির মড়কে এরা মাঝে মাঝে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেশ কিছু চরে এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাজ শুরু করেছে। এসব সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলাদের আয় সৃষ্টিমূলক কাজে (IGA) ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ গ্রহণ করে দুস্থ মহিলারা বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প ও গৃহস্থালী উপকরণ তৈরি করে। খরা-বন্যাসহ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে এসব উপকরণ বিক্রি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে।

চরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরকারের নীতিমালা অস্পষ্ট। চর সরকারের মালিকানাধীন হলেও সাধারণত: একটি বিশেষ শ্রেণির লোক তা দখল ও ভোগ করে থাকে। অনেক সময় চরের জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয়। চরে বসবাস করার জন্য দরিদ্র জনগণকে চাঁদা দিতে হয়। তবুও কখনও কখনও মাস্তান বা দখলদার কর্তৃক উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে চর দখল-বেদখল নিয়ে আধিপত্য বিস্তারের মহড়া মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। চরে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। শস্য কাটার মৌসুমে প্রায় প্রতি বছরই সেখানে জোর জবর-দস্তি, শস্য লুণ্ঠন এমনকি খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশ ক্যাম্প ইত্যাদি মৌলিক সরকারি সেবা চরে রয়েছে; কিন্তু সমতল ভূমির মূল জনপদ এবং সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার সাধারণ সেবা প্রাপ্তি, বিভিন্ন সরকারি দফতরের সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ, সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ চরবাসীর খুবই কম। চরবাসীর জীবন যেন বিরূপ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে নিত্য রক্তাক্ত হয়ে বেঁচে থাকা।

পিআরএ, এসএলএ ও মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স
চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

জীবনযাত্রার রূপরেখা বিশ্লেষণ অনুশীলনী

দলীয় কাজ (৩ দল)

উপদলের সদস্যরা মিলে কেইস স্টাডিটি ভালভাবে পড়ুন। ইতিপূর্বে আলোচিত জীবনযাত্রার সম্পদ, নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতি বিবেচনা করে প্রদত্ত কেইস স্টাডিতে উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করুন। কেইস স্টাডিটি কেবল ধারণা প্রদানের জন্য দেয়া হয়েছে। চরের সামগ্রিক জীবনযাত্রা কল্পনা করে কেইস স্টাডি থেকে নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করুন।

প্রথমে চরের সম্পদ এবং বিপদাপন্ন (Assets and vulnarabilities) অবস্থা নিয়ে আলোচনা করুন। সম্পদ এবং বিপদাপন্ন অবস্থার তালিকা তৈরি করুন। অত:পর নীতি, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি (Policies, institutions and process – PIP) কীভাবে সম্পদ এবং বিপদাপন্ন অবস্থার ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলে তা উল্লেখ করুন।

<u>দল-১</u> **মহিলা-প্রধান পরিবার**

<u>দল-২</u> **পুরুষ-প্রধান পরিবার**

- সম্পদ
- বিপদাপন্নতা
- নীতি, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি

সম্পদ	নীতি, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি
মানব সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ আর্থিক সম্পদ ভৌত সম্পদ সামাজিক সম্পদ	

বিপদাপন্নতা	নীতি, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি
প্রবণতা মৌসুমী পরিবর্তন ঝুঁকি / বিপদ	

প্রতিদল থেকে একজন করে প্রশিক্ষণার্থী অনুশীলনীর তার দলের পক্ষে উপস্থাপন করবেন।

সময়: ০১:০০ ঘণ্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১২ সময় : ১ ঘন্টা

শিরোনাম:	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মৌলিক ধারণা

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিশদভাবে জানতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায় এবং কেন এগুলো করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন
- অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায় এবং কেন এগুলো করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৩	স্বাগত আলোচনা পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
বিষয়বস্তু ৫০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের তুলনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য।	বক্তৃতা ও ফ্লিপচার্ট প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ৭	১. সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয়ের পুনরালোচনা ২. উদ্দেশ্য যাচাই ৩. হ্যাণ্ডআউট বিতরণ ৪. পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ৫. ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

সাদা বোর্ড মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট, পয়েন্টার ও ডাস্টার।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মৌলিক ধারণা

(Basic concepts of Monitoring and Evaluation)

অধিবেশন : ১২

উন্নয়নমূলক প্রকল্প বা কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে যেহেতু একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু এর গুরুত্ব এক্ষেত্রে আরো বেশি।

পরিবীক্ষণ

কোন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ, কর্ম-প্রচেষ্টা, কার্যসূচি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এগুচ্ছে কিনা সে বিষয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবিরতভাবে বা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা (Review) ও সমীক্ষা (Surveilance) পরিচালনা করাকে পরিবীক্ষণ বলে।

অর্থাৎ পরিবীক্ষণ বলতে বুঝায় -

- পরিচালিত কার্যক্রমের অগ্রগতি (গৃহীত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, কার্যসূচি) পর্যালোচনা করা
- পরিচালিত কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে ঈপ্সিত ফলাফলের তুলনা করা
- প্রয়োজনে ঈপ্সিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা
- এ সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা
- তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

মূল্যায়ন

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং প্রভাব নিরূপণ করাই মূল্যায়ন।

অর্থাৎ মূল্যায়ন বলতে বুঝায় -

- প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে বা যাবে কিনা তা নির্ধারণ
- প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ
- প্রয়োজনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফলের মাত্রা এবং কর্মপন্থা পরিবর্তনের মাধ্যম।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের তুলনা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

	পরিবীক্ষণ	মূল্যায়ন
সংজ্ঞা	কোন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, কার্যসূচি, প্রত্যাশিত ফলাফল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কিনা এবং তা ঈপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এগুচ্ছে কিনা সে বিষয়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবিরতভাবে বা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা (Review) ও সমীক্ষা (Surveilance) পরিচালনা করাকে পরিবীক্ষণ বলে।	প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং প্রভাব বিস্তার নিরূপণ করাই মূল্যায়ন।
প্রধান লক্ষ্য	১. অগ্রগতিকে মূলধারায় রাখা ২. বাস্তবায়নকালে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই ৩. বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ নির্দেশনা	১. সামগ্রিক ফলাফল, কার্যকারিতা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা ২. প্রকল্প প্রণয়নের যৌক্তিকতা নির্ণয় ৩.প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে যে সমস্ত বিষয়াদি জানা যায় তা চিহ্নিত করা এবং ভবিষৎ প্রকল্প প্রণয়নে তার প্রয়োগ
প্রধান বিষয়	প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা	প্রকল্পের যৌক্তিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, স্থায়িত্বশীলতা, প্রভাব এবং উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয় নিরীক্ষা করা
সময়	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে	নির্দিষ্ট সময়ে: - প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (বেইজলাইন) - প্রকল্প চলাকালে - প্রকল্প সমাপ্তিলগ্নে ও প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তীতে (প্রভাব নিরূপণ)।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক?

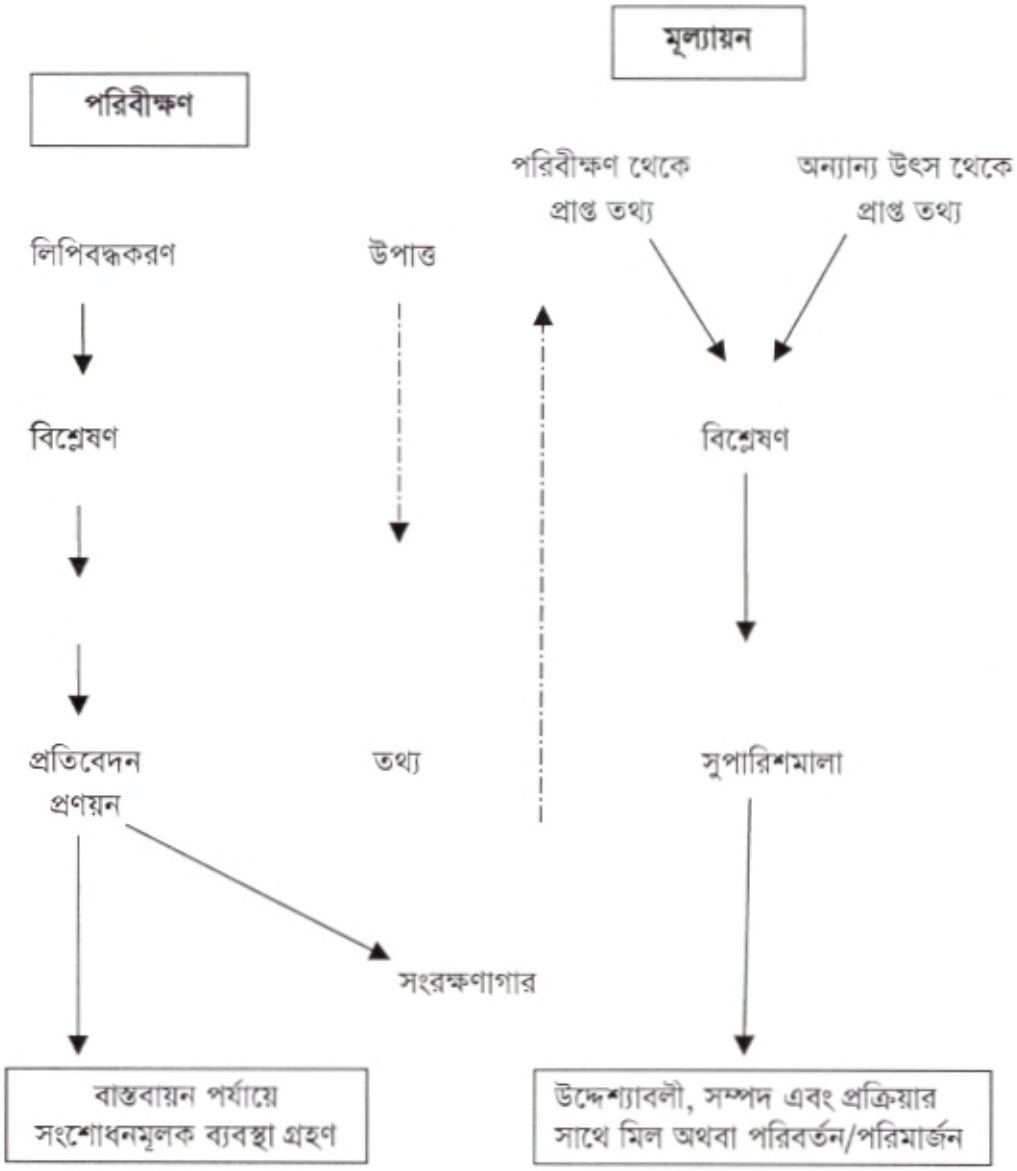

অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ কী?

যদি এলাকাবাসী নিজেরাই নিজেদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং অগ্রগতি বিশ্লেষণ করেন তবে তাকে অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ বলে।

অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা:

- পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা তা জানা যায়।
- নিয়মিত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়।
- নিজ নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালিত হলো তা অবহিত হওয়া যায়।
- দলগত কাজে কীভাবে একে অন্যকে সহায়তা করছেন তা জানতে পারা যায়।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সমাধান করা যায়।
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা যায়।

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন কী ?

প্রকল্পের সুফলভোগী জনগণ যদি নিজেরাই নিজেদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন তবে সেটিই অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন।

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের ফলে জনগণ বুঝতে পারে -

- কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কী কী সফলতা এসেছে
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে এবং কেন
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই এবং তা কেন
- ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরো গতিশীল ও যথোপযুক্ত করতে হলে কী কী বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিম্নোক্তরূপ নিশ্চয়তা দেয়-

- অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন
- তথ্য মালিকানা
- তথ্য বিস্তার
- কার্যাবলীর বা প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
- কার্যাবলীর স্থায়িত্বশীলতা
- স্থানীয় 'রিসোর্স পার্সন' উন্নয়ন
- দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন।

অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

- সু-সংগঠিত দল
- সকল অংশগ্রহণকারীর দ্বারা পুরো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পুরো প্রক্রিয়ার প্রতিটি বিষয় জানে এবং বুঝে
- প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের তথ্য-প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে
- প্রত্যেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১৩

সময়: ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

শিরোনাম:	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ৫টি ক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন চক্র কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ৫টি ক্ষেত্র, প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব ও স্থায়িত্বশীলতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- প্রভাব নিরূপণের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্রম-নির্মাণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নমুনা জরিপ এবং প্রধান পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৩	স্বাগত আলোচনা পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
বিষয়বস্তু ৯৫	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা কী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন চক্রের পাঁচটি ক্ষেত্র প্রভাব নিরূপণ পদ্ধতি নমুনা জরিপ পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্রম নির্মাণ	বক্তৃতা ফ্লিপচার্ট প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ৭	সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয়ের পুনরালোচনা উদ্দেশ্য যাচাই পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

সাদা বোর্ড মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যাণ্ডআউট, পয়েন্টার ও ডাস্টার।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা
(Monitoring and Evaluation System)

অধিবেশন : ১৩

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা (System) কী ?

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা হলো একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা যার দ্বারা প্রকল্পের অগ্রগতি জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়। এটি শুধু তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নয় বরং তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম (Sequence)।

এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যবস্থাপক যথার্থ ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা একটি চক্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে :

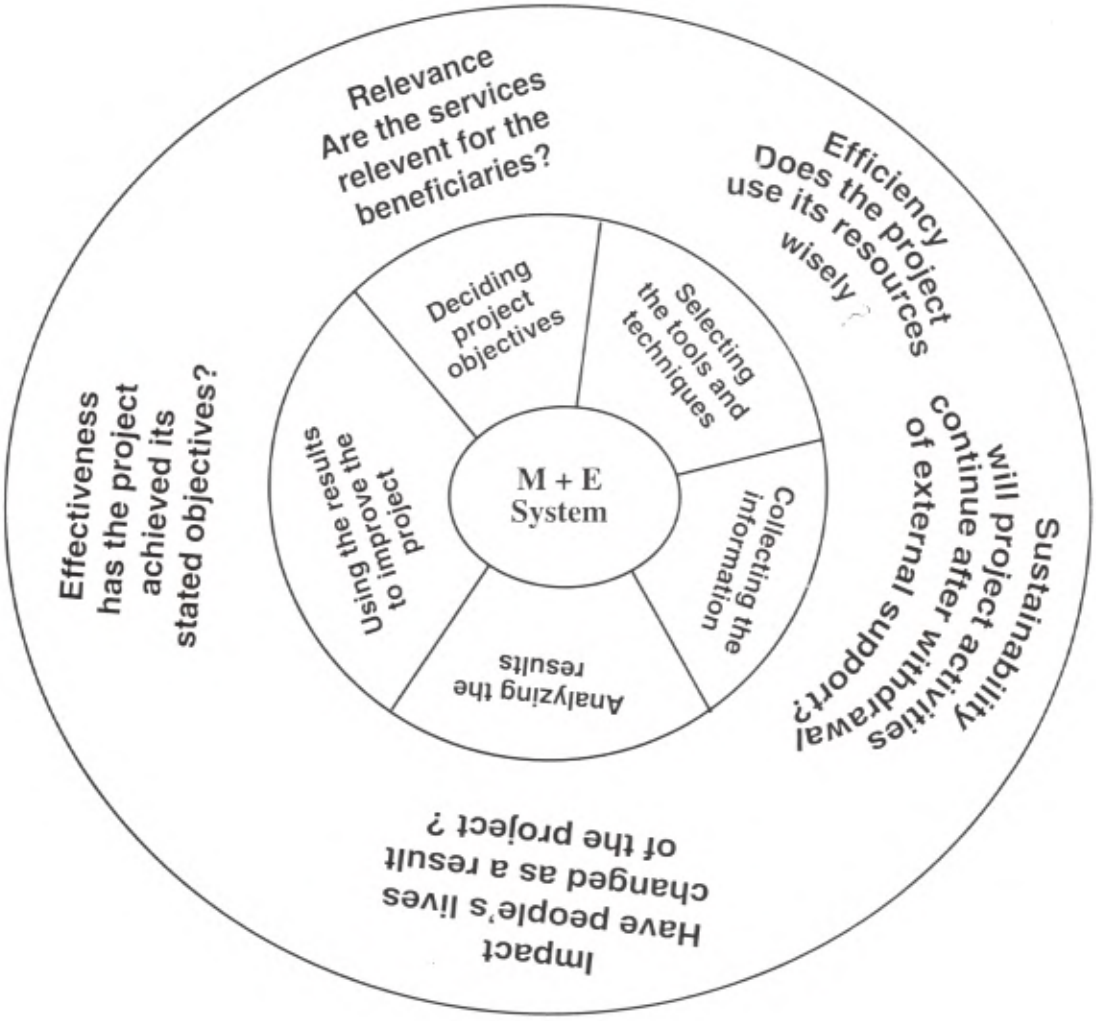

MONITORING AND EVALUATION SYSTEM CHART

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উভয়ই একই ধরনের পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণ করে যা বৃত্তের মাঝখানে দেখানো হয়েছে। ধাপসমূহ হলো:

ক. প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী ও কর্ম-কৌশল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

খ. প্রকল্পের উন্নয়নকল্পে ফলাফলের ব্যবহার

গ. তথ্য সংগ্রহ

ঘ. ফলাফল বিশ্লেষণ

ঙ. উপকরণ ও কৌশল নির্বাচন।

বৃত্তের বহির্ভাগে প্রদর্শিত পাঁচটি ক্ষেত্র (প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্থায়িত্বশীলতা ও প্রভাব) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে থাকে।

১. **প্রাসঙ্গিকতা** (Relevance): প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে কতটা মিল আছে তা বিচার বিশ্লেষণ করা অথবা অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে কি না তা যাচাই করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সীমিত পর্যায়ে হতে পারে, যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; অথবা খাত বা Sectoral হতে পারে, যা দেশবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ প্রকল্পের তথা প্রতিষ্ঠানের সীমা ছাড়িয়ে তা জাতীয় আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সে ক্ষেত্রে কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক হবে।

২. **দক্ষতা** (Efficiency): প্রকল্প বা কর্মসূচিতে গৃহীত ব্যবস্থাদি কতটা দক্ষতার সাথে প্রতিপালিত হচ্ছে তা যাচাই করা। এটি সময় ও অর্থ সাশ্রয় বা অপচয় বন্ধ করে লব্ধ ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

৩. **স্থায়িত্বশীলতা** (Sustainbility): উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া। ফলে এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, যেভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে এবং যে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তা ঐ ধরনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ব্যাহত না করে উন্নয়নের প্রক্রিয়া প্রকল্প মেয়াদের পরেও গতিশীল ও কার্যকর রাখবে।

৪. **কার্যকারিতা** (Effectiveness): প্রকল্প যে উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তা কতটা সার্থক হচ্ছে তা যাচাই করা। উল্লেখ্য, এ উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিক হতে পারে- যা সাধারণত: প্রকল্প প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে এবং যা সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা যায়। আবার সংশ্লিষ্ট খাতের (Sectoral) সার্বিক লক্ষ্যের সাথে সাধারণভাবে পরিমাপও করা যেতে পারে। যদি প্রকল্পে উল্লেখ থাকে যে, প্রকল্প মেয়াদে ৫০০০ টন মাছ অধিক উৎপাদন হবে তাহলে সেটি হলো প্রকল্পের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য। অপরদিকে যদি প্রকল্প দলিলে উল্লেখ থাকে যে, প্রকল্প দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে তবে তা প্রভাব নিরূপণের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যকারিতা যাচাই করা যেতে পারে। এটি খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য। প্রভাব নিরূপণ বিষয়টি এ কারণে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

৫. **প্রভাব** (Impact): এটি সাধারণত: প্রকল্প সমাপ্তির কিছু সময় পর করা হয় যাতে বৃহত্তর কোন লক্ষ্য সাধিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা যায়। যেমন- দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে কিনা বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে স্থায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা, ইত্যাদি।

প্রভাব নিরূপণের পদ্ধতি (Impact Assessment Methods):

একটি প্রকল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রভাব নিরূপণ বিষয়টি প্রধানত: তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রকল্প একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে। একই জনগোষ্ঠীর ওপর তিনটি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রভাব নিরূপণের পর্যায়		পদ্ধতি
১	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে	বেইজলাইন
২	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে এবং অব্যবহিত পর	নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচি
৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নের কিছু সময় পর	প্রভাব নিরূপণ

১. **বেইজলাইন জরিপ :**

কোন প্রকল্পের শুরুতে সে প্রকল্প এলাকার এবং এলাকার মানুষের ঐ সময়ের গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করাই বেইজলাইন জরিপ। বেইজলাইন জরিপের বিষয়াদি নির্ধারিত হয় প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে।

এ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প চলাকালীন বা প্রকল্প শেষে এর পরিবর্তন ও তার কার্যকারিতা মূল্যায়নে এ তথ্য ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ এ তথ্য প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করার ক্ষেত্রে মান নির্দেশক (Parameter) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বেইজলাইন উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্ব :

কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এক বা একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে। তাই প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকা এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। এর ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তির পর অর্জিত ফলাফলের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফলের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

কেন		কী		কখন
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য	→	বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ	→	প্রকল্পের শুরুতে বা প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে
অর্জিত ফলাফলের তথ্য সংগ্রহ	→	প্রকল্প মূল্যায়ন জরিপ	→	প্রকল্পের বিভিন্ন মেয়াদে এবং প্রকল্প সমাপ্তিতে

বেইজলাইন জরিপে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। জরিপ করার জন্য ২ ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ পত্র (Questionnaire) ব্যবহার হয়:

১. সুসংগঠিত প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire)

২. আধা-সংগঠিত প্রশ্নমালা (Semi-structured Questionnaire)

বেইজলাইন জরিপ বিষয়ে এ অধিবেশনে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:**

কোন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নকালের বিভিন্ন সময়ে ও সমাপ্তিতে কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা, উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত সুফল অর্জিত হচ্ছে কিনা তার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ফলাফল প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্তর্বর্তীকালে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার পুন:নির্ধারণ এবং কৌশলগত পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. **প্রভাব নিরূপণ :**

প্রভাব নিরূপণ হচ্ছে প্রকল্পের একটি ব্যাপকভিত্তিক মূল্যায়ন। একটি প্রকল্প বা কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণ করা হয় সে কার্যক্রম সমাপ্তির পর। প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মূল্যায়ন কাজটি প্রকল্পের প্রভাব নিরুপণ থেকে সহজতর। কারণ মানুষের জীবন মানের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিমাপ করাও জটিল। আবার এটাও সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মানুষের জীবনের এ পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তনের পিছনে আরো অন্যান্য কার্যক্রমের ভূমিকা থাকতে পারে। যেমন-

- বাইরের কোন সুযোগ (চাকুরী পাওয়া), পরিবেশগত কোন সুযোগ
- পরিবারের সদস্য সংখ্যার পরিবর্তন (মেয়ে বিয়ে দেয়ায় একজন কমে যাওয়া বা ছেলে বিয়ে করানোতে একজন নতুন সদস্যের যোগ হওয়া)
- অন্যান্য সংস্থার সেবা থেকে (যেমন- অন্য কোন সেবা সংস্থা বা এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ বা ঋণ পাওয়া)।

এ সমস্যাগুলো থাকা সত্ত্বেও প্রভাব নিরূপণ করা প্রকল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়া সুফলভোগীর জীবনমানে শুধু প্রকল্পের প্রভাব নয়, পারিপার্শ্বিক সেবাসমূহের প্রভাবও জানা যায়। মূলকথা হলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহারের চূড়ান্ত সুফল হিসেবে প্রভাব নিরূপণ বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যে জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত হবে তা প্রধানত: দুই ধরনের। যেমন-

১. প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠী
২. প্রকল্প এলাকার বাইরের জনগোষ্ঠী।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর ওপর প্রকল্পের প্রভাব পড়বে। যা বাইরের জনগোষ্ঠীর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ফলে প্রকল্পের প্রভাবের পরিমাপ করার ভিত্তি হিসেবে প্রকল্পের বাইরের গ্রামে তথ্যসমূহ নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে যে পরিবর্তনের ছাপ পড়বে তার তুলনা হবে প্রকল্পের বাইরের জনগোষ্ঠীর সাথে। তাই প্রকল্পভুক্ত বা বাইরের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক অবকাঠামোর দিকগুলোর সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও এ উভয় ধরনের জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ একই সময়ে করতে হবে।
যেমন: এ দুই ধরনের গ্রামের বা জনগোষ্ঠীর আকার, পরিবারের সংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা একজন ব্যবস্থাপক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্যাদি পেয়ে থাকেন যার মাধ্যমে তিনি -

- প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সনাক্ত করতে পারেন
- প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো দূর করতে সময়োচিত ও যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন
- প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা জানতে ও বুঝতে পারেন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কৌশল অবশ্যই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা দরকার। এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। যৌক্তিক ও পর্যায়ক্রমিক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় করা হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে -

- কার চাহিদা, কী তথ্য, কী ধরনের তথ্য এবং কতদিন পর পর তথ্য নিতে হবে তা নির্ধারণ করা।
- তথ্যের উৎস সনাক্ত করা এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে উদ্দেশ্য যাচাই নির্দেশকসমূহ (Objectively Verifiable Indicators) নির্ধারণ করা।
- কখন ও কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হবে তা পরিকল্পনা করা।
- পরিকল্পিত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির পরীক্ষা ও উন্নয়ন করা।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সাবধানতার সাথে নির্বাচন করা দরকার। প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ নির্দেশকগুলো ব্যবহার করে শুধু কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা উচিত।

বেইজলাইন জরিপ

ইংরেজী Survey শব্দের অর্থ হলো জরিপ। তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে কোন এলাকার যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করাকে সার্ভে বা জরিপ বলে। যেমন- আদম শুমারি, ভূমি জরিপ, পশু জরিপ, জলাশয় জরিপ, ইত্যাদি।

কোন প্রকল্প শুরু হওয়ার পূর্বে প্রকল্প এলাকার গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যাদি সংগ্রহই হলো বেইজলাইন জরিপ। প্রকল্প চলাকালীন সময় বা প্রকল্প শেষে সম্পাদিত কার্যক্রম মূল্যায়নে সংগৃহীত এসব তথ্যাদি মান নির্দেশক (Parameter) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকল্প চলাকালীন মূল্যায়ন বা চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে প্রাথমিক তথ্যের তুলনার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করাই বেইজলাইন জরিপের মূল উদ্দেশ্য।

জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণতঃ বেইজলাইন জরিপ করার জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় তা পূরণ করার জন্য দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে ঃ

১. আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার (Formal Interview)

২. আংশিক সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Semi-structured Interview)

আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার

এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর দাতাকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়। যেমন- আপনার পুকুরের আয়তন কত? এতে সুসংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহৃত হবে।

আংশিক সংগঠিত সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহে এ ধরনের সাক্ষাৎকার অনানুষ্ঠানিকভাবে (Informal) হয়ে থাকে। পূর্ব থেকে একটি চেকলিস্ট তৈরি করা থাকে। চাষির নিকট থেকে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে চেক-লিস্ট পূরণ করা হয়। চাষিকে চেক-লিস্টটি দেখতে দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্য দাতা যাতে আলোচনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চেক লিষ্টটি অনেক সময় আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের রূপ নেয়।

নমুনা জরিপ

কোন একটি জরিপ কার্যক্রমে প্রতিটি লোক বা প্রতিটি বাড়ী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে সম্ভব হয় না। সকলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া পরিসংখ্যানগত প্রয়োজন মেটাতে তার দরকারও নেই। এ কারণে অনেক সময় দলের অংশ বিশেষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জরিপ করা হয়। একেই নমুনা জরিপ বলা হয়।

কেন নমুনা জরিপ করা হয় ?

- নমুনা জরিপে কম সময় লাগে
- নমুনা জরিপে ভুল কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- নমুনা জরিপে কম খরচ লাগে
- সম্ভাব্য ভুল-ভ্রান্তি পরিমাপ করা যায়
- পরিসংখ্যানগতভাবে সম্পূর্ণ জরিপের বিকল্প হিসেবে অর্থবহ ফল দেয়।

নমুনা জরিপের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- নির্দিষ্ট অভীষ্ট দল থাকবে
- জরিপ কাঠামো/নক্সা তৈরি করতে হবে
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ করা
- জরিপের আকার এবং সংখ্যা নির্ধারণ করা
- অভীষ্ট দলের সংখ্যা নির্ধারণ করা।

নমুনা জরিপ পদ্ধতি

নমুনা জরিপ পদ্ধতি প্রধানত: দুই প্রকার -

ক. দৈবচয়ন (Random)

দৈব চয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভীষ্ট দলের প্রত্যেক সদস্যের সমান সুযোগ থাকে।

খ. উদ্দেশ্যমূলক নমুনা জরিপ

১. নমুনা নির্বাচনে বিষয়ভিত্তিক বিচার বিবেচনা করা হয়
২. দৈব চয়নের মাধ্যমে করা হয় না
৩. নমুনা অভীষ্ট দলের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না।

নমুনার আকার

নমুনা জরিপের আকার সাধারণত: অভীষ্ট দলের সংখ্যা বা আকারের ওপর নির্ভর করে। নমুনা জরিপের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সকল স্তরের প্রতিনিধিত্ব থাকলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় (যেমন- জেলে, তাঁতি, শিক্ষক, মহিলা, পুরুষ, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি)।

জরিপকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১. সময়, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর সংখ্যা, সম্পদের পরিমাণ
২. অধিক তথ্যের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে এমন সংখ্যক পরিবারের সাক্ষাৎকার নিতে হবে যা পরিসংখ্যানগতভাবে গ্রাহ্য হবে
৩. অধিক বিশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

কোন প্রকল্প এলাকার অভীষ্ট দলের যত নমুনা নেয়া হবে সেখানে কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। সুতরাং যখন জরিপ নমুনা নির্বাচন করা হয় তখন অবশ্যই এ ত্রুটি বিচ্যুতিকে মাথায় রেখে নমুনার আকার নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে কিছুটা বেশি সংখ্যা নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে সাধারণত: ৩% ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য।

গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্ত কী?

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিতে প্রধানত: দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যথা: গুণগত ও পরিমাণগত। পরিমাণ গত তথ্য ও উপাত্ত সাধারণত: গাণিতিক যেমন: সংখ্যা অনুপাত ইত্যাদি, অপরদিকে গুণগত তথ্য ও উপাত্ত তথ্যবহুল যা ভাষা, রেখাচিত্র বা ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে যেমন: ঘটনা বর্ণনা, ব্যবহার, নকশা ইত্যাদি। যখন কোন অভীষ্ট দলের মধ্য থেকে কোন সংখ্যা, হার বা অনুপাতের প্রয়োজন হবে তখন অবশ্যই পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন। যখন কোন প্রকল্প পরিচালনায় কোন অভীষ্ঠ দলের মনোভাব, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রয়োজন হবে তখন অবশ্যই গুণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।

কোন প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত দুই ধরনের তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের ফলাফলের প্রকৃতির ওপর গুণগত তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন। যেমন: উপকারী বা ক্ষতিকর ফলাফল, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত প্রভাব। প্রকল্পের সঠিকতা এবং তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনে প্রকল্পের পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজন। যেমন- ফলাফলের বিস্তৃতি অথবা তীব্রতা।

অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার (System) ক্রম-নির্মাণ

ইতিপূর্বে অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থা তৈরিতে নিম্নোক্ত ধাপসমূহ গুরুত্বপূর্ণ -

- **প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ**
  - দলের কর্ম, কর্মধারা ইত্যাদি জানতে হবে
  - যথেষ্ট পরিমাণে মাঠ পরিদর্শনে যেতে হবে
  - সামাজিক আচার ও মূল্যবোধ জানতে ও বুঝতে হবে
  - সম্পর্ক স্থাপন (Rapport building) করতে হবে।
- **ক্রম-নির্মাণ প্রক্রিয়া**
  - দলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করুন
  - অংশগ্রহণকারীবৃন্দের চাহিদামাফিক প্রয়োজনীয় তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করুন
  - তথ্য সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত প্রশ্নমালা তৈরি করুন
  - প্রশ্নমালা মাঠ পর্যায়ে যাচাই করুন
  - প্রশ্নসমূহ আপেক্ষিক গুরুত্ব, ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে সাজিয়ে নিন
  - এবারে একটি মডিউল (Module) তৈরি করুন
  - মডিউলটি মাঠ পর্যায়ে যাচাই করুন
  - উপাত্ত ও তথ্য লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা নিন
  - সংগৃহীত উপাত্ত ও তথ্য প্রত্যেকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারে কিনা নিশ্চিত হউন
  - উপাত্ত ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত করুন
  - উপরোক্ত পুরো প্রক্রিয়াটি (সম্পূর্ণ চক্র) অন্য একটি দলে ব্যবহার করুন
  - সাধারণ বিষয়াবলী বের করুন
  - মডিউলটি চূড়ান্ত করুন।

এ মডিউলটি এখন ব্যবহৃত হতে থাকবে। এটিই অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১৪ সময়: ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

শিরোনাম:	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি নির্বাচিত কৌশল

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি নির্বাচিত কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নির্বাচিত কৌশল বিশদভাবে জানতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি কৌশল জানতে, বুঝতে এবং কেন এগুলো করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সুনির্দিষ্ট দলের সাথে আলোচনা পদ্ধতি কী এবং কেন প্রয়োজন, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- আধাসংগঠিত এবং সুসংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৩	স্বাগত আলোচনা পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
বিষয়বস্তু ৬৫	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি নির্বাচিত কৌশল • অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা • সুনির্দিষ্ট দলের সাথে আলোচনা • আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার • নির্দিষ্ট বিষয়ে ঘটনা বিশ্লেষণ • পূর্ণ-প্রস্তুত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার	বক্তৃতা ও ফ্লিপচার্ট প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ৭	সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয়ের পুনরালোচনা উদ্দেশ্য যাচাই পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী	সাদা বোর্ড মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যাণ্ডআউট, পয়েন্টার ও ডাস্টার।	

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি কৌশল
(Techniques of Monotoring and Evaluation)

অধিবেশন ঃ ১৪

এখানে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ২টি কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rural Appraisal - PRA)
(কৌশলটি এ মডিউলের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)

২. সুনির্দিষ্ট দলের সাথে আলোচনা (Focus Group Discussion/FGD)

কোন নির্দিষ্ট এলাকার কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত পেশা বা বিষয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাথে দলীয় ভিত্তিতে আলোচনা করে কাঙ্ক্ষিত তথ্যাদি জেনে নেয়ার পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট দলের সাথে আলোচনা (FGD) বলে।

যেমন: পাংগাস চাষের সমস্যা জানার জন্য পাংগাস চাষির সাথে আলোচনা, কৃষি বিষয়ে জানার জন্য কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা ইত্যাদি। যেহেতু আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি জড়িত তাই আলোচনা ফলপ্রসূ হয় এবং বাস্তবসম্মত পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। অতীত অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও তথ্য থেকে ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়।

উদ্দেশ্য:

- আলোচিত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া (যেহেতু আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি জড়িত তাই আলোচনা জমে উঠে ও বাস্তবসম্মত ফলাফল পাওয়া যায়)।
- অতীত অভিজ্ঞতা জানা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা করা।

পদ্ধতি:

- প্রথমে বিষয়ের সাথে জড়িত এবং আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এমন ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত ও তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনাপূর্বক আলোচনার বিষয়, সময়, স্থান নির্ধারণ করতে হবে।
- আলোচনা শুরুর পূর্বেই আলোচনার স্থলে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।
- আলোচনা চলাকালে দলের সদস্যগণ শুধু সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে।
- আলোচনায় মতামত বা সিদ্ধান্তাবলী চূড়ান্ত রূপ লাভ করলে তা চিত্র, মডেল বা ম্যাপের মাধ্যমে দেখাতে বলুন যাতে অন্যরা তা সহজেই চোখে দেখে বুঝতে পারেন।
- আলোচনায় সকলকে মতামত পেশের সুযোগ দিতে হবে ও আলোচ্য যাবতীয় বিষয়/ মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- আলোচনা শেষ হওয়ার পর সিদ্ধান্ত/মতামত চূড়ান্ত করার পূর্বে তা পর্যালোচনা করতে হবে যেন শেষ মুহূর্তের কোন নতুন মতামত যোগ করা যায়।

পূর্ব প্রস্তুতি:

- আলোচনার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ঠিক করে নেয়া
- আলোচনা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্র তৈরি করা
- আলোচনাকালে ব্যবহার করা হবে এমন উপকরণসমূহ যোগাড় করা
- আলোচনায় অংশগ্রহণের স্থান ও সময় নির্ধারণ করা
- দলীয় সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা যেমন- আলোচনাকারী, সহায়তাকারী, নোট নেয়ার জন্য একজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখাশুনা করার জন্য একজন সমন্বয়কারী, ইত্যাদি।

আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার (Use of Semi-structured Questionnaire)

আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার

আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রে শুধু আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা থাকে। আলোচনা শুরু হওয়ার পর প্রশ্নের সৃষ্টি হয় ও তা অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার মাধ্যমে উত্তর আকারে বেরিয়ে আসে। এভাবে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আলোচনা অগ্রসর হতে থাকে।

আলোচনার পূর্বে দলের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে একটি সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। প্রধানত: তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে এ নির্দেশিকা বা চেক-লিস্ট তৈরি করা যায় :

১. প্রথমে সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা তৈরি করতে হবে। সদস্যদের দেয়া সকল মতামতকে সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মতামত দেয়া শেষ না হয় ততক্ষণ তা গ্রহণ করতে হবে। এরপর প্রাধান্যভিত্তিক মতামতের তালিকা তৈরি করে তার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র (আলোচনার মূল বিষয়বস্তু নির্ধারণ) প্রণয়ন করতে হবে।

২. দলের সকল সদস্যকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে প্রত্যেককে মতামত দিতে বলতে হবে। পরে প্রতি দু'টি জোড়া একত্র করে ৪ জনের দল তৈরি করে তাদের সাধারণ মতামতসমূহ একত্র করে একটি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করতে হবে। এরপর ৪ জনের দু'টি দলকে একত্র করে ৮ জনের দল গঠন করে একই পদ্ধতিতে সাধারণ: মতামতসমূহ একত্র করে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

৩. দলের প্রত্যেক সদস্যকে ৬/৭টি কাগজের টুকরা দিয়ে সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ লিখতে বলতে হবে। সকলের লেখা শেষ হলে তা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতকৃত তালিকার মাধ্যমে চূড়ান্ত আলোচ্য বিষয় নির্দেশিকা বা প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে।

এছাড়া আরো অনেক পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে প্রশ্নমালা তৈরি করা যায়। দলের প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ নোট বইয়ে আলোচনার নির্দেশিকা লিখে রাখবে।

আলোচনা কীভাবে শুরু করবেন?

আলোচনা শুরুর পূর্বে সকলকে ভালভাবে আরাম করে বসতে বলুন। কুশল বিনিময়ের পর আলোচনার স্বাচ্ছন্দ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। হঠাৎ করে আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা শুরু করবেন না। এতে লোকজন অস্বস্তি বোধ করতে পারে। প্রথমে আপনাদের পরিচয় দিন ও আসার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলুন। আপনারা তাদের কাছ থেকে শিখতে এসেছেন তা ভালভাবে বুঝিয়ে বলুন। সাক্ষাৎকার দিলে ভবিষ্যতে লাভ হবে বা উপকার পাওয়া যাবে এ জাতীয় মিথ্যা আশ্বাস দেয়া থেকে বিরত থাকুন।

আলোচনায় এমন বিষয় আনবেন না, যা বলতে বা আলোচনা করতে তিনি বা তারা বিব্রত বোধ করবেন, লজ্জা পাবেন বা ক্ষোভের সৃষ্টি হবে। আলোচনার মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে তাদেরকে বলুন চিত্র, ম্যাপ বা মডেলের সাহায্যে আলোচনার বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে যাতে উপস্থিত অন্যান্যরা তা চোখে দেখতে ও সহজে বুঝতে পারে।

মৎস্য চাষ ও পরিবেশ সম্পর্কিত সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী জনগণ/ এলাকাবাসীর মতামত

ধাপ	প্রশ্নের বিষয়
১. মৎস্যচাষ সংক্রান্ত সমস্যা	সমস্যার ধরন: প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, ভূ-প্রকৃতিগত সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, কারিগরি/উপকরণগত সমস্যা
২. পরিবেশগত সমস্যা	- পয়:প্রণালী - গাছপালা - পায়খানা ব্যবহার ও বর্তমান অবস্থা, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা - পরিবেশ দূষণ জনিত সমস্যা (কল-কারখানার বর্জ্য, ধোঁয়া)
৩. পানীয় জল	- পানীয় জলের উৎস - গোসল ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানি ও তার উৎস - জনসংখ্যা ও নলকূপের অনুপাত - সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ

আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণে সাধারণ ভুলসমূহ

দলীয় ভুলসমূহ:

- সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে একে অন্যকে বাধা প্রদান করা
- কোন ভূমিকা ছাড়া নতুন বিষয়ের অবতারণা করা
- মতামত বা উত্তর প্রদানের জন্য যথেষ্ট সময় না দেয়া
- একসাথে একাধিক প্রশ্ন করা
- পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- সময়মত উপস্থিত না হওয়া, দেরি করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু করা
- আলোচনার সফল সমাপ্তি টানতে ব্যর্থ হওয়া।

ব্যক্তিগত ভুলসমূহ :

- শুনতে ভুল করা বা ভুল ব্যাখ্যা ও নোট করা
- একই প্রশ্ন অযথা পুনরাবৃত্তি করা
- উত্তরদাতা আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেলায় সূত্র দেয়ার নাম করে নিজের মতামত দিয়ে দেয়া
- অর্থহীন বা উদ্দেশ্যবিহীন প্রশ্ন করা
- উত্তরের যথার্থতা বিচারে ব্যর্থ হওয়া
- হ্যাঁ বা না সূচক উত্তর দেয়ার জন্য প্রশ্ন করা; প্রশ্নের মধ্যে উত্তর নিহিত এমন প্রশ্ন করা।
- অযথা আলোচনা দীর্ঘায়িত করার সুযোগ দেয়া
- সাক্ষাৎকার সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হওয়া

নির্দিষ্ট বিষয়ে কেইস স্টাডি (Case study) প্রণয়ন আধা-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্র ব্যবহারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নির্দিষ্ট বিষয়ে ঘটনা বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

কোন ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ।

পদ্ধতি

১. প্রথমে ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য বিষয় নির্বাচন করুন

২. বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তিতে ঘটনা জানার জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করুন

৩. নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হয়ে ঘটনা শুনুন ও তা লিপিবদ্ধ করুন

৪. ঘটনা বর্ণনাকালে কোন বিষয় বা শব্দ পরিষ্কার বুঝতে না পারলে তা প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিন

৫. ঘটনা অবশ্যই প্রত্যক্ষ উক্তিতে বা তার মুখের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবেন এবং লেখা শেষ হলে তা উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে পড়ে শোনান, যেন কোন বিষয় বাদ পড়লে বা ভুল লেখা হলে তা সংযোজন বা সংশোধন করতে হবে।

যা মনে রাখা কর্তব্য-

- ঘটনা বর্ণনাকালে সর্বদা ডাইরি বা নোট বুক, কলম ইত্যাদি সাথে রাখা।
- প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটনা লিপিবদ্ধ করবেন।
- ঘটনা বর্ণনার মাঝে ঘন ঘন প্রশ্ন করে বর্ণনায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না।
- কোন প্রশ্ন জাগলে তা লিখে রাখুন ও পরে প্রশ্ন করুন।
- নিজে থেকে কোন বক্তব্য যোগ করবেন না।
- অযথা তাড়াহুড়া করবেন না।
- সরাসরি কোন প্রকার আবেগ প্রবণ প্রশ্ন করবেন না।

ঘটনা বিশ্লেষণ লেখার ছক

ক. ব্যক্তিগত ইতিহাস/সাধারণ তথ্য

১. নাম:

২. স্বামীর নাম/পিতার নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম/দলের নাম:

৩. ঠিকানা: গ্রাম: উপজেলা: জেলা:

১. অবস্থানের কাল :

২. বয়স : বৎসর

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা (ব্যক্তির/পরিবারের/সম্প্রদায়ের):

৪. বৈবাহিক অবস্থা :

৫. অতীত জীবন (১০ বৎসর পূর্বে)ঃ

---

৬. বর্তমান জীবনঃ

---

৭. জীবনের সুনির্দিষ্ট সাফল্যঃ

---

৮. সাফল্যের পিছনে কারণগুলো কী কী ঃ

---

৯. জীবনে ব্যর্থতাগুলো কী কী ?

---

১০. ব্যর্থতার কারণসমূহঃ

---

১১. জীবনের স্মরণীয় দিনঃ

---

১২. কেন স্মরণীয়ঃ

---

১৬. নির্ভরশীল ব্যক্তির নাম এবং নির্ভরশীলতার কারণসমূহঃ

খ. বর্তমান কার্যক্রম

১৭. এনজিও-এর সাথে সম্পৃক্ত কিনা, হলে কোন এনজিওঃ

---

১৮. কী ধরনের উপকার এনজিও থেকে পেয়েছেঃ

---

১৯. এনজিও এর বর্তমান অর্থনৈতিক কার্যক্রমঃ

---

২০. এ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তার অনুভূতি কী ?

---

২১. পরিবারে তার ভূমিকা এবং অবদান কী ?

গ. ব্যক্তিগত অবস্থা

২২. পরিবারে অবস্থানঃ

---

২৩. সামাজিক অবস্থানঃ

---

২৪. এনজিও-তে অবস্থানঃ

---

২৫. তার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহঃ

---

২৬. জীবনে কী ধরনের সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছেন ?

---

২৭. কিভাবে এ সংগ্রামের মোকাবেলা করেছেন ?

ঘ. ভবিষ্যতের আশা

২৮. ভবিষ্যতের আশা কী ?

---

২৯. আপনি কীভাবে এ আশাসমূহ বাস্তবায়ন করবেন ?

ঘটনা বিশ্লেষণ (Case Study) - একটি উদাহরণ

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের আওতায় মৎস্যগ্রামের চাষিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণকল্পে নির্বাচিত চাষিদের ঘটনা বিশ্লেষণ করতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পর্যায়ক্রমিকভাবে নেয়া হয়েছিল -

- নাম, বয়স, পেশা, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পরিবারের আয়ের উৎস
- স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সংগে সম্পর্ক
- পরিবারের মৌলিক চাহিদা কী পূরণ হয়? যেমন- বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য
- পুকুরের মালিকানা, জলাশয়ের অধিকার, মাছচাষের অবস্থা, পুকুরের অবস্থা, জীবিকার ওপর মাছচাষের অবদান, ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত অবদান, ব্যয়ের পরিকল্পনা
- উল্লেখযোগ্য সম্পদ
- কোন প্রাসঙ্গিক ঘটনা, যেমন- জীবনের কোন সংগ্রামের কথা, মাছ মারা/চুরি হওয়া, বন্যা, মৃত্যু, বিবাহ, ঋণ
- কার মাধ্যমে মৎস্যগ্রামের সদস্য হয়েছে, অন্যান্য গরীব লোকের মৎস্যগ্রামে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য
- প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য।

উপরোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে ৫টি বিভাগে ৫ জন মহিলার ঘটনা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল তার একটি নিম্নে দেয়া হলো -

মৎস্যচাষি আয়েশা বেগমের আয় বাড়িয়েছে প্রশিক্ষণ

আয়েশা বেগম, বয়স ৩৫ বছর। গ্রাম-কালিয়ারুই, ইউনিয়ন-বিদ্যানন্দকাঠি, উপজেলা-কেশবপুর, জেলা-যশোর। ছয় বছর ও চার বছর বয়সের দুটি ছেলে ও দিন মজুর স্বামীকে নিয়ে তার সংসার। বড় ছেলে স্কুলে যায়। নিজের জমি বলতে স্বামীর ২০ শতাংশ বসতবাড়ী, ৩৬ শতাংশ চাষের জমি ও ৬ শতকের একটি পুকুর। তার থাকার ঘরটি মাটির, ছোট একটি রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে তাদের পরিচয় আছে। কোন সমস্যায় তারা চেয়ারম্যান সাহেবের সাহায্য নেন। আয়েশা বেগম গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি কাঁথা সেলাই করে সারা বছরে ১২০০-১৫০০ টাকা আয় করেন। বর্তমানে একটি গরু বর্গা নিয়ে পালন করছেন যা বিক্রি করে অর্ধেক টাকা পাবেন। তাছাড়া কিছু ডিম বিক্রি করে বাড়তি আয় করেন।

বছরের ৯ মাস তাদের তেমন খাদ্য সংকট হয় না। বাকি ৩ মাস (জুন থেকে আগষ্ট) খাদ্য সংকটে পড়েন। আয়েশা ও তার স্বামী শুধু নাম স্বাক্ষর করতে পারেন। তারা সারা বছরের কাপড়-চোপড় যোগাড় করতে পারেন। গ্রামের অন্য বাড়ির নলকূপ থেকে পানি পান করেন। ঐ নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয় নাই।

তাদের ৬ শতক পুকুরটি কার্পজাতীয় মাছচাষের উপযুক্ত নয় মনে করে পূর্বে তেলাপিয়ার পোনা ছাড়েন। এতে শুধু খাওয়ার কাজটি কোন রকম চলত।

মৎস্য বিভাগের লোকের কাছে প্রশিক্ষণের খবরটি পান এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের প্রশিক্ষণ শেষে কিছু কার্পজাতীয় মাছের পোনা ছেড়েছিলেন। উৎপাদনের বেশির ভাগ মাছ খেয়েছিলেন, এছাড়া ২০০ টাকার মাছ বিক্রি করেছিলেন। তিনি মনে করেন ভবিষ্যতে আরো বেশি মাছ উৎপাদন করতে পারবেন।

আয়েশা মনে করেন তাদের মত গরীব মানুষকে এ ধরনের প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ।

পূর্ণ-প্রস্তুত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার (Use of Structured Questionnaire)

সুনির্দিষ্ট এবং লিখিত ছকের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ একটি বহুল ব্যবহৃত প্রক্রিয়া। এর দ্বারা সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় বিপুল তথ্য সম্ভার সংগ্রহ করা যায় এবং নির্দিষ্ট ছকে ফেলে পরিসংখ্যানগত ফলাফল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধা এ যে, পরিস্থিতির আলোকে তথ্য সংগ্রহের বিষয়বস্তুসহ ধরন-ধারণ পরিবর্তন করা যায় না। অথচ এ বাড়তি বা ভিন্ন মাত্রার তথ্য মূলবিষয়টিকে আরও পরিস্ফুটিত বা কার্যকর করতে পারে।

পরবর্তী অধিবেশনে (অধিবেশন: ১৭)-এর প্রকৃষ্ট কয়েকটি উদাহরণ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১৫ সময় : ২ ঘন্টা

শিরোনাম:	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ বিশদভাবে জানতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে
- প্রকল্পের যৌক্তিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সূচক নির্বাচন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- প্রাসঙ্গিক উপাত্ত নির্বাচন কী এবং কেন এগুলো করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবে
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উপকরণ নির্ধারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং কৌশল নির্ধারণ করতে ও বর্ণনা করতে পারবে
- উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে
- উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিতরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৩	স্বাগত আলোচনা পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
বিষয়বস্তু ১০০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ ১. প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামো ২. নির্দেশক নির্বাচন ৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য নির্বাচন ৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উপকরণ নির্ধারণ ৫. পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ৬. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ ৭. তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিভাব এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ৮. প্রতিবেদন বিতরণ।	বক্তৃতা ও ফ্লিপচার্ট প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ১৭	সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয়ের পুনরালোচনা ১. উদ্দেশ্য যাচাই ২. হ্যাণ্ডআউট বিতরণ ৩. পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ ৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী	সাদা বোর্ড মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যাণ্ডআউট, পয়েন্টার ও ডাস্টার।	

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ
(Steps of Monitoring and Evaluation)

অধিবেশন - ১৫

কোন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধাপের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের ধাপসমূহ :

১. প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামো (Project Logical Framework)

২. সূচক বা নির্দেশক নির্বাচন (Selection of Indicator)

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য নির্বাচন (Select relevant data)

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উপকরণ প্রণয়ন (Design M&E tools)

৫. পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন (Select methods and techniques)

৬. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ (Collection of data)

৭. তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিভাব এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন (Analyze data and generate report)

৮. প্রতিবেদন বিতরণ (Distribution of report) ।

১. প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামো

কার্যকরভাবে ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে প্রকল্পের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রকল্প পরিচালক যেসব সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন তন্মধ্যে যৌক্তিক কর্মকাঠামো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রকল্প পরিচালনায় এটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মৌলিক ধারণা নিম্নে বিবৃত হলো -

যৌক্তিক কর্মকাঠামো:

- যৌক্তিক কর্মকাঠামো মূলত: একটি উপকরণ, যা কোন কর্মের কর্মাঙ্গসমূহ (components) নির্দিষ্ট করার একটি কাঠামো, এবং কর্মপন্থা (means) ও ফলাফল (ends)-এর মাঝে যৌক্তিক সংযোগ সাধন করে।
- কর্মসূচির (Programme) আওতায় বৃহত্তর কর্মকাঠামোতে প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী স্থাপন করে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকরণাদি (inputs), সময়সূচি, সফলতা অর্জনের জন্য অনুমিত বা ধারণা নির্ভর বিষয়াদি, ফলাফল (outputs) এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সূচকসমূহ বুঝার সুযোগ করে দেয়।

যৌক্তিক কর্মকাঠামোর গঠন প্রণালী :

যৌক্তিক কর্মকাঠামো, যা ইংরেজীতে সংক্ষেপে Log Frame বলে অভিহিত হয়, তার গঠন প্রণালী বেশ সহজ। এটি ৪ × ৪ ব্লকের একটি কাঠামো। এর সারিসমূহ (Rows) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীসমূহ, কী উপায়ে তা বাস্তবায়ন করা যাবে সেসব উল্লেখ করে। এটাকে বলা হয় উল্লম্ব যুক্তি (The Vertical Logic)। অপরদিকে আনুভূমিক যুক্তি (The

Horizontal Logic) কলাম আকারে (column) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের বিষয়টি কীভাবে যাচাই করা হবে তার পথগুলো দেখিয়ে দেয়। পুরো কাঠামোটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বর্ণনামূলক সার-সংক্ষেপ Narrative Summary	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক Objectively Verifiable Indicators (OVI)	যাচাই পন্থাসমূহ Means of Verification (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব-ধারণা Important Assumptions
লক্ষ্য (Goal)			
উদ্দেশ্য (Purpose)			
ফলাফল (Outputs)			
উপকরণাদি (Inputs)			

একটি যৌক্তিক কর্মকাঠামোর গঠন

বর্ণনামূলক সার-সংক্ষেপ Narrative Summary	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক Objectively Verifiable Indicators (OVI)	যাচাই পন্থাসমূহ Means of Verification (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব-ধারণা Important Assumptions
লক্ষ্য (Goal)	*(লক্ষ্য সাধনের পন্থাসমূহ)*	*(ব্যবহৃত তথ্য মাধ্যমের উৎস)*	*(উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সংযোগ সাধনে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকসমূহ)*
উদ্দেশ্য (Purpose)	*(প্রকল্প মেয়াদান্তে অবস্থা)*	*(ব্যবহৃত তথ্য-মাধ্যমের উৎস)*	*(ফলাফল-উদ্দেশ্য সংযোগ সাধনে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ)*
ফলাফল (Outputs)	*(প্রাপ্তব্য ফলাফল)*	*(ব্যবহৃত তথ্য-মাধ্যমের উপায়)*	*(উপকরণাদি ও ফলাফল এবং উদ্দেশ্য, সংযোগ সাধনে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকসমূহ)*
উপকরণাদি (Inputs)	*কী ধরনের এবং কত পরিমাণে সহায়ক উপকরণাদি, প্রয়োজনীয় ব্যয়, উপকরণ তালিকা ইত্যাদি*	*(তথ্যের উৎস)*	*(প্রকল্প সম্পর্কিত প্রাথমিক পূর্ব ধারণাসমূহ)*

যৌক্তিক কর্মকাঠামোতে পূরীতব্য ব্লকসমূহের ব্যাখ্যা

উলম্ব যুক্তিঃ

- প্রকল্প কী করতে চায় তা চিহ্নিত করে
- প্রকল্পের কর্ম-পন্থা এবং ফলাফলের সম্পর্ক সুস্পষ্ট করে দেয়
- প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার বিরাজমান সামাজিক, ভৌত ও রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য অনিশ্চয়তার দিকসমূহ তুলে ধরে।

আনুভূমিক যুক্তিঃ

প্রাপ্ত সম্পদ ও ফলাফলের পরিমাপ করে। উদাহরণসহকারে বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হলো-

প্রকল্প ঃ মৎস্যচাষিদের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান

মনে রাখা দরকার-

- উল্লম্ব যুক্তির দ্বারা কোন প্রকল্পে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আনুভূমিক যুক্তিতে।
- যৌক্তিক কর্মকাঠামো কোন কর্মপদ্ধতি নয়, এটি চিন্তা করতে বা ভাবতে সাহায্য করে।
- কে, কার জন্য, কী এবং কেন করছে- এসব প্রশ্নসমূহের আন্ত:সম্পর্ক তুলে ধরে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুসমন্বিত ও কার্যকর করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
- এটি কেবল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নেই সহায়ক নয়, বরং একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পথ; যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে বৃহত্তর নীতি (Policy), কর্মসূচি (Programe) বা প্রকল্প (Project) কাঠামোয় প্রতিস্থাপন করে।
- আপাত: দৃষ্টিতে যৌক্তিক কর্মকাঠামো প্রণয়ন বিষয়টি কিছুটা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু এটি পরবর্তীতে প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীর সার্থক বাস্তবায়নে বিপুলভাবে সহায়তা দিয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাজ বহুলাংশে সহজ করে দেয়।

বর্ণনামূলক সার-সংক্ষেপ Narrative Summary	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক Objectively Verifiable Indicators (OVI)	যাচাই পন্থাসমূহ Means of Verification (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব-ধারণা Important Assumptions
লক্ষ্য (Goal) মৎস্য চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি।	মৎস্যচাষিদের উৎপাদন বৃদ্ধি	উৎপাদন বিষয়ক তথ্যপত্র	প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে না
উদ্দেশ্য (Purpose) নিয়োগপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের অফিসারদের দক্ষতা বৃদ্ধি।	৪৬০ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান	- মন্ত্রণালয়ের নথি - অধিদপ্তরীয় নথি - প্রকল্প নথি	মাঠ পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি রাজনৈতিক গুরুত্ব পাবে

ফলাফল (Outputs)	নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৪৬০ জন সম্প্রসারণ অফিসার	- সরকারি গেজেট প্রকাশনা - সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত দক্ষ অফিসার	যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান দেয়া যাবে। প্রকল্পে অর্থ ছাড় যথাসময়ে হবে।
উপকরণাদি (Inputs)	অধিদপ্তরীয় কর্ম-ব্যবস্থা	অধিদপ্তরীয় নথি	

২. নির্দেশক (সূচক) নির্বাচন (Selection of Indicators)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপের জন্য নির্দেশক (সূচক) নির্বাচন করতে হবে। এ নির্দেশকসমূহ এমন হবে যেন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই (Objectively verifiable) সম্ভব হয়। এ নির্দেশক সংখ্যাগত এবং গুণগত উভয় ধরনের মান যাচাই করবে। যেমন- সংখ্যাগত নির্দেশক- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি। গুণগত নির্দেশক- চাষির আর্থিক উন্নয়নের প্রতিফলনে তার ঘর-বাড়ির উন্নতি হওয়া। ধরা যাক ঘরের চালের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করা।

৩. প্রাসঙ্গিক উপাত্ত নির্বাচন (Select relevant data)

কোন বিষয়ে নির্দেশক নির্বাচনের পর সে বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা নিতে হবে। যেমন- নির্ধারিত নির্দেশকের কোন্ কোন্ তথ্য, কী পরিমাণে এবং কতটুকু বিস্তারিতভাবে সংগৃহীত হবে তা চূড়ান্ত করা হবে।

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণে উপকরণ নির্ধারণ (Design M & E tools)

কোন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ করতে হয়। যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন- প্রশ্নপত্র, ছক, চেক-লিস্ট, পুকুর রেকর্ড বই ইত্যাদি।

৫. পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ (Select methoods and techniques)

কী পদ্ধতি ও কৌশলে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। যেমন- সাক্ষাৎকার, পিআরএ, জরিপ ইত্যাদি কৌশলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। (মনে রাখতে হবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে উপকরণ ও কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা সংস্থার কর্মসূচি ও কর্ম সহায়তার বিষয়টি বিবেচ্য)।

৬. উপাত্ত সংগ্রহ (Collect data)

উপাত্ত সংগ্রহে নিচের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ-

- কতদিন পর পর তথ্য সংগ্রহ করা হবে
- মাঠকর্মীকে তথ্য সংগ্রহের সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ সম্পর্কে অবহিত করা
- যথাযথ কৌশল ও উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা

৭. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ণ (Analyze data and generate report)

- প্রাপ্ত উপাত্ত পর্যালোচনা করা
- প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্য প্রস্তুত করা
- প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রকল্পের অফিসারদের সাথে মত বিনিময় করা

- সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে সুফলভোগী, প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

৮. প্রতিবেদন বিতরণ (Distribution of report)

বিবেচ্য বিষয়াদি -

- প্রতিবেদন কারা পাবেন
- কতদিনের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন করা হবে
- সঠিকভাবে বিতরণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১৬ সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

শিরোনাম: **প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামোর পূরণকৃত ছক উপস্থাপন**

অধিবেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা পূরণকৃত প্রকল্পের যৌক্তিক কর্ম কাঠামো উপস্থাপন করতে দক্ষ করা যেন মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলীতে এ অনুশীলন কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা তুলে ধরতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পূরণকৃত ছক উপস্থাপন করতে পারবেন
- পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের ভবিষ্যত প্রকল্পের কর্মধারায় ব্যবহার করতে পারবেন

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৩	স্বাগত আলোচনা পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
বিষয়বস্তু ৮০	পূরণকৃত ছক উপস্থাপন:পূর্ব রাতে পূরণকৃত ছকটি বড় দলে উপস্থাপন।	বক্তৃতা ফ্লিপচার্টৎ প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
সার-সংক্ষেপ ৭	সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয়ের পুনরালোচনা উদ্দেশ্য যাচাই পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

প্রস্তুতকৃত ফ্লিপচার্ট ও পয়েন্টার।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ

অধিবেশন - ১৬

সান্ধ্যকালীন দলীয় কাজ

কাজের ধারা

- নির্ধারিত ছকে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামো অনুশীলন
- পূরণকৃত ছকটি ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধকরণ
- পরের দিন বড়দলের সামনে উপস্থাপন।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১৭

সময়: ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

শিরোনাম:	সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

অধিবেশনের লক্ষ্য

এ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা কম্পোনেন্টের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশদভাবে জানতে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ চক্র কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা পরিচালনা কেন করা হয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টে সু-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার কি এবং কেন এগুলো করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৩	• স্বাগত আলোচনা • পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র • বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা
বিষয়বস্তু ৯৫	• সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চক্র • সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা পরিচালনা • সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টে সু-সংগঠিত তথ্য সংগ্রহপত্রের ব্যবহার • পুকুর রেকর্ড বইয়ের প্রয়োজনীয়তা (ব্রেইন স্ট্রর্মিং-এর ফলাফল পূর্ব প্রস্তুতকৃত ফ্লিপচার্ট-এর সঙ্গে তুলনা করা হবে)।	বক্তৃতা ও ফ্লিপচার্ট প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা ব্রেইন স্ট্রর্মিং ভিপকার্ড
সার-সংক্ষেপ ৭	• সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বিষয়ের পুনরালোচনা • পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে অবহিতকরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

সাদা বোর্ড মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যাণ্ডআউট, পয়েন্টার ও ডাস্টার।

সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

অধিবেশন - ১৭

সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য

মাছের সরবরাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত:

- মৎস্য চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা
- মৎস্য চাষের আওতায় জলায়তন বৃদ্ধি করা
- চাষিদের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিস্তার ঘটানো
- উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে মৎস্য অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার সম্পর্ক উন্নয়ন
- প্রকল্পের ৩য় বছরের মধ্যে জাতীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কৌশল (National Aquaculture Extension Strategy)-এর খসড়া তৈরি।

সম্পসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা:

- ৩০টি জেলার ২১১ উপজেলায় ৮হাজার **মৎস্যগ্রাম** স্থাপন করা হবে
- একটি মৎস্য গ্রামে প্রকল্প দুই বছর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। নির্বাচিত মৎস্যগ্রামের ২ লক্ষ চাষিকে ৬ টি সেশনে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সেশনগুলো হলো :
  - সচেতনতা সভা
  - প্রথম কারিগরি প্রশিক্ষণ
  - দ্বিতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ
  - তৃতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ
  - প্রথম ফলো-আপ প্রশিক্ষণ
  - দ্বিতীয় ফলো-আপ প্রশিক্ষণ
- **ফলোআপ পরিদর্শন কর্মসূচি অবিরতভাবে চলতে থাকবে।**
- বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগীয় মৎস্য উপ-পরিচালকের দপ্তরে ১ জন করে মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০০ জন সম্প্রসারণ অফিসার নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।
- ২টি মৎস্যগ্রাম মিলে বছরে ১টি র‍্যালীর আয়োজন করা হবে অর্থাৎ ৮ হাজার মৎস্যগ্রামে ৪০০০ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হবে।
- বিভিন্ন সংস্থা ও প্রকল্পের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে মৎস্য চাষ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পাওয়া যাবে।

কম্পোনেন্টের প্রশিক্ষণ কার্যাবলী পরবর্তী পৃষ্ঠায় চক্রাকারে বর্ণনা করা হয়েছে:

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প : মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্ট
Fourth Fisheries Project: Aquaculture Extention & Training Component

মৎস্যগ্রাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চক্র (FV Training Activity Cycle)

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা পরিচালনা

নির্বাচিত মৎস্য গ্রামে অপেক্ষাকৃত মৎস্যচাষি নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র চাষিদের অগ্রাধিকার দেয়া, মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা, গ্রামের সম্পদ সম্পর্কে ধারণা করা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কাছ থেকে নির্বাচিত চাষিদের প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের জন্য **অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা** পরিচালনা করা হয়।

ছক (Forms): মৎস্যগ্রাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহৃত প্রচলিত ছকসমূহ ব্যাখ্যাসহকারে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হলো।

চাষির রেকর্ড বই (পুকুর)

- মৎস্যচাষির প্রয়োজনীয়তা
  - লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখা সম্ভব
  - রেকর্ড বইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে চাষি নিজেই মৎস্য চাষ কার্যক্রম চালাতে সহায়ক।

- সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্ট তথা চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা
  - ভবিষ্যতে প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায় ব্যবহারের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

- পুকুর রেকর্ড বইয়ের তথ্যসমূহ হতে হবে
  - সঠিক (পরিমাণ/মূল্য)
  - প্রযোজ্য সকল বিষয় অন্ত:র্ভুক্ত (যেমন গৃহস্থের নিজের গোবর হলেও তা লিখতে হবে)
  - নিয়মিত (প্রতিবার লিখতে হবে)।

মৎস্যগ্রামের প্রশিক্ষিত চাষিগণকে পুকুর রেকর্ড বই সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত **চাষির রেকর্ড বই**-র নমুনা নিম্নে দেয়া হলো।

অধিবেশন পরিকল্পনা

অধিবেশন : ১৮ **সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট**

শিরোনাম : **কোর্স পুনরালোচনা**

অধিবেশনের লক্ষ্য

প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করা যাতে তাদের কোন সমস্যা বা জিজ্ঞাসা থাকলে সেটা সমাধান করা যায়।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- কোর্স এর সার-সংক্ষেপ বলতে পারবে,
- সমস্যা বা জিজ্ঞাস্য থাকলে সেগুলোর সমাধান বের করতে পারবে,
- কোর্সের মূল্যায়ন করতে পারবে।

	অধিবেশন সূচি	পদ্ধতি
ভূমিকা ৫	পূর্বের অধিবেশনের সাথে যোগসূত্র বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত	বক্তৃতা প্রশ্নোত্তর
বিষয়বস্তু ২০	**কোর্স পরবর্তী পরীক্ষা** অংশগ্রহণকারীদের কোর্স পরবর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেয়া হবে। এটি একটি প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হবে যা দ্বারা প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা যাবে। একটি কোর্স পরবর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সহায়তাকারী গাইড বইয়ে সংযুক্ত করা হলো।	লটারি
১০	মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র পুরণ ।	
সার-সংক্ষেপ ১০	অধিবেশন সমাপ্তিকরণ।	

প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী

পোস্টার / বাদামী কাগজ, কলম, কোর্স পরবর্তী মূল্যায়নপত্র

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

পিআরএ, এসএলএ এবং মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স

কোর্স মূল্যায়নপত্র

(প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিন)

ক্রমিক নং	বিষয়	কোর্স অধিবেশন সম্পর্কে মতামত			
		খুব ভাল	ভাল	চলতিমান	চলতিমানের নিচে
১.	কোর্স পরিচিতি	☐	☐	☐	☐
২.	পিআরএ'র প্রাথমিক ধারণা ও মূলনীতি	☐	☐	☐	☐
৩.	পিআরএ'র প্রয়োগ	☐	☐	☐	☐
৪.	পিআরএ'র কৌশলসমূহ	☐	☐	☐	☐
৫.	পিআরএ'র অনুশীলন (মডেল অধিবেশন)	☐	☐	☐	☐
৬.	পিআরএ'র অনুশীলন (মাঠ পর্যায়ে)	☐	☐	☐	☐
৭.	পিআরএ'র ফলাফল উপস্থাপন (প্রতিবেদনসহ)	☐	☐	☐	☐
৮.	স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার প্রাথমিক ধারণা	☐	☐	☐	☐
৯.	স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার মূলনীতি	☐	☐	☐	☐
১০.	জীবনযাত্রার সম্পদ	☐	☐	☐	☐
১১.	স্থায়িত্বশীল জীবনযাত্রার রূপরেখা	☐	☐	☐	☐
১২.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মৌলিক ধারণা	☐	☐	☐	☐
১৩.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা	☐	☐	☐	☐
১৪.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কয়েকটি কৌশল	☐	☐	☐	☐
১৫.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ	☐	☐	☐	☐
১৬.	প্রকল্পের যৌক্তিক কর্মকাঠামোর পূরণকৃত ছক উপস্থাপন	☐	☐	☐	☐
১৭.	কোর্স পুনরালোচনা	☐	☐	☐	☐
১৮.	কোর্স মূল্যায়ন	☐	☐	☐	☐

*** কোর্স সম্পর্কে আপনার সার্বিক মন্তব্য** (প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন):

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

পিআরএ, এসএলএ এবং মনিটরিং দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স

মেয়াদকাল ঃ ৬ দিন

কোর্স মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র

(সঠিক স্থানে টিক (✓) চিহ্ন দিন)

১.	সামগ্রিকভাবে কোর্সটি কি আপনার জন্য উপযোগী ছিল ?	হ্যাঁ ☐ মোটামুটি ☐ না ☐
২.	কোর্সের মেয়াদকাল কেমন ছিল ?	খুব দীর্ঘ ☐ সঠিক ☐ খুব স্বল্প ☐
৩.	কোর্স উপস্থাপনার গতি কেমন ছিল ?	খুব দ্রুত ☐ সঠিক ☐ মন্থর ☐
৪.	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অধিবেশনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা কেমন ছিল ?	খুব বেশি ব্যবহারিক ☐ সঠিক ☐ খুব বেশি তাত্ত্বিক ☐
৫.	প্রশিক্ষক সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন ছিল ?	খুব সহজ ☐ সহজ ☐ জটিল ☐
৬.	কোর্সে সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মান কেমন ছিল ?	খুব ভাল ☐ ভাল ☐ ভাল নয় ☐
৭.	শিক্ষণ পরিবেশ কেমন ছিল ?	খুব ভাল ☐ ভাল ☐ ভাল নয় ☐
৮.	প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কৌশল উপযোগী ছিল কিনা ?	হ্যাঁ ☐ মোটামুটি ☐ না ☐